তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ।
„ রমেশচন্দ্র বসু	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	২। „ রমণীমোহন বসু ৩নং পিয়ারীগুরের লেন।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৩। „ বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ ৪৪নং নন্দরাম সেনের লেন।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৪। „ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কীর্ণাহার, বীরভূম।
„	„	৫। „ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১নং পঞ্চাননতলা লেন, বহুবাজার।
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬। ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, এল্‌, এম্‌, এস্‌, এফ্‌, সি, এস্‌, ৫১নং শাঁখারিটোলা লেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, আমার প্রথম ও প্রধান কার্য্য প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দেওয়া। তাঁহার কলিকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে মীমাংসা শুনিলাম তৎসম্বন্ধে আমার দুইটি কথা আছে। ভূতত্ত্ব অনুসারে কলিকাতার প্রাচীনত্ব অত বেশী দিনের হইবে কি না? যখন বাইবেলের ভূসৃষ্টির মত ভূতত্ত্বের প্রভাবে উল্টাইয়া গিয়াছে, তখন কোন স্থানের প্রাচীনত্ব কল্পনা করিতে গেলে ভূতত্ত্ব বাদ দিতে পারা যায় না। আপজনের ম্যাপ ১৭৯৭ সালের। তৎপূর্ব্বের ম্যাপ পাওয়া যায় না। কপিলক্ষেত্র এই অঞ্চলেই যে ঠিক তাহা কিরূপে বলা যায়? উড়িষ্যাতে কপিলক্ষেত্র আছে। প্রয়োজন হইলে অন্যত্র কপিলক্ষেত্র নির্ণীত হইতে পারে। পৌরাণিক স্থানের অবস্থান নির্ণয় অনেকটা অনুমান সাপেক্ষ। নানক যে সেকালে পঞ্জাব ছাড়িয়া গঙ্গাসাগরে ধর্ম্ম প্রচারে আসিয়াছিলেন, ইহা কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকর্ত্তা সুন্দর লিখিয়াছেন, তাঁহার [illegible] পরিতৃপ্ত হইয়াছি। লেখাটিতে তাঁহার পক্ষে সুলভ সুন্দর ছন্দের অভাব ঘটে নাই। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমিও অনুসন্ধান করিতেছি। গৌরদাস বসাকের মতে "[illegible]" (কোলদিগের বাসস্থান) হইতে কলিকাতা শব্দের উৎপত্তি। ইংরাজদিগের [illegible] "কালকুটী" শব্দ হইতে কলিকাতা নিষ্পন্ন। Asiaticus মধ্যে ইহা প্রথম দেখা যায়। [illegible]

প্রাচীন ইতিহাসে বাগবাজারের প্রাচীন নাম বাগুয়া, হেষ্টিংসের প্রাচীন নাম বারবাকপুর পাওয়া যায়,—ডিবরোজের ম্যাপে ঘুসুড়ির উল্লেখ আছে, অর্ম্মির ম্যাপে কলিকাতার স্থান ঠিক আছে, তাহাতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের এদিকে জঙ্গল দেখা যায়। আমার বিশ্বাস কালীঘাট হইতে কালীকোটা, তাহা হইতে কলিকাতার উৎপত্তি। কপিলক্ষেত্র না হউক কালীক্ষেত্র নামের সহিত কলিকাতার ঘনিষ্ঠতা আছে। বিশ্বকোষেও এরূপ মতই গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালীঘাট আধুনিক। ষোড়শশতাব্দীর ওদিকের কোন ইতিহাসে এই অঞ্চলের কোন স্থানের উল্লেখ নাই। চতুর্দ্দশশতাব্দীতে এইদিকে কোন স্থানে গুহ্য কালীর মন্দির ছিল। কিম্বদন্তীতে শুনা যায়, পোস্তার দক্ষিণে কালীমন্দির ছিল। ঝড়ে সে মন্দির ভাঙ্গিয়া যায়, সেবাইত এক সন্ন্যাসী কালীপ্রতিমা স্থানান্তর করেন। কথাটায় সত্য আছে, ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্, দর্ম্মাহাটার উচ্চতা খিদিরপুর হইতে ২৩ ফুট অধিক। পূর্ব্বে এখানে উঁচু উঁচু ঢিপি ছিল ; জেলেরা জাল শুকাইত। সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম তীর্থ আবিষ্কার করা। গুহ্য কালী প্রবাদ অবলম্বনে গোরক্ষনাথের অধস্তন ষষ্ঠ শিষ্য চৌরঙ্গীনাথ স্বামী এদিকে আসিয়া চৌরঙ্গী অঞ্চলের জঙ্গল মধ্যে কালীমূর্ত্তি পান। চৌরঙ্গীনাথের নাম হইতে ধর্ম্মতলার চৌরঙ্গী অঞ্চলের নামকরণ হয়। চৌরঙ্গীর জঙ্গল গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরও এক প্রমাণ আছে, ধাপার বিলের পুরাতন নাম হাদা দহ। ইহা কোন প্রাচীন নদীর দহ। হেষ্টিংসের মধ্য দিয়া যে ডিঙ্গাভাঙ্গার খাল আদিগঙ্গায় কুচোগুড়ির ঘাটে মিশিয়াছিল, তাহা ঐ বিল হইতে নির্গত হইয়াছিল। ইহাই পুরাতন গঙ্গার উত্তর নালা হইলে কবিরামের উল্লিখিত গঙ্গাতীরস্থ অকর্ষিতচর বাদর রসার স্থান নির্ণয় হয়, আর তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের সময়ে কলিকাতা অঞ্চলের একটা অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পুরাতন আর কিছু পাই নাই। মিউনিসিপ্যালিটীর পুরাতন Record অনুসন্ধাতা বলেন, চৌরঙ্গী নহে কথাটা চেরাঙ্গী অর্থাৎ চেরা অঙ্গ—ছিন্নাঙ্গ সতীর দেহাংশ হইতে কালীর উৎপত্তি। নগেন্দ্রবাবুর নানক আগমন সম্বন্ধে বক্তব্য—নানক নিজে আসিয়াছিলেন কি না, তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন কি না, শিখ মন্দির ছিল কি না, তাহা ঠিক করা যায় না ; তবে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময়ে উমিচাঁদ, হাজারিমল প্রভৃতি শিখধনীদিগের প্রভাবের কথা পড়িলে মনে হয়, সে সময়ে এ অঞ্চলে শিখদিগের বেশ একটা উপনিবেশ ছিল। বিশ্বকোষে কলিকাতার অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বিশ্বকোষ হইতে কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশধৃত কিল্‌কিলাক্ষেত্রের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, আজ এক সম্পূর্ণ নূতন মত শুনিলাম। অন্যান্য যে সমস্ত মতামতের আলোচনা হইল, তাহার কোনটাই চরম নহে। প্রবন্ধের মতের সত্যতা বিশেষ অসম্ভব। ভূতত্ত্ব ইতিহাস কিছুতেই টিকে না। খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী কালিদাস "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া বাঙ্গালীর যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে

বঙ্গদেশকে নদীমাতৃকদেশ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। খৃষ্টের প্রায় সপ্তমশতাব্দীতে হুয়েন সাঙের বিবরণে এ অঞ্চলের কোন সংবাদ নাই। এ দিকে নানক আসিয়াছিলেন কি না, তাহা শিখগ্রন্থের ঐ কয়েকটি কবিতা হইতে ভাল প্রমাণ হয় না। পঞ্চদশশতাব্দীতে নানক আসিলেও কলিকাতা এত বেশী প্রাচীন হয় না যে, তাহাকে পৌরাণিক কপিলক্ষেত্র বলা যায়। কালীক্ষেত্র, কপিলক্ষেত্র প্রভৃতি সুসংস্কৃত নাম ছাড়িয়া দিয়া 'কালকুটা' 'কালিকোটা' 'কোলেখাতা' প্রভৃতি শব্দ দেখিলে বোধ হয়, এস্থানের আদিম অধিবাসীরা ইহার যে নাম দিয়াছিল, তাহাই সুসংস্কৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া কলিকাতা হইয়াছে।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার প্রবন্ধে অনেক কথা শুনা ও শেখা গেল। কালীক্ষেত্র দীপিকার বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, রাজা বসন্তরায়ের দত্তসম্পত্তি হইতে কালীঘাটের পূজাদির ব্যবস্থা। (এই স্থানে যতীন্দ্র বাবু সাবর্ণ চৌধুরীদিগের এবং কালীঘাটের বিবরণ বর্ণনা করেন) এই বিবরণ হইতে আমার বিশ্বাস কালীর সঙ্গে সংশ্রব রাখিয়াই নাম রাখা সঙ্গত। কপিলক্ষেত্র হইতে নামোৎপত্তির প্রমাণ, যাহা শুনা গেল, তাহা প্রচুর নহে। Echoes from Old Calcutta পাঠে জানা যায়, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক এদেশে আসেন। তাঁহার কোন পত্রে জানা যায় যে, তাহার পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতা নামের উল্লেখ আইন-ই-আকবরীতে আছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাল্পনিক অনেক কথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধান কাল কাটা হইয়াছে, এরূপ গল্পের কাল কাটা হইতে কলিকাতা বা ক্যালকাটা নামের উৎপত্তিও কল্পিত হয়। আমার বোধ হয় কালী নামের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই কলিকাতা নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কপিলক্ষেত্রের কথা ভূতত্ত্বানুসারে সম্ভবতঃ খাটিবে না। প্রাচীন কলিকাতা বলিতে আমি বুঝিয়াছিলাম, সেকালের কলিকাতার আচার ব্যবহার কিছু কিছু জানা যাইবে। প্রবন্ধে তাহা কিছুই নাই। এসম্বন্ধে যদি কেহ লিখিয়া জানান, তবে বড়ই তৃপ্তিকর হয়। প্রাচীনগ্রন্থ, সংবাদপত্র, কিম্বদন্তী, বংশের গল্পাদি হইতে হুতোমের নক্‌সার ব্যাখ্যাদি করিয়া, যদি কেহ লিখিতে চেষ্টা করেন, তবে ভাল হয়। ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক প্রক্ষিপ্ত আছে, তদ্ভিন্ন শ্রীমান্ শতেন্দ্রের উদ্ধৃত শিখগ্রন্থের কবিতা কয়টিতে বঙ্গদেশস্থ কপিলক্ষেত্র, এইরূপ কোন উল্লেখ নাই; সুতরাং ধাপার বিলকে সগর সন্তানের খোদিত গর্ত্ত কল্পনা করিয়া কপিলক্ষেত্র হইতে কালীঘাট করাটা ঠিক নহে। প্রবন্ধের অন্যান্য অংশ বেশ লেখা হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে "রসকদম্ব" প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত ও পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে বলিয়া স্থির হইল।

তৎপরে সভাপতি এবং পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু,
সহ-সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সভাপতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

গত ১লা ভাদ্র ১৩০৯, ১৭ই আগষ্ট ১৯০২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৹ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, (সভাপতি)

" সত্যকৃষ্ণ বসু
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ,
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল,
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ,
কুমার " শরৎকুমার রায়, এম্, এ,
" বাণীনাথ নন্দী
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
" রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল,
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
" গোবিন্দলাল দত্ত
" রমেশচন্দ্র বসু
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" মন্মথমোহন বসু, বি,এ, (সহ-সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল :—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। (২) সভ্যনির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী ঘোষ, মহাশয় কর্ত্তৃক "কবি মাঘের সংক্ষিপ্ত জীবনী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ (৪) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "সাহিত্য ঘটিত প্রশ্নোত্তর" সম্বন্ধে প্রস্তাব (৫) বিবিধ বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল।

সভাপতি বা সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে সভার নির্ব্বাচন অনুসারে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধরী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, উহা গৃহীত হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ডেঃ মাঃ ভাগলপুর
„ ললিতমোহন মল্লিক	„	২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৬৪নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ মন্মথমোহন বসু	৩। শ্রীযুক্ত বনমালী চট্টোপাধ্যায় ৩২নং চক্রবেড়ে রোড্, ভবানীপুর
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	„ শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী	৪। শ্রীযুক্ত গৌরীদত্ত বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজ
„ যাদীনাথ বসী	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বৃন্দাবন মল্লিকের লেন
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ	„	৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, বি, এ, ৭১।২নং ক্যাথিড্রাল মিশন লেন

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজ পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভাগ্যকুলের রাজা বাহাদুর প্রভৃতি ২০০০৲ টাকা দিবেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ আগামী এপ্রেল মাসে সাহায্য করিবেন জানাইয়াছেন। এই জন্য উভয়কে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। সভা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার চতুর্থকার্য্য—মন্মথ বাবুর প্রস্তাব প্রথমে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর প্রমথ বাবুর প্রস্তাব পঠিত হইল। ব্যোমকেশ বাবু ইহার সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন, প্রশ্নোত্তর মীমাংসা লইয়া সাহিত্য-পরিষৎ আবার দায়িত্ব লইতেছেন কেন? এই সূত্রে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রের অভিনয় হইবে। পরিষদের শাখা সমিতি আছে, তাহাদের অধিবেশনই ঘটিয়া উঠে না, এই উপলক্ষে কি তাহা হইবে? আমার মতে এরূপ পরের কলহ টানিয়া না আনাই ভাল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, এই প্রস্তাব অতি উত্তম। শাখা সমিতির অধিবেশন হয় না, অন্ততঃ এইসূত্রে হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এই সকল সাহিত্যিক বিষয়ের আলোচনায় মতবৈধের আশঙ্কা করিলে পরিষদ চলিবে কেন? এই জন্যই পরিষৎ। আরও "বিদ্যা বিবাদায়" সুতরাং এসকল বিষয়ে রণক্ষেত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই প্রস্তাব খুব ভাল, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রস্তাবটী খুব ভাল, খুব সঙ্গত, একণে জিজ্ঞাস্য ইহা কি আকারে গৃহীত হইবে? প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই যে প্রস্তাবক মীমাংসার জন্য যে সকল শাখা সমিতির হস্তে দিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত একবার এবিষয়ের পরামর্শ করা আবশ্যক। যদি আপনারা সঙ্গত বোধ করেন তবে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ, পরিভাষা, প্রভৃতি শাখা সমিতির একটা সাধারণ অধিবেশন করিয়া তাহাতে মন্মথ বাবুর এই প্রস্তাবের আলোচনা করিলে ভাল হয়। মন্মথ বাবু সে সভায় উপস্থিত থাকিলে আলোচনার সুবিধা হইবে। প্রস্তাবের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইলে সেই সভায় করা হইবে। সেই সভায় যেভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবে, তাহা পরিষদের পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিব এবং সাধারণ সভায় মতামত লইব।

সভার সম্মতিক্রমে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিলে পরিষদের পক্ষে উপযুক্ত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ বড় উপাদেয় হইয়াছে। আমরা ফার্দ্দুসীর কথা জানি, কিন্তু অনেক দেশীয় সংস্কৃত কবির পরিচয়াদি জানি না। মল্লিনাথ বলিয়াছেন, মাঘে মেঘে গতং বয়ঃ; আজ সেই মাঘের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। তাঁহার সময়ের ইতিহাস তখনকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘর্ষণ ইত্যাদির বিবরণ কিছু কিছু জানা গেল, বলভীরাজ ধ্রবসেনের পণ্ডিতগণের মধ্যে মাঘ ছিলেন কি না মনে নাই। তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায় যে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম ভ্রাতৃবৎ বর্দ্ধিত হইতেছে। উভয় ধর্ম্মে কোন দ্বেষাদ্বেষ ছিল না। প্রবন্ধচিন্তামণি, প্রবন্ধ কোষ, গুজরাটের সংস্কৃত ইতিহাস রাসমালা অবলম্বনে ফর্ব্বেস একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে শোলাঙ্কী ও চৌলুকবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ আছে। সপ্তমশতাব্দীতে বলভীপুরের ধ্বংস হইলে শেষ রাজা কনক সেন ইঁদরে যান, ইঁহারই বংশে রাজপুতদিগের শিশোদীয় বংশের উৎপত্তি হয়; সুতরাং মাঘ অষ্টমশতাব্দীর লোক বলিয়াই বিবেচনা হয়। হুয়েন সাঙের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থার কথা মাঘের সময়কার হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা তুলনা করিলেও ঐ অনুমান সত্য বলা যায়। ভোজপ্রবন্ধে কালিদাস, বররুচি, মাঘ প্রভৃতি সকল সময়কার কবির কবিতা আছে, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। আরও প্রাচীন গ্রন্থাদি দেখিয়া এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, এ প্রবন্ধের আলোচনা করা আমার পক্ষে অনুচিত; এরূপ প্রবন্ধ সকল যতই পরিষদে পঠিত হয় ততই ভাল। সংস্কৃতজ্ঞ অনেক পণ্ডিত পরিষদে আছেন। কেহ সংস্কৃত কবি ও দার্শনিকগণের কথা লইয়া সময়-ক্ষেপ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। মাঘের গোড়ার দিকটায় বড় কষ্ট কবিত্ব ও কষ্ট কল্পনা আছে। সে অংশের কবিতা উদ্ধৃত করিলে, তাহা বুঝা যাইত। মাঘ মঙ্গলাচরণ

করেন নাই। কালিদাসও তাহা কুমার সম্ভবে করেন নাই। তবু বলা যায় যে প্রথম শ্লোকে যখন শ্রী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তখন একপ্রকার করাই হইয়াছে। অনেকে বলেন, মাঘ দশমশতাব্দীর লোক। বোম্বাইএর কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় মাঘকে অষ্টমশতাব্দীর লোক বলিয়া বোধ হয়। অষ্টমশতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট, ভবভূতি, দণ্ডী প্রভৃতির লেখার সহিত মাঘের লেখার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং তিনি অষ্টমশতাব্দীর লোক।

অনেকে বলেন মাঘ ভারবির শিষ্য। সে কথায় অনেকেই এখন অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন। মাঘে কাশিকাবৃত্তি ও ন্যাস টীকার উল্লেখ দেখা যায়। উহা সপ্তমশতাব্দীতে কাশ্মীররাজ কর্ত্তৃক রচিত, সুতরাং মাঘ অষ্টমশতাব্দীর লোক বটেন, আর অষ্টমশতাব্দীতেই গুজরাটে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল। মাঘ বৌদ্ধ দর্শনাদির কথাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা দশম বা দ্বাদশ শতাব্দীর কথা বলেন তাঁহাদের কথা সমস্ত ভুল।

অতঃপর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধ ও তাহার আলোচনায় অনেক কথা শুনিলাম, প্রবন্ধকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার গবেষণায় আমারা কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না। আজ পরিষদের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপস্থিত হইলে ভাল হইত। তিনিও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ আজকার প্রবন্ধে তাঁহার মত খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার উপস্থিতি আজ একান্ত প্রার্থনীয় ছিল। তাঁহার অভাব আজ বিশেষ বুঝা যাইতেছে, প্রবন্ধকার স্বীয় শেষ প্রতিশ্রুতি—অর্থাৎ মাঘের কাব্য সমালোচনা করিবেন বলিয়া যে আশা দিয়াছেন, তাহা শীঘ্র পূর্ণ করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। "কাব্যেষু মাঘঃ" কেন বলে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিন। দ্বাদশশতাব্দীতে হিন্দু বৌদ্ধে যুদ্ধ চলিয়াছে সুতরাং মাঘের বর্ণিত উভয় ধর্ম্মের ভ্রাতৃভাবের কথা তখন ঘটে না, সুতরাং মাঘকে দ্বাদশশতাব্দীর লোক কোন মতে বলা যায় না। অষ্টমশতাব্দীই ঠিক সময়। তাহার প্রমাণ প্রবন্ধ লেখক ও অন্যান্য বক্তারা যথেষ্ট দিয়াছেন। সাহেবেরা যে পথ দিয়া হাঁটিয়া সময় নিরূপণের রাস্তা ঠিক করিয়া দিয়াছেন, সেই পথ দিয়া চলিলে মাঘ সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়া পড়ে। অতএব আমি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য,
সভাপতি।

চতুর্থ অধিবেশন।

গত ২২শে ভাদ্র ১৩০৯, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৹টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল, (সভাপতি)
" দীনেশচন্দ্র সেন
" রমেশচন্দ্র বসু
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,
" প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
কবিরাজ " প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ নাগ
" নরেন্দ্রনাথ মিত্র
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, বি, এল,
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,
" অনাথনাথ পালিত, এম, এ,
" রামনাথ চক্রবর্ত্তী
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" নিখিলনাথ রায়
" গোবিন্দলাল দত্ত
" যোগেন্দ্রনাথ সেন
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল,
" বনমালী চট্টোপাধ্যায়
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু } (সহ-সম্পাদকদ্বয়)

এইদিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবধারিত ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক জনৈক ইটালীয় চিত্রকরের অঙ্কিত হিন্দুদেবতার চিত্র প্রদর্শন, (৪) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "কৌষিতকী ব্রাহ্মণ" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক "বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ, (৫) মন্মথবাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে শাখা সমিতিসমূহের মন্তব্য। (৬) বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রক্ষিত ১৪নং শ্যামপুকুর লেন।
"	"	২। " হরিশচন্দ্র নিয়োগী ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট।
"	"	৩। " ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ ২৬নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	"	৪। " তারকেশ্বর পাল চৌধুরী ১৯নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট
"	"	৫। " ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭নং গড়পার রোড
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" তীর্থনাথ চৌধুরী	৬। " তারাপদ দাস হোম ডিপার্টমেণ্ট
"	"	৭। " মুন্সী মঃ আসাদ আলি ১৭নং কড়েয়া রোড
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮। " বিহারীলাল রায়, বি, এ, হেড মাষ্টার বাগেরহাট
"	"	৯। " ললিতমোহন রায় মাক্তার ঐ
"	"	১০। " রাইচরণ বসু মোক্তার ঐ
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১১। " ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১নং গ্রে ষ্ট্রীট
" কুমার শরৎকুমার রায়	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। " রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ১১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
"	"	১৩। " মাণিকলাল শীল ৮৫নং ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ	" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১৪। " তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ মহাশয় ছবিখানি প্রদর্শন করিলেন। [illegible] কালাপেড়ে ধুতি, উড়ানির পরিবর্তে পোষাক [illegible] [illegible] পিতার নিকট [illegible] [illegible]

ছবিখানি দেখা হইলে, শিবাপ্রসন্নবাবু (সভাপতি) বলিলেন, ভূপেন্দ্রবাবু আজ পরিষদের সভ্য হইলেন, আর আজই তিনি পরিষদের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ছবিখানি দেখিয়া তৃপ্ত হওয়া গেল। কার্ত্তিক দেবতা ও সেনাপতি, সুতরাং তাঁহার ছবিতে মহিমা ও বীরত্ব উভয়ের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। আমরা যেমন বিলাসী জাতি আমাদের কল্পনায় দেবসেনাপতির প্রতিমাও বিলাসী ফুলবাবুর ন্যায় গড়া হয়। এই ছবিখানিতে ইউরোপীয় কল্পনার বশে বীরত্বের একটু ভাব প্রতিফলিত হওয়ায় ছবিখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে। তবে আমরা কেহ চিত্রকর নহি, ছবিখানির ঠিক্ সমালোচনা আমরা করিতে পারিব না। যাহা হউক ছবিখানি দেখিয়া তৃপ্ত হওয়া গেল। ভূপেন্দ্রবাবুকে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ।

অতঃপর ব্রজবাবু উপস্থিত না থাকায়, সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ব্রজবাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং তৎপরে দীনেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বলিলেন,—প্রবন্ধ শুনিয়া প্রীত হইলাম। তবে আশা ছিল, দীনেশবাবু বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনায় সমালোচনা করিবেন। তিনি বাল্মীকির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বাল্মীকির কিছুই বলা হয় নাই, কৃত্তিবাসের বিবরণ অনেকটা বিশদ হইয়াছে। রামায়ণ রামের সমসাময়িক গ্রন্থ। রামায়ণের উৎপত্তি বড় সুন্দর। প্রচারও বড় কৌশলময়। নায়কের পুত্রদ্বয় কুশলবই ইহার প্রথম গায়ক। কৃত্তিবাস রামায়ণ দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। রামচরিত রামায়ণ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থে আছে। মূল রামায়ণেও রামের ব্রহ্মত্বের কথা আছে, মন্দোদরী বিলাপে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। কৃত্তিবাস কুসুমসুকুমার রাম আঁকিয়া আদর্শভ্রষ্ট হন নাই, রামের মহত্বাদি সমস্ত সদ্গুণই কৃত্তিবাস রাখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার রাম ভক্তের হৃদয়ে ভাবের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—দীনেশবাবুর প্রবন্ধে প্রীত হইয়াছি। তাঁহার toneটা তত ভাল হয় নাই। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে সহানুভূতি থাকিলেও তাঁহার ভাষার ভাবটা ভাল নহে—বিদ্রূপ ব্যঙ্গ মাখা। কাব্য জাতীয় জীবনের দর্পণ স্বরূপ। কুৎসিত মুখের প্রতিবিম্ব যথাযথ গ্রহণ করে বলিয়া দর্পণের যেমন দোষ হয় না, কাব্যেও জাতীয় ছবি প্রতিফলিত হইলে কাব্যের বা কবির দোষ হয় না। কৃত্তিবাস আমাদের দেশে রামকথা লিখিয়া রামায়ণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে দীনেশবাবু যদি প্রবন্ধ লিখিতেন, তবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কৃত্তিবাস-বাল্মীকির মূল কথা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত ঠিক্ আছে। বাল্মীকির সময়ে জাতীয় জীবন ছিল। কৃত্তিবাসের সময়ে জাতীয় জীবন ছিল না। হ্রস্ব আদর্শের ছায়া জাতীয় কাব্যে প্রতিফলিত হইলেও অপ্রসন্ন অবস্থার ছবি কৃত্তিবাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃত্তিবাসের সময়ে ঐশ্বর্য্যের ভজন লোপ হইয়া মাধুর্য্যের ভজন প্রচলিত হইয়াছে। জয়দেবাদি যে ভাবে ভাবিতেন, কৃত্তিবাসও সেই ভাবে স্বীয় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোন ভাবে ভজন ভাল, তাহা বিচার

করিবার আবশ্যক নাই। কৃত্তিবাসের রাম বাঙালীর আদরণীয়, জাতীয় জীবনের আদর্শ। বাল্মীকি বহুবৎসর পূর্ব্বে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূজনীয়। কৃত্তিবাসের যুদ্ধকাণ্ড প্রধান দ্রষ্টব্য নহে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার মতের মিল আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রধানশিক্ষা যুদ্ধকাণ্ড নহে। আমরা সহজে যে ভাবে রামচরিত্র বুঝিতে পারিব, সেই ভাবে কৃত্তিবাস রামচরিত লিখিয়াছেন। কৃত্তিবাস রাম লক্ষ্মণ সীতাদির চরিত্রের শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি যে বজায় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কীর্ত্তি। বাল্মীকির আদর্শ কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে রাখিতে পারেন নাই বলিয়া যে হেয়, তাহা নহে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামচিত্র কাহার প্রকৃত, কে বলিবে? প্রচলিত রামায়ণের পাঠ ঠিক নহে, গোরেসিও রামায়ণের সঙ্গে তাহার মিল নাই।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—দীনেশবাবু প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিয়া এরূপ নিতাই চৈতন্যময় হইয়া পড়িয়াছেন যে, রামলক্ষ্মণের মধ্যে তাঁহাদেরই ছবি দেখিতেছেন। ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদিত মাধুর্য্য ও মাধুর্য্য আচ্ছাদিত ঐশ্বর্য্য এই দ্বিবিধ ভাবের ভজন। মাধুর্য্যপূর্ণ হইলে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয় না, তাহা নহে। পুতনাবধ তাহার দৃষ্টান্ত। বালকরূপী ভগবানের পূর্ণমাধুর্য্যভাবের মধ্যে বীরত্ব ঐশ্বর্য্যের পূর্ণবিকাশ ইহাতে দেখা যায়। কৃত্তিবাসের রাম মাধুর্য্যপূর্ণ হইলেও মাধুর্য্য আচ্ছাদিত ঐশ্বর্য্য যে তাহাতে নাই, তাহা কে বলিল।

দীনেশবাবু বলিলেন,—আমার বোধ হয়, কৃত্তিবাসের রামচরিত্রে মাধুর্য্য আচ্ছাদিত ঐশ্বর্য্যের বিকাশ বিশেষ কোথাও নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য বাল্মীকি পড়িয়া কৃত্তিবাস পড়িলে, কৃত্তিবাসের গ্রন্থকে রামায়ণ বলাই যায় না। রাম নামেই আমাদের নিকট সমস্ত পুণ্য অধিকৃত বলিয়া বোধ হয়, রামায়ণ পাঠ করার আবশ্যকতা কি? কাব্য বা গ্রন্থ হিসাবে পড়িতে হইলে, বাল্মীকি পাঠের তৃপ্তি কৃত্তিবাস পাঠে হয় না। নিখিলবাবুর গোরেসিও আমি দেখিয়াছি; মূল কথা কোথাও স্বতন্ত্র নাই। আদি উত্তরাকাণ্ড ব্যতীত প্রচলিত বাল্মীকির সহিত গোরেসিও editionএর তফাত নাই। হীরেন্দ্রবাবু যে ভক্তিভাবের কথা বলিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে সকল প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে বীরবাহু, তরণী, মহীরাবণ ইত্যাদি নাই। আমি কাব্য হিসাবে কৃত্তিবাস আলোচনা করিয়াছি, ভক্তিভাবে করি নাই। আমার tone সম্বন্ধে হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন, তাহা স্বীকার করি। কৃত্তিবাসের রাম আর বাল্মীকির রাম তুলনা করিলে, বদ্রিদাসের মন্দিরের সঙ্গে তাজমহলের তুলনা করিতে যাওয়া হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—রামায়ণ সম্বন্ধে বলা যায়, দুইজনের গ্রন্থ দুই স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা। একটা অপরের অনুবাদ নহে। হঠাৎ মনে হয় অনুবাদ, কিন্তু তাহা নহে।

আমারও মতে দীনেশবাবুর প্রবন্ধের সুর ভাল নহে। শেষাংশ বাদ দিবেন। দীনেশবাবু উভয় কবির নায়কের দেহ আলোচনা করিয়া, পৌরুষ কাহাতে কি তাহা দেখাইয়াছেন, কিন্তু চরিত্রগত আলোচনা করেন নাই। বীরোচিত মধুরতা ফুটাইতে পারিলে অতি সুন্দর হয়, বাল্মীকি তাহা পারিয়াছেন, কৃত্তিবাস তাহা পারেন নাই। মহাকবি ও ছোট কবিতে পার্থক্য থাকিবেই। বাল্মীকি পাহাড়, কৃত্তিবাস উঁই ঢিপি। কৃত্তিবাস বাল্মীকির ন্যায় সাধকও নন সুতরাং তাঁহার তত ক্ষমতা কোথায়? বাল্মীকির গোড়াটা বিশ্বাস করিলে দেখি, নারদ রামচরিত্র বর্ণনা করিয়া দিলেন, দৈববাণীতে ছন্দ মিলিল, কবি তপস্যা দ্বারা ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন, তবে রামায়ণ হইয়াছিল। কৃত্তিবাসে সে সকল কোথায়? তাহা আশা করাও অন্যায়। যাহা হউক, আমরা দীনেশবাবুর আলোচনায় প্রীত হইয়াছি, তাঁহাকে ধন্যবাদ।

অতঃপর মন্মথবাবুর প্রস্তাব—শাখাসমিতিসমূহের সাধারণ অধিবেশন হইতে নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তিত আকারে উপস্থিত হইয়াছিল, "প্রশ্নাবলী যথাযোগ্য শাখাসমিতিতে প্রদত্ত হইবে। তাহার সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শাখাসমিতির মীমাংসার পর আবার তাহা মাসিক সাধারণ সভায় আনিবার আবশ্যকতা নাই। শাখাসমিতি হইতেই উত্তর প্রদত্ত হইবে ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।" মন্মথবাবু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তাহা গৃহীত হইল।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে যতীন্দ্রবাবু প্রস্তাব করিলেন,—"গত বৃহস্পতিবার সাহিত্যানুরাগী স্বদেশহিতৈষী জমিদার কুমার রাধাপ্রসাদ রায় পরলোক গমন করাতে, পরিষৎ একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন। তিনি পরিষদের সভ্য না হইয়াও ইহার গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২৫০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

মন্মথবাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,
সহ-সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,
সভাপতি।

পঞ্চম অধিবেশন।

গত ১২ই আশ্বিন ১৩০৯, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯০২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬।০টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ, (সভাপতি)
„ মন্মথনাথ রুদ্র, এম, এ,
„ করুণাকুমার সেনগুপ্ত
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বি, এ,
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,
„ অমূল্যচরণ ঘোষ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ ললিতমোহন রক্ষিত

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,
„ অনাথনাথ পালিত, এম, এ,
„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ,
„ হরলাল গুপ্ত কবিরত্ন
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
মুনসী রশওন আলি
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহ-সম্পাদকদ্বয়)
„ মন্মথমোহন বসু }

এইদিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয়ের "বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধপাঠ (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের, কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধলেখককে বিস্তর খাটিতে হইয়াছে। তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত A short Catalogue of Bengali Publications নামক প্রাচীন Report দেখিলে, পরিশ্রম অনেকটা বাঁচাইতে পারিতেন। আমার বিবেচনায় এরূপ প্রবন্ধ সভায় পাঠের যোগ্য নহে, শুনিতে শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্য থাকে না, তবে পরিষদে ইহার ন্যায় প্রবন্ধ যে আর পড়া হয় নাই, তাহা নহে। ইহাতে লেখকের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তাহার একটা স্বতন্ত্র প্রতিভা আছে, তদনুসারে ব্যাকরণ আজিও হয় নাই। রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ খানিকে কতকটা

তলহুবারী বলা যায়। সাহিত্য পরিষদে প্রবন্ধোক্ত ব্যাকরণগুলির সংগ্রহ থাকা আবশ্যক। প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহে ব্যোমকেশবাবু যেরূপ উদ্যোগী একদিন যে তাহা হইবে, তাহা আশা করা যায়। হালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকাটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সে কালের বাঙ্গালায় যে সমস্ত চিঠিপত্র চলিত, তাহাতে বাঙ্গালার আদর্শ পার্সিমিশ্রিত। যিনি যত পার্সি ব্যবহার করিতে পারিতেন, তিনি তত লায়েক বলিয়া গণ্য হইতেন। হালহেডের ব্যাকরণই ব্যাকরণের প্রথম চেষ্টা। এখন আমাদের আশানুরূপ ব্যাকরণ পাইতে হইলে কল্কি অবতারের স্থায় একজন ব্যাকরণ লেখকের অবতার হইবার আশায় থাকিতে হইবে।

মুন্সী রওশন আলি বলিলেন,—আমিও প্রবন্ধ সম্বন্ধে দীনেশবাবুর সহিত একমত। প্রবন্ধলেখকের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসার্হ, এ প্রবন্ধ পড়ার অপেক্ষা ছাপা হইলে আলোচনার উপযোগী হয়।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক যেরূপ যত্নসহকারে এরূপ নীরস বিষয়কেও শ্রবণসুখকর করিয়া লিখিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি যে ভাবে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে ব্যাকরণের বিষয়গুলির আলোচনা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উপকারী হইয়াছে। আমার মতে সাহিত্যের সকল বিভাগের এইরূপ ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধলেখকের পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা ও গবেষণার জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি। সুস্থির হইয়া তাঁহার প্রবন্ধ পড়িবার জন্য উহার ছাপার প্রতীক্ষা করিব। কর্ম্মকারকে "কে" বিভক্তির বিবরণ সম্প্রতি পরিষৎ-পত্রিকায় ললিতবাবু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার ফল নবাবিষ্কার বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু আজকার এই প্রবন্ধপাঠে জানা গেল, বাঙ্গালা প্রাচীন ব্যাকরণে তাহার উল্লেখ আছে। প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধে Forbe's Bengali Grammar, Yates' Bengali Grammar ও ১৮৫০ সালে রচিত অজ্ঞাতনামালেখকের একখানি ব্যাকরণের কথার উল্লেখ করেন নাই, বোধ হয় তাহা দেখিতে পান নাই। আশা করি, প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধ ছাপিবার পূর্ব্বে এ তিনখানিরও আলোচনা প্রবন্ধমধ্যে করিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, আমিই প্রবন্ধলেখককে উত্যক্ত করিয়া এই প্রবন্ধ লেখাইয়াছি ও এই প্রবন্ধ সভায় পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছি; সুতরাং দীনেশবাবু প্রভৃতি সভ্যগণের এরূপ প্রবন্ধ হইতে বিরক্তির হেতু আমি। প্রবন্ধলেখক এতদিন গোপনে বসিয়া খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সংগ্রহ ও ভাষা-তত্ত্বানুসারে বৈজ্ঞানিক নিয়মে তাহাদের উৎপত্তি এবং তাহার শিষ্ট-প্রয়োগাদি সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, আমিই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি যাহা হউক, তাঁহার প্রবন্ধে আর কিছু না হউক, বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে খ্যাত এখনকার স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণগুলির পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ ছিল এবং সে সময়কার ব্যাকরণে যে এতদূর সংস্কৃত

ব্যাকরণের অনুবাদ পূরিয়া দেওয়া হইত না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। হালহেড কেবল কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারত লইয়া যে ভাষার ব্যাকরণ গড়িতে গিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন কারকের বিভক্তি-নিরূপণ করিয়াছিলেন ও শ্যামাচরণ তদ্ধিত-লিঙ্গাদি গড়িতে গিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃতানুযায়ী হইলেও যে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সর্ব্বত্র চলে না, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে ব্যাকরণের কল্কি অবতার অবতীর্ণ হইয়া কি করিবেন, কোন পথে চলিবেন, তাহার একটা হদিশ পাইবেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—বিষয়টি বড় কঠিন। প্রবন্ধলেখক সভায় ইহার কতই বা বিবরণ পড়িয়া শুনাইবেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহা পড়িবার উপযুক্ত নহে, এমন নহে। আমি ত নিজে অনেক কথা জানিলাম। মন্মথবাবু যে তিনখানা নূতন ব্যাকরণের কথা বলিলেন, তাহাতে প্রবন্ধলেখকের উপকার হইল। পড়া না হইলে, পত্র লিখিয়া মন্মথবাবু পরে এ কথা প্রবন্ধলেখককে হয় ত জানাইতে যাইতেন না। পরিষদের চেষ্টায় যে এরূপ বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, লোকে যে এরূপ নীরস বিষয়াদি লইয়া এতটা আলোচনা করিবার সময় দিতেও চেষ্টা করিতে পারিতেছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধ বিশেষ উপাদেয়। দীনেশবাবু যে বলিয়াছেন "এরূপ প্রবন্ধ পঠিত না হইয়া মুদ্রিত হইলে ভাল হয়," বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধটি তিনভাগে বিভক্ত। বাঙ্গালা ভাষার বয়ঃক্রম এবং ১০০ বৎসরের ব্যাকরণের ইতিহাস। অপর ভাগের কথা পরে বলিব। বাঙ্গালা অক্ষরের বয়স ১০০০ বৎসর পূর্ব্বেরও ধরা যাইতে পারে। ঐরূপ প্রাচীন শিলালিপিতে বাঙ্গালা অক্ষরের আকৃতি দেখা যায়। দ্বিতীয় অংশে প্রবন্ধকার যে একশত বৎসরের ব্যাকরণের তালিকা, গ্রন্থকর্ত্তার নাম ও তাঁহাদের বিশেষত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ উপকারী। এই তালিকার মধ্যে যদি ২।১০ খানা বাদ দেওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, প্রবন্ধলেখকের গুণে আমরা ক্রমিক পরিবর্ত্তনটি বেস বুঝিতে পারিয়াছি। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত; উচিত পথ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে ব্যাকরণ কি ভাবে লিখিত হইয়া গিয়াছে সেই অতীত ইতিহাস জানিলে ভবিষ্যতের পথ সহজে আবিষ্কৃত হইবে। এখন যিনি এ বিষয় লইয়া খাটিবেন, তিনি এই প্রবন্ধের সাহায্যে কতক বাদ দিয়া কতক যোগ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য ঠিক্ করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং এরূপ প্রবন্ধের যে কোন উপযোগিতা নাই, তাহা বলিতে পারি না, বরং এরূপ ইতিহাস জানাই আবশ্যক। এই পরিষদে গত দুই বৎসর বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা হইতেছে, সুতরাং বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাসের প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত হইবার বিশেষ উপযোগী। আমি প্রবন্ধলেখককে তাঁহার অনুসন্ধান ক্ষমতা ও গবেষণার জন্য বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী ৩নং বসাক বাগান লেন
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	„	২। „ সুধীরলাল রায় চৌধুরী বারুইপুর
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	„ মন্মথমোহন বসু	৩। „ শ্রীশচন্দ্র সেন শিক্ষক গোয়ালন্দ
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„	৪। „ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম, এ, ৪৭নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	৫। „ হীরালাল মিত্র ১৩।২, বেনেটোলা লেন
মুন্সী রওশন আলি	„ মন্মথমোহন বসু	৬। „ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ৫০নং গ্রে ষ্ট্রীট্
„	„	৭। „ নবদ্বীপচন্দ্র পাল কুমারখালী, নদীয়া
„	„	৮। „ দক্ষিণারঞ্জন আচার্য্য দৌলতপুর পোঃ নদীয়া
„	„	৯। বঙ্কবিহারী নন্দী, উকীল, কুষ্টিয়া
„	„	১০। রাইচরণ দাস ঐ
„	„	১১। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, এম,এ, ঐ
„	„	১২। বরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ডেঃ মাঃ রাজবাড়ী
„	„	১৩। জানকীনাথ দাস, উকীল ঐ
„	„	১৪। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য উকীল ঐ
„	„	১৫। গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার উকীল ঐ
„	„	১৬। বাণীশচন্দ্র সান্যাল ঐ
„	„	১৭। কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মোঃ ঐ
„	„	১৮। মাখনলাল ভঞ্জ হুগলী
„	„	১৯। সেখ ওসমান আলি, বি, এল, মুন্সেফ গিরিধি
„	„	২০। মীর মোশাররক হোসেন লাহিনীপাড়া কুষ্টিয়া
„	„	২১। মুন্সী মহম্মদ রেয়াজদ্দীন আহাম্মদ ৪নং কড়েয়া রোড
„	„	২২। ডাঃ হবিবর রহমান এল,এম,এস,
„	„	২৩। মুন্সী মোজাম্মেল হক, নদীয়া
„	„	২৪। „ কায়কোবাদ ময়মনসিংহ

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীচুণিলাল বসু,
সভাপতি।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

গত ২৯শে কার্ত্তিক ১৩০৯, ১৫ই নবেম্বর ১৯০২, শনিবার অপরাহ্ণ ৫৷৹টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি, এস্ (সভাপতি)

„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ,
কুমার „ শরৎকুমার রায়, এম, এ,
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ,
„ করুণাকুমার সেনগুপ্ত
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,
„ সত্যকৃষ্ণ রায়
„ দুর্গানারায়ণ সেন
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল,
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ নিখিলনাথ রায়, বি, এল,
কুমার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায়
পণ্ডিত „ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
„ কৃপাশরণ ভিক্ষু
(মহাস্থবির-মহানগরী বিহার)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ বি এল,
„ গুণালঙ্কার জ্ঞানরত্ন কপিধ্বজ
(সুধর্ম্মানন্দ বিহারের শ্রমণ)
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহ-সম্পাদকদ্বয়)
„ মন্মথমোহন বসু }

এইদিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় কর্ত্তৃক "ত্রপুষ ও ভল্লিক" নামক বৌদ্ধশাস্ত্রখ্যাত বণিকদ্বয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ, (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর, এম, বি, এফ, সি, এস্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বিদ্যাবিনোদ ১২নং ভীম ঘোষের লেন
„ মন্মথমোহন বসু	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২। „ ষোড়শীচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল,
„	„	৩। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ২০নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট্,
„	„	৪। „ বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,

অতঃপর প্রবন্ধলেখক উপস্থিত না থাকায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আজ প্রবন্ধের আলোচনার পূর্ব্বে আমি আনন্দসহকারে জানাইতেছি যে, আজ যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রবন্ধের পাঠ হইল, তেমনই ভাগ্যক্রমে দুইজন পণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজ আমাদের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। উঁহারা পথে যাইতেছিলেন, আমার মুখে শুনিয়া আগ্রহপ্রকাশ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। যে বঙ্গদেশ একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আশ্রয় ছিল, আজ সেই বঙ্গদেশে উঁহাদের দ্বারাই অতি ক্ষীণভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্র রক্ষিত হইতেছে। উঁহাদের মধ্যে কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয় এই কলিকাতায় একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপন করিয়াছেন। উনি তাহার মহাস্থবির এবং অপর গুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুধর্ম্মানন্দ-বিহারের অধ্যক্ষ, উঁহারা উভয়েই চট্টগ্রামী বাঙ্গালী হইলেও বহুদিন সিংহল ও ব্রহ্ম-দেশে ছিলেন। উঁহাদের নিকট হইতে আমরা আজ বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক কথা শুনিতে পাইব। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার নাই। লেখক "ত্রপুষ ও ভল্লিক" সম্বন্ধে ললিতবিস্তরের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থে উহাদের উল্লেখ দেখা যায়। "ত্রপুষ ও ভল্লিক"কে ব্রহ্মদেশবাসীরা, সিংহলীরা স্ব স্ব দেশীয় লোক বলিয়া দাবী করেন। বিভিন্নগ্রন্থে "ত্রপুষ ও ভল্লিক" প্রদত্ত উপহার দ্রব্যের নানাবিধ বর্ণনা আছে। এই সূত্রে একটা ঔষধের কথা বলি, বিশেষতঃ আজ ডাক্তারবাবু আমাদের সভাপতি। বুদ্ধদেবকে ত্রপুষ ও ভল্লিক মধু আর ঘৃত উপহার দেন। বুদ্ধদেব ঘৃত হজম করিতে পারিলেন না, অম্ল হইল। ইন্দ্র তাঁহার কষ্ট দেখিয়া হরিতকী আনিয়া দিলেন। বুদ্ধদেব হরিতকী সেবনে আরোগ্য হইলেন। দিক্‌পালেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে আহার্য্য দান করিতেন। উপাসকগণকে ইংরাজীতে Sympathiser বলিলেই চলে। বুদ্ধদেবের উপবাসকাল সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে সাত সপ্তাহ বলে, কিন্তু মহাযানমতের গ্রন্থে এক সপ্তাহ বলে। যাহা হউক তখনও যে দক্ষিণাপথ হইতে দুই একজন উত্তরখণ্ডে যাতায়াত করিত, তাহার প্রমাণ এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়।

এই সম্পর্কে সতীশবাবু হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মতে "ত্রপুষ ও ভল্লিকের" বিবরণের ও বুদ্ধদেবের উপবাসাদির বিবরণের পার্থক্য এবং তৎসম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক কথার আলোচনা করিলেন এবং ত্রপুষ ও ভল্লিকের সময় ও স্থান লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন।

তৎপরে সভার অনুরোধে ভিক্ষু মহাশয়েরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে উঠিলেন। শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন,—আজ সভায় আসিয়া বড় আনন্দলাভ করিলাম। কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা প্রকাশ্য সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, খুঁজিয়া পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের আনন্দ যত না হউক, আমি বৌদ্ধ,

আমার আনন্দ অত্যন্ত অধিক হইতেছে। মঙ্গলময় ত্রিরত্নের নিকট আমি এই মহানুভবের এবং এই সভার মঙ্গলকামনা করি। পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ছিল, এখন চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন। বিদ্বানের সাহায্য ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম্মের মার্জ্জনার উপায় হইবে না। বিদ্বানের সহানুভূতি পাইবার আশায় কলিকাতায় বিহার স্থাপনে চেষ্টা করিতেছি।

কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয় এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে পালিগাথা আবৃত্তি করিয়া আশীর্ব্বাদ ও বৌদ্ধধর্ম্মের নীতির কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে গুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন, আমি ইংরাজী জানি না, কিন্তু সতীশবাবু যে সকল কথা বলিলেন, সমস্তই শাস্ত্রসঙ্গত। এই বলিয়া তিনিও ঐ উপাখ্যান আরও একটু বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি নীতির ব্যাখ্যা করিয়া পালিগাথা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। অবশেষে পরিষৎকে বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত প্রবন্ধের আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি এ বিষয় অধ্যয়ন করি নাই বা ভাবি নাই। এ বিষয়ে এমন একজন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যিনি এ বিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ, কেবল তাঁহারই ভরসায় আমি দুঃসাহসের বশে আজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ বিশেষ আনন্দ সহকারে সভার পক্ষ হইতে এই দুই বৌদ্ধভ্রাতাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। ইঁহাদের উপস্থিতিতে এবং শাস্ত্রব্যাখ্যায় আমরা ধন্য হইয়াছি। ইঁহাদের পালি আবৃত্তি শুনিয়া সভাস্থ সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আজকার প্রবন্ধের মত বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ নহে। বণিকদ্বয় যেখানকারই হউক না, নাম দুইটি হইতে তাঁহারা যে আর্য্যবংশীয় নহেন, তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মদেশীয় তাঁহারা নহেন, সতীশবাবুর মতই ঠিক্। বুদ্ধের জীবনকালে ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম যায় নাই। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার খুব বিস্তৃত হইয়াছিল; তখন দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে প্রচার হইয়াছিল, ব্রহ্মে তখনও হয় নাই। সুতরাং ত্রপুষ ও ভল্লিক ব্রহ্মদেশীয় নহেন। রেঙ্গুণের প্যাগোডা দেখিয়াছি, ভিক্ষু মহাশয়ের উক্তি সত্য। বস্তুতঃই বৌদ্ধধর্ম্মে ম্লেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ভোগরাগ দিয়া বৌদ্ধদেবতার পূজা চলিয়াছে। পূজাকালে বেশভূষা করে। ভোগ আমরা অধিকাংশ কাঁচা দি—উঁহাদের সবই রাঁধা। এই ভোগরাশি বিতরিত হয়। ব্রহ্মের বৌদ্ধধর্ম্মে—মনুষ্য-প্রীতির অনেক ব্যাপার দেখা যায়। অশোকের Edict পাঠে পূজা পাঠের উপদেশের কথা কিছু দেখা যায় না; কেবল সর্ব্বত্র সমদর্শন ও চরিত্র শুদ্ধির উপদেশই প্রধান। বৌদ্ধধর্ম্মের এই গুণে হিন্দু বিরোধী হইয়াও বুদ্ধকে আপনাদের অবতার করিয়া লইয়াছে, বুদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের শাখাধর্ম্ম বলে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে সতীশবাবুর ন্যায় সহজে কোন কথা বলা আমার অসাধ্য, তবে লেখক যেরূপ খাটিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অশেষ প্রশংসা করিতে ও ধন্যবাদ দিতে হয়।

তাঁহাকে আমিও বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভিক্ষু মহাশয়দ্বয়ের পাণ্ডিত্যে এবং সতীশবাবুর আলোচনার ফলে প্রবন্ধোক্ত বিষয়টি আমরা আজ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম। তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীপ্রাণশঙ্কর রায়চৌধুরী,
সম্পাদক। সভাপতি।

সপ্তম অধিবেশন।

গত ৬ই পৌষ ১৩০৯, ২১শে ডিসেম্বর ১৯০২ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

রায় শ্রীযুক্ত প্রাণশঙ্কর চৌধুরী (সভাপতি)

	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ		শ্রীযুক্ত	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ,
	„ মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত		„	যতীশচন্দ্র সমাজপতি
পণ্ডিত	„ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন		„	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	„ রমেশচন্দ্র বসু		„	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,
	„ বাণীনাথ নন্দী	পণ্ডিত	„	অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
	„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,		„	বসন্তকুমার বসু
	„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		„	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
	„ যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		„	নগেন্দ্রনাথ বসু
	„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,		„	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল,		„	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ,বি,এল, (সম্পাদক)
রায়	„ পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী		„	ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহ-সম্পাদক)
কবিরাজ	„ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি	পণ্ডিত	„	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ,

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিত "জীব বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "জয়পুরের শিলা দেবীর পুরোহিত বাঙ্গালী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ, (৪) বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, তাহা গৃহীত হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ ১৫নং রাজেন্দ্রনাথ সেনের গলি
„ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	২। „ প্রমথনাথ নন্দী ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট
„ হেমচন্দ্র বসু	„ রমেশচন্দ্র বসু	৩। „ মণিমোহন ঘোষ শিবপুর, হাবড়া
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ	„ মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। „ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর কোন প্রবন্ধলেখক উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে প্রথমে মেঘনাথবাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে একবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জয়পুর নগরের প্ল্যান্ দেখান এবং বিদ্যাধরের কথা বলেন। তখন এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত ছিল না। এখন এই প্রবন্ধলেখকের যত্নে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও রাজনীতি কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জানিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মেঘনাথবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালী বিদ্যাধরের কীর্ত্তিকলাপে বাঙ্গালী সাধারণ অপেক্ষা আমাদের গৌরব আর একটু বেশী। কারণ তিনি আমাদের দেশের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক। পূর্ব্বে তাঁহার বিষয় ভারতী বা নব্য ভারতে যেন পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে ঘল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্যেরা বিশেষ বিখ্যাত। ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া, এঁড়েদহ প্রভৃতি গুরু ভট্টাচার্য্যেরা ইঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব কি না ঠিক্ জানি না। ঘল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রাজা বসন্ত রায়ের আনীত। বিদ্যাধর এই বংশীয়। ঘলঘলের ভট্টাচার্য্যবংশের এক কর্ত্তার সিদ্ধমন্ত্র ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ, জামাতার নাম নারায়ণ। প্রবাদ এই দুই নারায়ণ হইতে ভাটপাড়া ও ঘল্‌ঘলের বর্ত্তমান ভট্টাচার্য্যগণের উৎপত্তি। বৃদ্ধ কর্ত্তা মৃত্যুকালে সিদ্ধমন্ত্র পুত্রকে দিবার অভিপ্রায়ে নারায়ণ বলিয়া ডাকিলে পুত্র ও জামাতার মধ্যে একজন উপস্থিত হইয়া সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করেন। ঘল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্যেরা বলেন, পুত্র নারায়ণ উপস্থিত হইয়া সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই বংশে তাঁহাদের জন্ম। তাঁহাদের মতে ভাটপাড়ার বংশ জামাতৃবংশ। আবার ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও ঐরূপ দাবী করেন, ফলে পুত্র না জামাতা, কে যে সিদ্ধমন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহারও নিশ্চয় নাই। আর কাহারা যে পুত্রবংশীয় তাহারও নিশ্চয়

নাই। আমাদের জ্ঞাতিবংশের প্রাচুর্ভাবের সময় হইতে ঘল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের অনেকে আমাদের গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারাই আমাদের গুরুপুরোহিতের কার্য্য করিতেছেন। যাহা হউক সেই প্রাচীনকালে জয়পুরের ন্যায় রাজপুত রাজ্যে গিয়া একজন বাঙ্গালী স্বদেশী ব্রাহ্মণ যে মানমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া তখনকার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। প্রবন্ধলেখক বিদ্যাধরের সুবিস্তৃত বিবরণ প্রচার করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—যতীন্দ্রবাবুর কথা মত বিদ্যাধরকে ঘল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্যবংশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিলে, একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। নির্ম্মাল্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিক্রমপুরের লোক। তিনি বলেন, তিনিই বিদ্যাধরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। তাঁহার নিকট একটি পাথরের বাটী আছে, তাহার গাত্রে খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, সে বাটিটি বিদ্যাধর জয়পুর রাজের নিকট প্রাপ্ত হন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—যখন আমি কাশীতে গিয়াছিলাম, তখন মান-মন্দির দেখিতে গিয়া জয়পুরের মান-মন্দিরের কথা শুনি এবং সেই সঙ্গে মানসিংহ, শিলাদেবী, বাঙ্গালী পুরোহিত ইত্যাদির কথাও শুনি। বিদ্যাধরবংশ বৈদিক ভট্টাচার্য্যবংশ। কাশী-বাসী অনেক বাঙ্গালী বৈদিকের সঙ্গে এখনও তাঁহাদের আদান প্রদান চলে। তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানিয়াছি, বধূ লইয়া গিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান জয়পুরীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা দেন, পৈতৃক বাঙ্গালীআচার ত্যাগ করিতে বলেন। মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কোন কোন বধূ কখন কখন কাশীতে পিত্রালয়ে আসিয়া গোপনে মৎস্যাদি ব্যবহার করেন। বিদ্যাধরবংশ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও জয়পুর বৈষ্ণবপ্রধান বলিয়া ও স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের আচার অনুসারে মৎস্য মাংস আহার করেন না। শিলামাতার নিকট যে নিত্য পশুবলি উৎসর্গ হয়, তাহা ছেদন হয় না। আজকার প্রবন্ধে অনেক সত্য আছে, এ প্রবন্ধের আলোচনায় বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে যোগেশবাবুর প্রবন্ধপাঠের প্রস্তাব হইলে পরিভাষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের সৃষ্টি হওয়া অবধি পরিষদের পরিভাষা সমিতির কাজ চলিতেছে। এই সমিতি গঠিত হইলে প্রথমে ভূগোলশাস্ত্রের পরিভাষা প্রণয়নের চেষ্টা হয়। ভূগোলের পরিভাষা একবার প্রস্তুত করিয়া পরে নানা আলোচনায় তাহা সংশোধিত করিয়া পত্রিকায় ছাপিয়া বাহির করা গিয়াছে। জানি না সাধারণে সেই সকল পরিভাষা গ্রহণ করিবেন কি না? জ্যোতিষিক পরিভাষা লইয়া মাধববাবু ও এই যোগেশবাবু বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন। আমি নিজে রসায়নের একটা পরিভাষা করিয়া দিয়াছিলাম, তাহার পর হইতে এই সমিতির কার্য্য এক প্রকার স্থগিত আছে। আমি ঐ সমিতির সম্পাদক, সুতরাং কেন স্থগিত রহিল

তাহার কৈফিয়ৎ দিতে আমিই বাধ্য। পরিভাষা প্রণয়নের দুইটা দল আছে; একদল বলেন, আমরা যখন বৈজ্ঞানিক শব্দ ইউরোপ হইতে ধার করিয়া লইতেছি বা ইউরোপীয়-গণের রচিত গ্রন্থ হইতে শিখিতেছি, তখন তরজমা না করিয়া ঐ সকল শব্দই অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া হউক। আর একদল বলেন, বাঙ্গালায় যখন পরিভাষা হইবে, তখন বাঙ্গালাই করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যেও আবার দুইদল। একদল বলেন, পরিভাষা-গুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ দিয়া বা খুঁজিয়া লইয়া করিতে হইবে। অপর দল বলেন, যখন সংস্কৃতে শব্দ পাওয়া যায়, তখন খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলিই বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। আর নূতন যাহা গড়িতে হইবে তাহা খাঁটি সংস্কৃত করিয়া লইবে। কাজেই পরিভাষা সমিতির কার্য্য স্থগিত আছে। আজকার প্রবন্ধে এই ত্রিবিধ নিয়মে শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে। যোগেশবাবু প্রথম হইতেই বাঙ্গালা পরিভাষা রচনায় পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার মত পণ্ডিতের হস্তে জীববিদ্যার পরিভাষা রচনা যে অনেকটা সফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কাজ বড় সহজ নহে। এই কঠিন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর প্রবন্ধের ভূমিকাভাগ হইতে কতকাংশ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, এরূপ বিষয়ের আলোচনা সভাস্থলে উপস্থিত হইবার মত নহে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে, অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধীরভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিবেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব খুব সমীচীন। রামেন্দ্রবাবুর কথা হইতে বুঝিলাম, ভূগোলের পরিভাষা বহু আলোচনার পর সুসংস্কৃত হইয়াছে। ভূগোল অপেক্ষা জীববিদ্যা বহু কঠিন শাস্ত্র হইলেও এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতের বোধ হয় অভাব হইবে না। সুতরাং কালে আলোচনা হইয়া এই পরিভাষা সুসজ্জিত হইবে। যোগেশবাবুকে ধন্যবাদ। তিনি পরিষদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাই-তেছি। প্রবন্ধ প্রকাশ হউক, পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অনুরোধ মত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,　　　　শ্রীসারদাচরণ মিত্র,
সহ-সভাপতি।　　　　সভাপতি।

অষ্টম অধিবেশন।

অদ্য ১০ই মাঘ ১৩০৯, ২৪শে জানুয়ারি ১৯০৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, (সভাপতি)
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহঃ-সভাপতি)
রায় " চুণিলাল বসু বাহাদুর
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ,
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,
" নিখিলনাথ রায়, বি, এল,
" যতীন্দ্রনাথ বসু
" সুরেশচন্দ্র দত্ত
" আসাদ আলি
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বরদাকান্ত ঘোষ
" নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ
" নৃত্যগোপাল সরকার
" ক্ষেত্রমোহন সিংহ
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
" ক্ষীরোদচন্দ্র সেন
" জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
রায় " হারাণচন্দ্র রক্ষিত সাহেব
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,
" প্রতুলচন্দ্র বসু
" বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহ-সম্পাদক)
" বাণীনাথ নন্দী
" রমেশচন্দ্র বসু
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ, (ক) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব" (খ) শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "জয়পুরের জ্যোতিষ যন্ত্রালয়" নমাক প্রবন্ধ পাঠ, (৪) বিবিধ বিষয়।

অদ্য সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে এবং দুইজন সহকারী সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিতিতে রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্য আরম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবম বার্ষিকী কার্য্য-বিবরণী।

(১৩০৯ বঙ্গাব্দ)

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ—নবমবর্ষ অতিক্রম করিয়া, বর্ত্তমান ১৩১০ সালের প্রারম্ভে দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গত বর্ষের (১৩০৯ বঙ্গাব্দের) নিম্ন লিখিত কার্য্য-বিবরণী সভ্য ও সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আশা করেন, পরিষদের হিতৈষিবর্গ পরিষদের উদ্দেশ্য অধিকতর সুষ্ঠুরূপে সাধনের উপযুক্ত উপদেশাদি প্রদান করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিবেন।

নবমবর্ষে—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইয়াছে। ইহার উপযোগিতা দেশের সর্ব্বত্র ক্রমশঃই অনুভূত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি, সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকট ইহার সমাদর ও বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে ইহার সভ্যপদ-গ্রহণে আগ্রহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও ইহার প্রতি দেশীয় রাজন্যবর্গের সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ ছিল, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আলোচ্য বর্ষেও তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। [illegible] সভ্যতালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্নগুলির অধিকাংশই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন; [illegible] শিক্ষকগণ, অধ্যাপকবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারিবর্গ দিন দিন ইহার প্রতি যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, মাতৃভাষার প্রতি বাঙ্গালী-সাধারণের অনুরাগবর্দ্ধনের পক্ষে পরিষৎ যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও যৎ-কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা। সাধারণের অনুগ্রহ এবং উৎসাহ বৃদ্ধির সহিত পরিষৎও কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া মাতৃভাষার সেবায় অধিকতর তৎপর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সভ্য সংখ্যা—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ৫৭৮ ছিল; আলোচ্য বর্ষে ১০৮ জন নূতন সভ্য হইয়াছেন, ৭৫ জন সভ্য সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন ও ৬ জন সভ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৬৩৫ হইয়াছে।

বিশিষ্ট সভ্য—আলোচ্য বর্ষে পরিষদে ৯ জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, তন্মধ্যে জন্ বীম্সের মৃত্যু হইয়াছে। ১১ ক নিয়মানুসারে পরিষদে ১২ জন বিশিষ্ট সভ্য থাকিতে পারেন। আলোচ্যবর্ষে চারিটি শূন্যপদে কেহ নির্ব্বাচিত হন নাই।

যাবজ্জীবন সভ্য—আলোচ্যবর্ষে কেহ যাবজ্জীবন সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্ব-বৎসরে যে মহোদয় "যাবজ্জীবন সভ্যের" পদ গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন,

আলোচ্যবর্ষেও কেবল সেই কুচবিহারাধিপতি মহারাজ বাহাদুরই একমাত্র "যাবজ্জীবন সভ্য" ছিলেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন কোন মহোদয়কে আমরা পরিষদের যাবজ্জীবন সভ্যরূপে প্রাপ্ত হইব।

বিশেষসভ্য—যাঁহারা পরিষদে অর্থ সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে বিশেষভাবে পরিষদের উপকার করেন বা যাঁহাদের নিকট পরিষৎ ঐরূপ কোন উপকারের আশা করে, তাঁহারা সাধারণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে অক্ষম হইলে, তাঁহাদিগকে বিশেষ-সভ্যরূপে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। অমূল্যবাবু পরিষদের জন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাস ও বাঙ্গালা অভিধানের জন্য গ্রাম্য এবং অপ-ভাষার শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন।

সভ্যের সম্মান লাভ—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের ৪ জন সভ্য রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন,—(ক) আলোচ্যবর্ষের একতম সহকারী সভাপতি,বিবিধ-বিদ্যাসম্পন্ন, মাতৃভাষানুরক্ত, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বি এল্ মহাশয় বৎসরের শেষভাগে হাইকোর্টের বিচারক পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (খ) শিয়ারশোল রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুর গভর্মেণ্ট হইতে "কুমার," (গ) শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় "রায়সাহেব" এবং (ঘ) যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল, "হিন্দুপত্রিকার" সম্পাদক সুলেখক, এবং দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্, মহাশয় "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এই সকল ঘটনা পরিষদের পক্ষে অতীব আনন্দের কথা।

সভ্যের পদত্যাগ—আলোচ্যবর্ষে যে [illegible] জন পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ মহাশয়ের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় কয়েক বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশ কার্য্যের আরম্ভ হইতেই তিনি উহার প্রধান সম্পাদক হন। আলোচ্যবর্ষে তিনি উক্ত উভয় পদেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি যেরূপ ভাবে ও যেরূপ যত্নে পরিষদের ও গ্রন্থাবলীর কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। পরিষদের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ, সাহিত্যবিষয়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থাদি প্রদর্শন করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় যে কারণে পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য পরিষদের সম্পাদককে লিখিত তাঁহার পত্রখানি নিম্নে অবিকল মুদ্রিত হইল,—

12/1/4, Pataldanga Street, Calcutta, September 12. 02.

My Dear Jatin,

Multiplicity of literary engagements compells me to resign the

Vice-Presidentship of the *Sahitya Parishad* and the Editorship of the *Granthavali* from this day.

Yours affectionately,
Sd./ Haraprasad Shastri.

ইহার পর অন্যপত্রে সভ্যপদও ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগে পরিষৎ অতিশয় দুঃখিত। এই উপলক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল,—"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ থাকিয়া এতদিন পর্য্যন্ত পরিষদের কার্য্যে যে ভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশাদিকল্পে যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ চিরকাল তাঁহার নিকট ঋণী রহিল। তাঁহার ন্যায় বিবিধ-বিদ্যাসম্পন্ন এবং বঙ্গভাষার কৃতী সাহিত্যিক মহোদয়কে পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রে না পাওয়াতে পরিষদের যে ক্ষতি হইল, পরিষৎ তাহা শীঘ্র এবং সহজে পূরণ করিতে পারিবেন না। পরিষৎ আশা করেন, ভবিষ্যতে তাঁহার অবকাশ ও সুযোগ ঘটিলে তিনি পুনরায় পরিষদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের কার্য্যে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহী হইবেন।"

সভ্যের মৃত্যু—বিশেষ দুঃখের সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে, আলোচ্যবর্ষে পরিষদের নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যু হইয়াছে;—সার্ জন্ বীম্স্, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, চারুচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী বসু এম্ এ, বি এল্ ও উত্তমকুমার মিত্র। এতদ্ভিন্ন নারায়ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যু বহুপূর্ব্বে হইয়াছে, যথাসময়ে সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(ক) সার্ জন্ বীম্স্ পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৪ পৌষ (৭ই জানুয়ারী ১৮৯৪) তারিখে তিনি পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অনুরাগ ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) তিনি যখন বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য "বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ" সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালায় এক প্রবন্ধ লেখেন এবং ইংরাজীতেও এক পুস্তিকা প্রচার করেন। এই প্রস্তাব লইয়া তখনকার সাময়িক পত্রাদিতে বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। বীম্স্ সাহেবের সেই প্রস্তাবের মর্ম্মানুসারে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) রবিবারে রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে, রাজা বিনয়কৃষ্ণ, ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির চেষ্টায় The Bengal Academy of Literature নামে যে সভা স্থাপিত হয়, পর বৎসর বৈশাখ মাস হইতে উহাই ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" নামে অভিহিত হইয়া, আজ নয় বৎসর কাল যথাসাধ্য বাঙ্গালা ভাষার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-

পরিষদের সৃষ্টি-কল্পনা সর্ব্বপ্রথম সার্ জন্ বীম্‌সের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, সার্ জন্ বীম্‌স্‌ই পরিষদের উদ্ভাবয়িতা। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার লিখিত Comparative Grammar of the Aryan Languages of India নামক পুস্তকখানি ভাষাতত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণের পক্ষে একখানি বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ। উহাতে সংস্কৃত, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া ও পাঞ্জাবী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষারও বিস্তর আলোচনা আছে। তাঁহার Bengali Grammar বঙ্গীয় সাহিত্যসেবি-মাত্রেরই একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ সংস্থাপনের জন্য তিনি যে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে (১ম খণ্ড, ১২৭৯ আষাঢ়) প্রকাশ করেন ও বঙ্গদর্শনের তৎকালিক সম্পাদক রায় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সি আই ই, মহাশয় তাহার উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য পরিশিষ্টে অবিকল উদ্ধৃত হইল। ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। যে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শন" জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটাইবার সূত্রপাত করিয়াছিল, সেই ১২৭৯ বঙ্গাব্দেই বঙ্গদর্শনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সার্ জন্ বীম্‌স্ বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। এই উভয় ঘটনার যৌগপদ্য দর্শনে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা আমাদের মনে উপস্থিত হয়। যাহা হউক ১২৭৯ বঙ্গাব্দের শুভক্ষণে এই দুই শুভ অনুষ্ঠানের ফলে আজ বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, একদিন এদেশে শুদ্ধ বঙ্গভাষায় পরিচালিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের আদি-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে একজন। যতদিন ইহার ইংরাজী নাম ছিল এবং ইংরাজীতে ইহার কার্য্য-পরিচালনা হইত, ততদিন ক্ষেত্রপাল বাবুই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ক্ষেত্রপাল বাবু বীম্‌স্ সাহেবের প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া অনেক যুক্তিযুক্ত প্রবন্ধাদি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তদবধি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত ছিলেন। অবশেষে ১৩০০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রাজা বিনয়কৃষ্ণের আশ্রয়ে তিনি তাঁহার চিরপোষিত আশা ফলবতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্ষেত্রপাল বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিস্তর রচনা ও পুস্তকাবলী আছে। ক্ষেত্রপাল বাবু একজন সুলেখক, উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিক এবং চিন্তাশীল অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ক্ষেত্রপাল বাবুর প্রথম উপন্যাস "চন্দ্রনাথ" প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস পরে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সেকালের গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ক্ষেত্রপাল বাবুর মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার স্মরণার্থ পরিষৎ-গৃহে তাঁহার ব্রোমাইড ছবি রাখা হইবে।

(গ) পরিষদের সৃষ্টি অবধি ৺ চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রতিবৎসর ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেন। এক বৎসর তিনি ইহার সহকারী সম্পাদক ও এক বৎসর ধন-রক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অশেষ যত্ন ছিল। গ্রন্থপ্রকাশ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি শাখাসমিতির সভ্যরূপেও তিনি পরিষদের জন্ত যথেষ্ট কার্য্য করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহে পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ ভূমি লাভ হইয়াছে। অল্প ব্যয়ে যাহাতে পরিষদের গৃহ সহরের মধ্যে একটী উল্লেখ-যোগ্য ও দর্শনীয় অট্টালিকা হয়, তাহার জন্ত তিনি অনেকগুলি আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষরূপ কৃতজ্ঞ। চারু বাবু একজন সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি নববিভাকর-সাধারণী ও নবজীবন পত্রে সর্ব্বদা লিখিতেন; অবশেষে তিনি নিজেই "বিভা" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। দুই তিন বৎসর পরেই উহা বন্ধ হইয়া যায়। চারু বাবুর অকাল-মৃত্যু পরিষদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি ও অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়াছে। তাঁহার স্মরণার্থ পরিষৎগৃহে তাঁহার ব্রোমাইড ছবি রাখা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(ঘ) ৺ বিপিনবিহারী বসু, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় লক্ষ্ণৌএর একজন প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট ছিলেন। সেখানে বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরী নামে একটী সাধারণ পাঠাগার আছে। বিপিন বাবু এই পাঠাগারের সভাপতি ছিলেন। এই পাঠাগারের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি পরিষদের সভ্য হন। লক্ষ্ণৌএর প্রবাসী-বাঙ্গালীর মধ্যে মাতৃভাষা অনুশীলনের পক্ষে বিপিন বাবুর বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন গণ্যমান্য প্রবাসী বন্ধু হারাইয়াছে।

(ঙ) সভ্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ আর একজন হিতৈষীকে হারাইয়াছে। কলিকাতা বড়বাজার পোস্তা-নিবাসী কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের অকালে মৃত্যু হইয়াছে। কুমার পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ ২৫০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের সভ্য না হইয়াও ইহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ইহার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। স্বর্গীয় কুমার বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার মাতৃভাষানুরক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

(চ) আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-জগতের আর একটী উজ্জ্বল রত্ন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তিপুর-নিবাসী অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী ও পরম ভাগবত, সুবিজ্ঞ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির অতিরিক্ত সভ্য ছিলেন। ভাগবত-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি উপাদেয় এবং অপূর্ব্ব গ্রন্থ। পরিষৎ যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কোন সহায়তা পান নাই, তবু তাঁহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য বিশেষ উপকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে; সুতরাং তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি-জনক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অধিবেশনাদি,—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের একাদশটী মাসিক অধিবেশন ও একটী বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল,—

অধিবেশন	প্রবন্ধ	লেখক।
১ম	(১) প্রাচীন গ্রীস রোম ও ভারতের সৌন্দর্য্যকল্পনা—	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,বিএ।
২য়	(২) কবিবল্লভের "রসকদম্ব" গ্রন্থ	" তারকেশ্বর ভটাচার্য্য,বিএ।
"	(৩) প্রাচীন কলিকাতা	" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩য়	(৪) কবি মাঘের সংক্ষিপ্ত জীবনী	পণ্ডিত " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
৪র্থ	(৫) কৌষীতকী ব্রাহ্মণ	" ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়,এম্এ।
"	(৬) বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস	" দীনেশচন্দ্র সেন, বিএ।
৫ম	(৭) বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাস	" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
৬ষ্ঠ	(৮) ত্রপুষ ও ভল্লিক	" শিবচন্দ্র শীল।
৭ম	(৯) জীববিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা	" যোগেশচন্দ্র রায়, এম্ এ।
"	(১০) জয়পুরের শীলাদেবীর বাঙ্গালী পুরোহিত বিদ্যাধরের বৃত্তান্ত	" মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বিএ।
৮ম	(১১) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব	" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ।
"	(১২) জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়	" মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বিএ।
৯ম	(১৩) চরক ও সুশ্রুতের কালনিরূপণ (হিন্দুরসায়ন)	ডাঃ " প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস্সি।
১০ম	(১৪) সাংখ্যদর্শন ও গীতা	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,এম্এ,বি এল্।
১১শ	(১৫) প্রাচীন কলিকাতার আচার ব্যবহার	" প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।
১২শ বা বার্ষিক	(১৬) গতবর্ষের বাঙ্গালা-সাহিত্য	" ব্যোমকেশ মুস্তফী।

এই সকল প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে ঐতিহাসিক বিষয়ে চারিটি, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে চারিটি, দার্শনিক বিষয়ে একটি, পরিভাষা বিষয়ে একটি ও সমালোচনা বিষয়ে ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সংস্কৃত ও পারসী ছন্দের অনুকরণে লিখিত বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করেন। এই সকল কবিতা তাঁহার পিতা ৺ভুবনমোহন রায় চৌধুরী প্রণীত 'ছন্দঃকুসুম' নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ মহাশয় ইটালীয় জনৈক চিত্রকরের অঙ্কিত কার্ত্তিকের একখানি ছবি প্রদর্শন করেন। দশম অধিবেশনে পারসী অক্ষরের অনুকরণে নূতনধরণের বাঙ্গালা অক্ষরে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত একখানি পুস্তিকা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

তৃতীয় অধিবেশনে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য বিষয়ে অনেকের মনে নানাবিধ প্রশ্ন ও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে এরূপ কতক-

গুলি ক্ষুদ্র বিষয় থাকে যে, তৎসম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকাদিতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে বিস্তৃত আলোচনা করার সুবিধা হয় না। পরিষদের কোন সভ্য অথবা অপর কেহ যদি এইরূপ কোন প্রশ্ন পরিষদে উপস্থিত করেন, তাহা হইলে,পরিষৎ হইতে তাহার সদুত্তর দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এ সম্বন্ধে স্থির হয়, পরিষদের শাখা-সমিতিগুলির এ বিষয়ে মত লওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ১০ই ভাদ্র পরিষদের সমস্ত শাখা সমিতির একটি সাধারণ অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে মন্মথ বাবুর প্রস্তাব ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নলিখিত ভাবে গৃহীত হইয়াছে,—"প্রশ্নাবলী যথাযোগ্য শাখাসমিতিতে প্রদত্ত হইবে। তাহার সম্বন্ধে অধিকারী শাখা-সমিতির মীমাংসার পর আবার তাহা মাসিক সভায় আনিবার প্রয়োজন নাই। শাখা-সমিতি হইতেই উত্তর প্রদত্ত হইবে ও তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।" এই পরিবর্ত্তিত মন্তব্য চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পরিষৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

কর্ম্মচারিগণ,—অষ্টমবার্ষিক অধিবেশনের দিন, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের নবমবর্ষের নিমিত্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—

১।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই	সভাপতি।
২।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্‌, এ	সহকারী সভাপতি।
৩।	মাননীয় বিচারপতি " সারদাচরণ মিত্র, এম্‌এ, বিএল্‌	
৪।	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
৫।	রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল্‌	সম্পাদক।
৬।	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	সহকারী সম্পাদক।
৭।	" মন্মথমোহন বসু, বি এ	
৮।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌ এ, বি এল্‌	ধনরক্ষক।
৯।	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্‌ এ	পত্রিকা-সম্পাদক।
১০।	" বাণীনাথ নন্দী	গ্রন্থরক্ষক।
১১।	" বাণীনাথ নন্দী	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
১২।	" কিরণচন্দ্র দত্ত	

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ আদিত্য ও শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ পরিষদের সভ্য না হইয়াও পরিষদের পুস্তকালয়ের কার্য্যে যথেষ্ট যত্ন, পরিশ্রম এবং গ্রন্থরক্ষককে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ পরিষদের বেতনভোগী লেখক ছিলেন; এবং ঐ বর্ষের শেষভাগে পত্রিকা-সম্পাদককে ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দীকে বেতনভোগী "প্রুফ্‌-রীডার" নিযুক্ত করা হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি গ্রন্থাবলী ও পত্রিকা বিক্রি করিবার ভারও অর্পিত হইয়াছে। পরিষৎ পুস্তকালয়ের কার্য্য বিস্তৃত হওয়ায় গ্রন্থরক্ষককে সাহায্য করিবার

জন্ত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেতনভোগী "সহকারী গ্রন্থরক্ষক" নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত ও যাঁহারা মনোনীত সভ্য ছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

(ক) নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।

১।	শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্‌এ।	২।	শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
৩।	" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্‌।	৪।	" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
৫।	" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।	৬।	" রমণীমোহন মল্লিক।
৭।	" চারুচন্দ্র ঘোষ। (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত)	৮।	" এস্‌, কে, এম্‌, রওশন আলী।

(খ) মনোনীত সভ্যগণ,—

১।	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	২।	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ।
৩।	" নগেন্দ্রনাথ বসু।	৪।	" গোবিন্দলাল দত্ত।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের নিয়মানুসারে আয়ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্মচারীই এই সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য ছিলেন।

কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কোন কোন সভ্য বৎসরের মধ্যে একবারও সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এরূপস্থলে কাহারও কাহারও মনে ভবিষ্যতে পরিষদের কার্য্য-পরিচালনের ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং পরিষদের ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে কার্য্য করা বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তদনুসারে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন, "যাঁহারা একাদিক্রমে চারি মাস অনুপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সে বিষয় পত্র লিখিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতেও যাঁহারা সতর্ক না হইবেন, ২০ নিয়মানুসারে তাঁহাদের পদশূন্য হইবে এবং ১৯ (ক) ও (খ) নিয়মানুসারে তাঁহাদের স্থান পূরণ করা হইবে।"

আলোচ্যবর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের কার্য্য-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে,—

(১) ১৩০৮ সালের নির্দ্দেশমত এবার বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) মৃত গ্রন্থকারগণের জন্ত বার্ষিক স্মৃতিসভার প্রস্তাব যাহা এক বৎসরের জন্ত স্থগিত ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচ্যবর্ষেও তাহার কোনরূপ আলোচনা হয়

নাই; কিন্তু ঐরূপ স্মৃতিসভার অধিবেশনের জন্য আলোচ্যবর্ষে বান্ধব-সমিতি পরিষদে স্থান প্রার্থনা করায়, পরিষদের সভাগৃহ আহ্লাদসহকারে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে প্রকারান্তরে পরিষদেরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য বান্ধব-সমিতি সাধারণের ও পরিষদের আন্ত-রিক ধন্যবাদের পাত্র। আলোচ্যবর্ষে পরিষদ্‌গৃহে বান্ধব-সমিতির অনুষ্ঠানে যে সকল মৃত মহাত্মার উদ্দেশে সভা আহূত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল;—

সভার দিন।	মৃত-গ্রন্থকার।	প্রবন্ধলেখক।	সভাপতি।
১লা জ্যৈষ্ঠ	৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়,	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্‌এ, বিএল।
১৪ই জ্যৈষ্ঠ	৺ অক্ষয়কুমার দত্ত,	" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	" মনোমোহন বসু।
৭ই ভাদ্র	৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ,	৺কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	" শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্‌এ।
৩১শে ভাদ্র	৺ রাজনারায়ণ বসু,	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু,	" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিএস্।
১৬ই কার্ত্তিক	৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর,	" গোবিন্দলাল দত্ত,	" অমৃতলাল বসু।
১লা চৈত্র	৺ রাজকৃষ্ণ রায়,	" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	" ঐ ঐ।
২৬শে চৈত্র	৺ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাহাদুর সি, আই, ই,	" হেমচন্দ্র বসু, এম্‌এ, বিএল,	" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, এম্‌এ, বিএল।

এতদ্ভিন্ন ১৬ই আষাঢ় ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃতাহ উপলক্ষে বান্ধবসমিতি ও মধ্য-বাঙ্গালা-সম্মিলনীর উদ্যোগে লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানে মাইকেলের কবর সম্মুখে তাঁহার স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে পরিষৎ এবং সহরের অন্যান্য সাহিত্য সভাও যোগদান করিয়াছিল।

(৩) আলোচ্যবর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১ম অধিবেশনে পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গভাষায় নূতন প্রকাশিত পুস্তকগুলির সমালোচনা জন্য একটি সমালোচক-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরিষদের অবস্থা বিবেচনায় নানা কারণে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্ভব হয় নাই; বিশেষতঃ পরিষদের বর্ত্তমান নিয়মা-নুসারেও এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না।

(৪) পরিষদের আর একজন সভ্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শিক্ষাবিভাগের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রতি ভার দেওয়া হয়, কিন্তু নানা কারণে এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য হয় নাই।

(৫) আলোচ্যবর্ষে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে সাধারণে নানা আপত্তি উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে পরিষদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য বিবে-

চনা করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন, উক্ত পাঠ্য পুস্তকসমূহে বাস্তবিক কোন আপত্তিকর বিষয় আছে কিনা, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য এবং আপত্তি-কর বিষয় থাকিলে, তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন জন্য একটি শাখা সমিতি গঠিত হউক। এই প্রস্তাবের আলোচনার পর একটি শাখা-সমিতির উপর পাঠ্য পুস্তকগুলি পড়িয়া পরিষদের কর্ত্তব্যাবধারণের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(৬) এক বৎসরের অধিককালের চাঁদা যাঁহাদিগের নিকট বাকী আছে, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাব মত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে তাঁহাদের তালিকা ও তৎসম্বন্ধে বিবরণ মাসিক-নির্দ্দিষ্ট-কার্য্যের হিসাবে উপস্থিত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(৭) (ক) মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর বিবরণ-সংগ্রহে ও তৎপ্রকাশে যেরূপ অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পরিষদের উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে যথেষ্ট উপকার হইতেছে। মুন্সীজীর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এবং তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ উপকারার্থ পরিষদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাকে ২০৲ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (খ) সমর্থকোষের ভূতপূর্ব্ব সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু মহাশয় "রামায়ণতত্ত্বের" ন্যায় "মহাভারত তত্ত্ব" সংগ্রহ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তাহা লিখিবার ও প্রেসকাপি করাইয়া দিবার খরচ পত্র হিসাবে পরিষৎ হইতে তাঁহাকেও ২০৲ টাকা সাহায্য করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(৮) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশী-রাম দাসের মহাভারত সম্পাদন উদ্দেশ্যে এক বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং পাঠান্তরাদি আলোচনা করিয়া মূল পুস্তকের কতকটা সম্পাদন করিয়াও রাখিয়া-ছিলেন। "বঙ্গবাসী" পত্রের স্বত্বাধিকারী সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় কাশীদাসী মহাভারতের সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়া প্রফুল্লবাবুর সম্পাদিত পুস্তকাংশ প্রার্থনা করায় উহা তাঁহাকে সানন্দচিত্তে প্রদান করা হইয়াছে। পরিষদেরই অন্যতম সদস্য ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীর অনেক সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় ঐ মহাভারত-সম্পাদন-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন জন্য পরিষৎ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত কাশীরাম দাসের মহাভারতের কয়খানি পুথির সাহায্যও দেওয়া হইয়াছে। যাহাহউক বঙ্গবাসীর যত্নে কাশীরামের মহাভারতের যে উদ্ধার হই-তেছে, ইহাতে পরিষদের কর্ত্তব্যের একাংশ সম্পন্ন হইল বলিতে পারা যায়।

(৯) কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা দশ-গুণোত্তর রাশিসমূহের নাম ও তাহার পর্য্যায় ভারতের সর্ব্বত্র একপ্রকার হওয়াই উচিত স্থির করিয়া, তদ্বিষয়ে পরিষদের মত জানিতে চাহেন। এ সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বিএল্‌ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌এ মহাশয়গণের মত গ্রহণ করা হইবে।

পারিতোষিক প্রবন্ধ—আলোচ্যবর্ষে কৃষ্ণভাবিনী-বসু-মল্লিক-পুরস্কার-গ্রহীতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুরস্কার-দাতার পক্ষ হইতে উকীলের চিঠি পাইয়াও প্রবন্ধ প্রকাশে কোন চেষ্টা করেন নাই। ইহা পরিষদের বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে।

গৃহনির্ম্মাণ-সমিতি—পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণার্থ যে ভূমি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আলোচ্যবর্ষে তথা হইতে প্রজাবর্গকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের গৃহাদি ভঙ্গের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ তিন শত টাকা দেওয়া হইয়াছে। কাসিমবাজারের মহারাজের অভিপ্রায় অনুসারেই ঐ টাকা দেওয়া হয়। শীঘ্রই জমি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হইবে। ১৩০৮ সালে এই সমিতির তহবিলে যে পরিমাণ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহার উপর আরও কয়েক সহস্র টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে এই বদান্য মহাত্মাদিগের নাম প্রদত্ত হইল,—

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (কলিকাতা)	২০০০৲
দীঘাপতিয়ার কুমারগণ (কলিকাতা)	২০০০৲
রাজা শ্রীনাথ রায় ও ভ্রাতৃগণ (ভাগ্যকুল)	২০০০৲
মহারাজা বাহাদুর সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (কলিকাতা)	১০০০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী)	১০০০৲
মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর (ময়মনসিংহ)	৫০০৲
শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (ময়মনসিংহ, সন্তোষ)	৫০০৲
” গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)	৫০০৲
” হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)	৫০০৲
” রমানাথ ঘোষ (কলিকাতা)	৫০০৲
রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, (মুরশিদাবাদ, নশীপুর)	৩০০৲
দুবলহাটীর রাজকুমারগণ (রাজসাহী)	৩০০৲
কুমার শরদিন্দু রায় (রাজসাহী, বলিহার)	৩০০৲
শ্রীযুক্ত রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর (রাজসাহী, কাসিমপুর)	৩০০৲
” ” মন্মথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)	৩০০৲
” ললিতমোহন মৈত্র (রাজসাহী, তালন্দা)	৩০০৲
কুমার ৺ রাধাপ্রসাদ রায় (কলিকাতা)	২৫০৲
রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (আসাম, গৌরীপুর)	২০০৲
কুমার ” দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর (বর্দ্ধমান, সিয়ারসোল) (প্রথম দান)	২০০৲
” ” রমণীকান্ত রায় বি, এ (রাজসাহী, চৌগাঁ)	২০০৲
রাজা ” নরেন্দ্রলাল খান্ বাহাদুর, (নাড়াজোল, মেদিনীপুর)	২০০৲

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মৈত্র (রাজসাহী, তালন্দা)	১৫০৲
রাজা শ্রীযুক্ত আশুতোষ নাথ রায় (মুরশিদাবাদ)	১০০৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা)	১০০৲
" মাণিকলাল শীল (কলিকাতা)	৫০৲
" ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)	৫০৲
	১৩৮০০৲

এতদ্ভিন্ন নাটোরের মহারাজ, ময়ুরভঞ্জের মহারাজ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তেওতার শ্রীযুক্তরায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পরিষদের সভ্যগণের প্রত্যেকের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গত পূর্ব্ব বৎসরে যে পত্র পাঠান হইয়াছিল, তদুত্তরে বগুড়া সেরপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ড মহাশয় স্বয়ং ও ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় স্বয়ং এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পরিষদের অন্যান্য সভ্যগণও ইঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। ("ঘ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

কাসিমবাজারের মহারাজের বার্ষিক দান—আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বদান্যবর, সাহিত্যানুরাগী, মাতৃভাষানুরক্ত, কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশকল্পে পরিষৎকে বার্ষিক একশত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই দানের জন্য মহারাজ বাহাদুর পরিষদের আন্তরিক অজস্র ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় পরিষদের আশ্রয়স্থানের ভূমিলাভ হইয়াছে, আবার তাঁহারই কৃপায় পরিষদের অবলম্বিত একটি মহদুদ্দেশ্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদনের জন্য এই চিরস্থায়ী সাহায্যের বন্দোবস্ত হইল। ইহা হইতেই পরিষদের প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহও বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মহারাজের ন্যায় দেশের অন্যান্য রাজন্যবর্গ অনুগ্রহ করিয়া পরিষদের বিবিধ উদ্দেশ্য সুসাধনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলে পরিষৎ স্বকার্য্যে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং পরিষদের উদ্দেশ্যগুলি সংসাধিত হইয়া প্রকৃতপক্ষে দেশের উপকার হইতে পারে।

শাখা-সমিতি,—

(ক) গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি—আলোচ্যবর্ষে এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রকাশেরই সুব্যবস্থার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রধান সম্পাদকের পদ

পরিত্যাগ করার পর উক্ত পদে আর কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই। বিভিন্ন গ্রন্থের সম্পাদকগণদ্বারাই গ্রন্থ-সম্পাদনের সকল কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রকাশাদি কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে উহার কার্য্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শেষ অধিবেশনে গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপ আদর্শ স্থির করা হইয়াছে;—প্রত্যেক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিত হইবে, তাহাতে ব্যাকরণ, বাগ্‌ধারা, শব্দবিচার, ঐতিহাসিক কথার আলোচনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় ও পাঠান্তরাদি থাকিবে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থের অপ্রচলিত শব্দের এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের নির্ঘণ্টপত্র থাকিবে। এই সকল না থাকিলে, তাহা সম্পাদন বলিয়া গণ্য হইবে না। যেস্থলে উক্ত আদর্শানুরূপ সম্পাদন হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন হইবে, সেস্থলে শুদ্ধ অপ্রচলিত শব্দের নির্ঘণ্ট এবং সম্ভব হইলে পাঠান্তর দিয়া গ্রন্থপ্রকাশ করা হইবে, পরে যথাসম্ভব আদর্শানুযায়ী সম্পাদনের চেষ্টা করা যাইবে। অতঃপর গ্রন্থাবলী মাসিক বা দ্বৈমাসিক খণ্ডাকারে প্রকাশ না করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ ভাবে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু প্রতি বৎসর এখনকার নির্দ্দিষ্ট ৪৮ ফর্ম্মার পরিবর্ত্তে অন্যূন ৫০ ফর্ম্মা প্রকাশ করা হইবে।

আলোচ্যবর্ষে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে—

ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	২০০ পৃষ্ঠা ১০ম স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত,
জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল	১২৮ " প্রকাশখণ্ডের কতকাংশ,
ছুটিখাঁর মহাভারত	৫৬ " স্বাহার বিবাহাধ্যায়,
ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল	৮ " মৈনাক গিরিরাজ সংবাদ,
বাসুঘোষের পদাবলী	১০৬ পদ পর্য্যন্ত

প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এ পর্য্যন্ত বনমালীদাসের জয়দেব চরিত্র, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ, কৃষ্ণরামের রাধিকামঙ্গল সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির শেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সেই সকল পুস্তকের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন,—

গ্রন্থ	সম্পাদক
১। হরিলীলা	শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
২। শীত-বসন্ত	পণ্ডিত " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
৩। কালিকা-মঙ্গল	" অতুলচন্দ্র চৌধুরী।
৪। পদ্মাবতী	মুন্সী " আবদুল করিম।

ছুটিখাঁর মহাভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় পরিষদের

সভাপদ ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সম্পাদক পদ ত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপর ছুটিখাঁর মহাভারত সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছে।

পরিষৎ হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তদন্তর্গত অপ্রচলিত ও প্রয়োজনীয় শব্দের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবার ভার শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব বৎসরে কবি জগদ্রাম রায়ের আত্মীয় বংশের বংশধর শ্রীযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় জগদ্রামের গ্রন্থাবলী ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। "দুর্গা পঞ্চরাত্রি" ছাপা হইয়াছে। পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সম্পাদনান্তর জগদ্রামের রামায়ণের যে প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা কাশীবিলাস বাবুকে কবির মূল পুস্তকের সহিত মিলাইয়া ছাপাইবার জন্য প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে তিনি সে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, শেষ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংগৃহীত "গৌরপদাবলী" পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আনুকূল্যে ছাপা হইতেছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ছাপা চলিতেছে। উত্তরাকাণ্ড ছাপা হইয়া গিয়াছে।

(খ) পরিভাষা সমিতি,—এই সমিতির অন্যতম সদস্য রাভেনশা কলেজের বিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌এ মহাশয় জীববিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(গ) শব্দ সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে মালদহ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎপ্রদেশের চলিত-কথার তালিকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(ঘ) গ্রন্থরচনা সমিতি,—হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অনুবাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয় "সূর্য্যসিদ্ধান্তের" বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

পরিষৎ পুস্তকালয়,—১৩০৮ সালে এই পুস্তকালয়ে ২২৭৩ খানি পুস্তক এবং ২২১ খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে পুস্তকের সংখ্যা ২৮৩৬ হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ২১৬৫, ইংরাজী ৪৭৪, সংস্কৃত ১৬৬, এবং উর্দ্দু, পারসী, কানাড়ী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার পুস্তক ৩১ খানি। পুথির সংখ্যা আলোচ্যবর্ষে ৩৩৬ খানি হইয়াছে। ৩৮৩ পুস্তক ও ৩৬ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। (পরিশিষ্টে উপহার-প্রাপ্ত পুস্তক, পুথি ও উপহারদাতাদিগের তালিকা দ্রষ্টব্য।) উপহারের তালিকার মধ্যে উল্লেখিত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তকগুলি ১৩০৮ সালের শেষে পাওয়া গিয়াছিল এবং গতবর্ষের মোট পুস্তক রাশির সহিত তাহা গণণাও করা হইয়াছিল ; কিন্তু, তাহার তালিকা গত বৎসরের উপহার প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকার মধ্যে প্রকাশ করা হয় নাই। এ বৎসরের তালিকায় তাহা প্রকাশ করা হইল। এ বৎসরের প্রাপ্ত পুস্তকের মোট সংখ্যায় তাহা আর ধরা হয় নাই।

উপহারদাতৃবর্গের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণ পুথি উপহার দিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। যথানিয়মে মাসিক অধিবেশনে ইঁহাদের এই সকল উপহার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে পরিষৎ পুস্তকালয়ে যে সকল সাময়িক পত্র আসিয়াছে,তাহার অধিকাংশই পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে এবং কতকগুলি তত্তৎ পত্রের সম্পাদকগণের অনুগ্রহে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌এ, বি, এল্‌, মহাশয় পরিষদের পাঠাগারের জন্য "ষ্টেটস্‌ম্যান" সংবাদ-পত্রের দৈনিক সংস্করণ রীতিমত পাঠাইতেছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

(ক) পুস্তকালয়—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পরিষৎ পুস্তকালয়ের পরিপুষ্টির জন্য নানারূপ চেষ্টা করা গিয়াছে। এই পুস্তকালয়ে সকল প্রকার বাঙ্গালা গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারগণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে ও পুরাতন পুস্তকাদি অল্পে অল্পে ক্রয় করা হইতেছে। এ বৎসর ১৯৫ খানি গ্রন্থ ক্রীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক পুরাতন মাসিক পত্রও ক্রয় করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বর্ষেও এই সাময়িক-পত্র-সংগ্রহ-কার্য্যে বিশেষরূপে চেষ্টা করা হইয়াছে। সে কালের প্রথম বাঙ্গালা পত্র "দিগ্‌দর্শন" হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের মাসিকপত্রের ৩২৭ খানি সম্পূর্ণ খণ্ডসংগৃহীত হইয়াছে।

এ বৎসর ইংরাজী এবং সংস্কৃত পুস্তকের বর্ণমালা অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে পুস্তকালয় হইতে ৭০০ শত পুস্তক সভ্যগণের পাঠার্থ বাহির হইয়াছে এবং ৫০ জন সভ্য এই পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ পুস্তকাদি লইয়াছেন।

এ বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পুস্তকালয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহারই ফলে এ বৎসর উপহারের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আশানুরূপ পাওয়া যাইতেছে না। পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার তাঁহাদের রচিত পুস্তকগুলি পাইলেই পুস্তকালয়ের পরিপুষ্টি হইতে অধিক সময় লাগে না। কেহ কেহ স্বরচিত গ্রন্থ দিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকার এখনও সে অনুগ্রহ করেন নাই। আশা করা যায়, অচিরে এ ক্ষোভ মিটিবে।

(খ) পাঠাগার—পরিষদের পাঠাগারটি পূর্ব্ববৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খোলা থাকে। সুখের বিষয়, প্রত্যহ বহু পাঠক এখানে আসিয়া পাঠ করেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র এখানে আসিয়া থাকে।

স্মৃতিচিহ্নাদি—(ক) "রজনীকান্ত স্মৃতিস্থাপন সমিতি" প্রথমে শ্রীযুক্ত কুলদা-রঞ্জন রায় মহাশয়ের প্রতি ব্রোমাইড ছবি প্রস্তুতের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্মৃতিস্থাপন তহবিলে অধিক অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় ব্রোমাইড ছবির পরিবর্ত্তে তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রসিদ্ধ চিত্রকর ৺ উপেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় পরিষদের জন্য সামান্য মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু অল্পদিন পরে অকালে যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহা দ্বারা আর কোন কার্য্য হয় নাই। এক্ষণে

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। ছবি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। আগামী নবমবার্ষিক উৎসবের পর ঐ ছবি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। এই ছবির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদের নামাদি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। ("ড" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

(খ) ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ব্রোমাইড ছবিও প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা যায় ৺রজনীকান্তের ছবি প্রতিষ্ঠার দিন এই ছবিও প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যাইবে।

(গ) ৺চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ছবির কোন আদর্শ বর্ত্তমান নাই। কাজেই উঁহার স্মৃতি স্থাপনের জন্য ছবি প্রস্তুতের কোন উপায় হয় নাই, এজন্য পরিষৎ দুঃখিত।

আয়ব্যয়,—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের মোট আয় ৩৯২৩৷৶৹, তন্মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৩১৩৶৹ ছিল। উহা বাদে আলোচ্য বর্ষে সর্ব্ব প্রকারে পরিষদের আয় ৩৬১০৷৹ এবং ব্যয় ৩৭৮৫৵১৫। বর্ষ শেষে মোট উদ্বৃত্ত আছে ১৩৮৷৹ আনা।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের আয়ব্যয়—আলোচ্যবর্ষে গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ২৬২৷৹ টাকা আদায় হইয়াছে, আশা করা যায় বর্ত্তমান ১৩১০ সালে এই তহবিলের সমস্ত প্রতিশ্রুত টাকা আদায় হইয়া যাইবে।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ,—আলোচ্যবর্ষে যাঁহাদের যত্নে, সাহায্যে ও সহানুভূতিতে পরিষৎ স্বকার্য্য-সাধনে সফল হইয়াছে, বর্ষশেষে পরিষৎ তাঁহাদের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। এই কার্য্য-বিবরণের নানাস্থানে তাঁহাদের অনেকেরই অনুগ্রহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পরিষদের কর্ম্মচারিগণও সযত্নে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এই বিবরণ উপসংহার করিতেছেন। ইতি—

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কার্য্যালয়
১৩ই বৈশাখ
১৩১০ বঙ্গাব্দ

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
অবৈতনিক সম্পাদক।

"ক" পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য-তালিকা।

(ক।১) বিশিষ্ট সভ্য ;—

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
২। " চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ; বি এল্, ৫ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাদুড়বাগান, ঐ।
৩। রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, বান্ধব কুটীর, ঢাকা।
৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল. কাশী।
৫। " নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।
৬। " সার্ উইলিয়ম ওয়েডার্‌বার্ণ্, লণ্ডন।
৭। " সার্ জর্জ্জ বার্ড্ উড্-লণ্ডন।
৮। " রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই, লণ্ডন।

(ক।২) আজীবন সভ্য,—

৯। মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই; সি, বি, কুচবিহারাধিপতি, কুচবিহার।

(ক।৩) বিশেষ সভ্য,—

১০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১১ গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।
১১। মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম, প্রধান শিক্ষক, আনোয়ারা স্কুল, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
১২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৫০।১ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(ক।৪) স্থানীয় সভ্য,—

১৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর, এম্ এ, ২৭ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৪। " অক্ষয়কুমার বড়াল, ৩৪।২ মুক্তারাম বাবুর ৪র্থ লেন, চোরবাগান, কলিকাতা।
১৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামীর গলি, সিমলা, কলিকাতা।
১৬। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু, ১০ রতন বাবুর ঘাট রোড, কাশীপুর, কলিকাতা।
১৭। " অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বি এ, ৫৫ রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, ঐ।
১৮। " অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ২৩।৩ বীডন রো; দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
১৯। " অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

২০। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, ৩ নিকাসি পাড়া লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
২১। " অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৬৯ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২২। " অনুকূলচন্দ্র বসু(ক), ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, হেদুয়া, কলিকাতা।
২৩। " অনুকূলচন্দ্র বসু(খ), ১৯৪ আপার সাকু‍র্লার রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
২৪। " অনুকূলচন্দ্র শেঠ, ৭৮ ময়রা-হাটা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।
২৫। " অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, বি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা।
২৬। " অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ, ৬২।২ বীডন ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
২৭। " অবিনাশচন্দ্র ঘোষ(ক), ৮।৩ কাশী ঘোষের লেন, সিমলা, কলিকাতা।
২৮। " অবিনাশচন্দ্র ঘোষ(খ), ৩ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।
২৯। " অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৭ শঙ্কর হালদারের লেন, আহীরীটোলা, কলিকাতা।
৩০। " অবিনাশচন্দ্র মিত্র, ৩।২ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।
৩১। " অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
৩২। " অমরকুমার মিত্র, ১৭ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা।
৩৩। " অমরকৃষ্ণ মিত্র, ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
৩৪। " অমরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, ৩২।১ ঝামাপুকুর লেন, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।
৩৫। " অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, ৩২।২ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
৩৬। " অমূল্যচন্দ্র গোস্বামী, ৩১ এলগিন রোড, পিপুলপটি, কলিকাতা।
৩৭। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্, ২ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা
৩৮। " ডাঃ অমৃতলাল সরকার, এল্ এম্ এস্, ৫১ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
৩৯। " অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ২৫ শান্তিরাম ঘোষের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
৪০। " আনন্দময় মিত্র,
৪১। মৌলবী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম, বি এ, ১৩।১ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, এম্‌এ,(ব্যারিষ্টার),৭৩ লোয়ার সাকু‍র্লার রোড,কলিকাতা।
৪৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্, ৭৭ রসারোড, ভবানীপুর, ঐ
৪৪। পণ্ডিত " আশুতোষ বিদ্যাভূষণ, ৫ ডক্টর্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।
৪৫। মুন্সী " আসাদ আলী, ৪ কড়েয়া রোড, কলিকাতা।
৪৬। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার, বি এল্, ৪২ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪৭। ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্ এ, বি এল্, এল্ এম্ এস্, ৭।২ হ্যারিসন রোড, ঐ
৪৮। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর।
৪৯। " উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, বিএ, শিক্ষক, জেনারেলএসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশান, কলিকাতা।
৫০। ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ বি, ১১০ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, ঐ
৫১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায়, এম্‌এ, বিএল্, ২৯ হলধর বর্দ্ধনের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা
৫৩। " উমাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ৫৫ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কালীঘাট।
৫৪। " উমেশচন্দ্র ঘোষ, বি এল্, ৯৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫৫। " উমেশচন্দ্র বসু, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
৫৬। " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
৫৭। " মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, বি, এল্, ৯ হালসীবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫৮। " কমলকৃষ্ণ সাহা, ১৮ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।
৫৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত করুণাকুমার সেন গুপ্ত, ২৫ রাজাবাগান জংসন রোড, কলিকাতা।
৬০। শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, ১৪ যুগলকিশোর দাসের লেন, শুঁড়ীপাড়া, কলিকাতা।
৬১। " কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, নাট্যমন্দির, হরিতকীবাগান লেন, ঐ
৬২। " কালিদাস নাথ, ১৪ উমেশ দত্তের লেন, রামবাগান, কলিকাতা।
৬৩। " কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ২২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬৫। রেভারেণ্ড " কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বিএল্, ১৯৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলি
৬৬। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সান্যাল, ২৫ রামবাগান ষ্ট্রীট, হেদুয়া, কলিকাতা।
৬৭। " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, কলিকাতা।
৬৮। " কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, শিবপুর, হাওড়া।
৬৯। " কিরণচন্দ্র দত্ত, ১ রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
৭০। " কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (এটর্ণী), ৮৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা
৭১। " কুলদাকিঙ্কর রায়, বি এল্, ৫৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭২। ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ঘোষ, এল্, এম্, এস্, ৩ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, রাজবাগান, ঐ
৭৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৬৩ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭৪। " কুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
৭৫। " কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এল্, ৩।১ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্ট লেন, তালতলা, ঐ
৭৬। " কেদারনাথ মিত্র, ১৪ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
৭৭। " কৈলাসচন্দ্র বসু, বি এল্, ৫৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭৮। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বিএ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
৭৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, ১২।২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৮০। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, ২৬ হরলাল মিত্রের লেন, বাগবাজার, ঐ
৮১। " ক্ষীরোদবিহারী পাল, ৩৪৪ আপার চিৎপুর রোড, গরাণহাটা, কলিকাতা।
৮২। " ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসান, শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা।
৮৩। রায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ৭ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।

৮৪। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ, ১৫ রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন, কলিকাতা।
৮৫। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিএ, ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।
৮৬। " খগেন্দ্রনাথ দে (এটর্ণী), ২৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
৮৭। " খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০।১ তালতলা লেন, কলিকাতা।
৮৮। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
৮৯। " গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ১৩ বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
৯০। " গিরীশচন্দ্র দত্ত, ৪ নবাবদী ওস্তাগরের লেন, কলিকাতা।
৯১। " গিরীশচন্দ্র দে, ৯২ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা।
৯২। " গিরীশচন্দ্র বসু, এম্এ, (ব্যারিষ্টার),এফ্ আর, জি এস্, (ক)
২৬।১ স্কট্স্ লেন, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।
৯৩। " গিরীশচন্দ্র বসু, (খ), ১৯।১।১ কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা।
৯৪। " গিরীশচন্দ্র রায়, ৮ হোগলকুড়িয়া লেন, কলিকাতা।
৯৫। " গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, ১৫।১৬ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৯৬। " গুরুচরণ দত্ত, ২১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৯৭। " গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৯৮। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্,
৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেল-ডাঙ্গা, কলিকাতা।
৯৯। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, ১৮।১ অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
১০০। " গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ, বিএল্, ২০ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
১০১। " গৌরীশঙ্কর দে, এম্ এ, ৩৮।২ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
১০২। রায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এম্ এ, ১৪ থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
১০৩। " চন্দ্রভূষণ মৈত্র, এম্ এ, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
১০৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩ আলবার্ট রোড, কলিকাতা।
১০৫। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডফ্ স্ লেন, শুঁড়ীপাড়া, কলিকাতা।
১০৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী, এল্ এম্ এস্, ১৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০৭। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ৯৩।৫ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, ১৬৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০৯। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৩ বিডন্ রো, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
১১০। " চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী, ৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
১১১। " চারুচন্দ্র মল্লিক, ১৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
১১২। " চিত্তরঞ্জন দাস, এম্ এ, (ব্যারিষ্টার), ভবানীপুর, কলিকাতা।
১১৩। " চুনিলাল গুপ্ত, ৪।১ ভুবন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কাঁসারীপাড়া, কলিকাতা।

১১৪। রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি এস্,
২৪ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
১১৫। শ্রীযুক্ত ছন্নুলাল রায়, ১২ শ্রীনাথরায়ের লেন, চোরবাগান।
১১৬। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, ৪ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।
১১৭। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, বি এল্, ৪৬ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।
১১৮। „ জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
১১৯। „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
১২০। „ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, ১।২২ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২১। „ জ্ঞানশঙ্কর সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ৬৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
১২২। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম্ এ, বি এল্, (সময় সম্পাদক), ৪ উইলিয়মস্ লেন, ঐ
১২৩। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বিএল্, ২০ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, ঐ
১২৪। „ ডাঃ জে, এন্, ঘোষ, এম্ ডি, ৬৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২৫। „ তড়িৎভূষণ রায়, বি এল্, ৬ অভয়াচরণ মিত্রের লেন, কুমারটুলি, কলিকাতা।
১২৬। „ তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৬৬ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
১২৭। „ তারকেশ্বর পাল চৌধুরী, ১৯ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
১২৮। „ তীর্থনাথ চৌধুরী, ২০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২৯। „ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ কেদারনাথ বসুর লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা
১৩০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী, ৬।১৩ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, ঐ
১৩১। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৪২ বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন, বহুবাজার, ঐ
১৩২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, ৭৩।৩ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।
১৩৩। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, এম্ এ, বি এল্, ৬৯ সার্পেন্টাইন লেন, বহুবাজার, কলি
১৩৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়, ১২ হলওয়েলস্ লেন, মীর্জ্জাপুর, কলিকাতা।
১৩৫। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ৫৫।৭ গ্রে ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।
১৩৬। „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ৮২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩৭। „ দ্বারকানাথ বসু, ওভারসিয়ার, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা।
১৩৮। রায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর, ১২১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলি।
১৩৯। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ৬ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।
১৪০। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
১৪১। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্ এন্ পি এস্ (লণ্ডন), ১২০।২ মসজীদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিঃ
১৪২। „ ধন্নুলাল আগরওয়ালা, বি এ, এটর্ণী, ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ঐ
১৪৩। „ ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ গড়পার রোড, কলিকাতা।
১৪৪। „ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।

১৪৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ৩০ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট,কলিঃ
১৪৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু, ২৮ চুনাপুকুর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।
১৪৭। „ নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।
১৪৮। „ নগেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, ৩৫ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।
১৪৯। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট্, হাতীবাগান, কলিকাতা।
১৫০। „ নগেন্দ্রনাথ বসু, (বিশ্বকোষ সম্পাদক) ১৪ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।
১৫১। „ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ১৩ সিমলা ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
১৫২। „ নন্দকিশোর মিত্র, এম্ এ, ১২১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
১৫৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, ১২ কাশী ঘোষের লেন, সিমলা, কলিকাতা।
১৫৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ১৬০ বহুবাজার ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।
১৫৫। „ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৫।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
১৫৬। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্, ৩৪ তেলিপাড়া লেন. শ্যামপুকুর, কলিকাতা।
১৫৭। কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ১ কামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
১৫৮। রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান্ বাহাদুর, ১১৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।
১৫৯। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ১০ হাতীবাগান রোড, ইটালী, কলিকাতা,
১৬০। „ নলিনীনাথ সেন, এম্ এ, বি এল্, ৫৭ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, গরাণহাটা, ঐ
১৬১। „ নলিনীভূষণ গুহ, ২ চৌরঙ্গী রোড, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।
১৬২। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৬ নিতাই বাবুর লেন, কলিকাতা।
১৬৩। সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, ৫১ কপালীটোলা লেন, কলিকাতা।
১৬৪। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি এল্, ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, সোণাগাজী, কলিকাতা।
১৬৫। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।
১৬৬। „ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৬৬ ডক্টর্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।
১৬৭। „ নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।
১৬৮। „ রায় শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ দত্ত, ৩২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
১৬৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, এম্ এ, এম্ ডি, ৬১ হারিসন রোড, কলিকাতা।
১৭০। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দত্ত, ২ আনন্দ চাটুয্যের লেন, নেবুবাগান, কলিকাতা।
১৭১। „ নৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৭২। ডাঃ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্, এম্ এস্, ৭৮।৭৯ বীডন ষ্ট্রীট, রামবাগান, কলি।
১৭৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্ এ; বি এল্, ৭ ব্রাহ্মসমাজ লেন, শাঁখারীটোলা, কলিকাতা।
১৭৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৩৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কামাপুকুর, কলিকাতা।
১৭৫। „ পরেশচন্দ্র ঘোষ, ২৬ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৭৬। রায় শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বসু, ৬৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
১৭৭। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, ৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
১৭৮। " পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ, ২৫ রামবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৭৯। " পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ৪৫।৫ বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
১৮০। " প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ৭ রামমোহন সাহার লেন, শুঁড়ীপাড়া, কলিকাতা।
১৮১। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর,
প্রাসাদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।
১৮২। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস্‌সি, ৯২ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
১৮৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।
১৮৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি, ১৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলি।
১৮৫। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, বি এল্, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৮৬। " প্রমথনাথ চৌধুরী, এম্ এ, (ব্যারিষ্টার),১।১।২ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড,কলিকাতা।
১৮৭। রায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৮৮। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, ৭ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৮৯। " প্রমথনাথ মিত্র, ৫ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।
১৯০। রায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, আপার সারকুলার রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
১৯১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিষ্টার), ২০৯ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
১৯২। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, ডি, এস্‌সি, ২১৫ ল্যান্সডাউন রোড, বালিগঞ্জ, কলি।
১৯৩। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।
১৯৪। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়(ক) ভবানীপুর থানা, কলিকাতা।
১৯৫। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়(খ) এম্ এ, বি এল্, ১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
১৯৬। " প্রিয়নাথ সেন, বি, এ, ৮ মথুর সেনের গার্ডেন লেন, কলিকাতা।
১৯৭। " প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ৩২ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা।
১৯৮। " প্রাণতোষ দত্ত, ১১ রামমোহন দত্তের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৯৯। " রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী, ৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।
২০০। " প্রেমতোষ বসু এম্ এ, ১১৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২০১। " রায় বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার সাহেব ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
২০২। " বনমালী চক্রবর্ত্তী এম্‌এ, ৪৭ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২০৩। " বনমালী চট্টোপাধ্যায়, ৭২ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর, কলিকাতা।
২০৪। " বরদাকান্ত ঘোষ, ৪২ মদনবড়ালের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২০৫। " বরদাচন্দ্র দত্ত, এম্‌এ, ১৭২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান কলিকাতা।
২০৬। " বসন্তকুমার বসু (ক), ২৪ পদ্মপুকুর রোড, ভুঁড়া, কলিকাতা।

২০৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু (খ), ২৪ রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২০৮। " বাণীনাথ নন্দী, ১৭ শিক্‌দার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২০৯। " বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৪০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতীবাগান কলিকাতা।
২১০। " বিজয়চন্দ্র দত্ত, ৬৪ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২১১। " বিজয়লাল দত্ত, ২৩।৩ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর কলিকাতা।
২১২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২১৩। শ্রীযুক্ত বিজয়েন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২১৪। " বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এল্, ১০ পদ্মনাথের লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা।
২১৫। " বিনোদবিহারী বসু, বিএ. ৬৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
২১৬। " বিপিনবিহারী বসু, ৬৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
২১৭। " বিপিনবিহারী মৈত্র, ৪৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২১৮। " বিশ্বেশ্বর সেন মজুমদার, ৭৫।২ ভুবন সরকারের লেন,চোরবাগান,কলিকাতা।
২১৯। মাননীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সি এস্, ১৫ ইলিসিয়ম রোড, কলিকাতা।
২২০। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্এ, সংস্কৃতাধ্যাপক, জেনারল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার, কলিকাতা।
২২১। " বীরেশ্বর গোস্বামী, ৬ হাজরা লেন কালীঘাট, কলিকাতা।
২২২। " বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।
২২৩। " বীরেশ্বর পাঁড়ে, ২৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২২৪। " বেণীমাধব দত্ত, ১ অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
২২৫। রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, কলিকাতা।
২২৬। " " বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।
২২৭। " ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার, ২৩ পার্কষ্ট্রীট কলিকাতা।
২২৮। " ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১০১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২২৯। " ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, নাট্য-মন্দির, হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা
২৩০। " ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী, এম্, এ, ২৮ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কলিঃ।
২৩১। " ভূপেন্দ্রকুমার বসু, ৪২ বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।
২৩২। " কবিরাজ ভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন, ১৫।১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩৩। " ভূতনাথ পাল বি, এ, ২৯ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
২৩৪। " ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩৫। " মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
২৩৬। " মদনমোহন দত্ত, ৪৮ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার কলিকাতা।
২৩৭। " মনোজমোহন বসু বি, এল্, ৩ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিঃ।

২৩৮। রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী জমীদার, ৩৫।২ বীডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩৯। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, ১৭ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৪০। " মন্মথনাথ দত্ত, এম্ এ. নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪১। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, জমীদার, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র, এম্ এ, ২১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।
২৪৩। " মন্মথচন্দ্র মল্লিক এস্কোয়ার, ১২ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৪। " মন্মথনাথ ঘোষ, ১৫ বীডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৫। " মন্মথমোহন বসু, এম্ এ, ৩ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
২৪৬। " মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ৮৫।১ মস্জীদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৭। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, এল এম্ এস্, কাশীপুর রোড, কলিকাতা।
২৪৮। " মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৭ রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।
২৪৯। " মাণিকলাল শীল, জমীদার, ৮৫।১ ওয়েলেস্‌সি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫০। " মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২৮।৩ অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
২৫১। " মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১০৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫২। পণ্ডিত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন, ৫ রামধন মিত্রের লেন, বিশ্বকোষ কার্য্যালয়।
২৫৩। " মুরলীধর রায়, ১৬ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫৪। " মৃণালকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।
২৫৫। " মোহিতচন্দ্র সেন, এম্ এ, ৪ হেরম্বচন্দ্র দের লেন, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।
২৫৬। " মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, এটর্নী, ৯ রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫৭। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ শ্রীনাথ দাসের ব্যারাক, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৫৮। " যজ্ঞেশ্বর বাগচী, বি এ, ১৩ রাজার লেন, মেছুয়াবাজার, কলিকাতা।
২৫৯। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, জমীদার, বরাহনগর, কলিকাতা।
২৬০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, (ক) এম্ এ, এটর্নী, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬১। " যতীন্দ্রনাথ বসু, (খ) ১১৪ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
২৬২। " যতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
২৬৩। " যদুনাট বরাট, ৩০ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।
২৬৪। " যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
২৬৫। " যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটর্নী, ১৭১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬৬। " যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ, ৮১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, ৩৪৭ অপার চিৎপুর রোড, কঃ
২৬৮। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬৯। " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্ এ, (ব্যারিষ্টার) ৭৬ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিঃ।

২৭০। রায় শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, ২৩ ফর্ডাইস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৭১। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র, ৫৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭২। " রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এটর্নী, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিঃ
২৭৩। " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
২৭৪। " রমানাথ ঘোষ, জমীদার, ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
২৭৫। " রমেন্দ্রনাথ বসু, ৯ শিক্‌দারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭৬। " রমেশচন্দ্র বসু, ৭ ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।
২৭৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন কবিরত্ন, বিএ, ২০২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭৮। শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র, এম্ এ, হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।
২৭৯। " রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, ৩৭ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।
২৮০। " রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, কালী কুণ্ডুর লেন, হাবড়া।
২৮১। " রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
২৮২। " রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৬।১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৮৩। " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২০ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৮৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, ৯০ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৮৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বি এল্, ১৩ ব্রজলাল মিত্রের লেন, ঝামাপুকুর।
২৮৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর, এল আর্ সি পি, এল এম্, ১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
২৮৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ কবিভূষণ, ৪১ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৮৮। শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ২৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৮৯। " রামদাস মুখোপাধ্যায়, রাজা শিউবক্‌স্ বগলার লেন, টালা, কলিকাতা।
২৯০। " রামনাথ চক্রবর্ত্তী, ৩৫ রীপণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৯১। " রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
২৯২। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, ৬ উইলিয়মস্ লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৯৩। " রামেশ্বর দাস, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৯৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, ৩১ থিয়েটার রোড।
২৯৫। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, ৭০ অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
২৯৬। " ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
২৯৭। " ললিতমোহন ঘোষাল, ১১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৯৮। " ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (ক), ৪ নীলমণি সরকারের লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
২৯৯। " ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (খ), মেজার্স জনডিকিন্‌সনের আপিস, ৭ নিউ চায়না বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩০০। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মল্লিক, ২০ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩০১। " ললিতমোহন রক্ষিত, ১৪ শ্যামপুকুর লেন, কলিকাতা।
৩০২। " লাড্‌লীমোহন ঘোষ, ১ হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩০৩। " শচীন্দ্রনাথ বসু, ১১ ছকু খানসামার লেন, কলিকাতা।
৩০৪। " শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ, ২৫।৯ মট্‌স্‌ লেন, কলিকাতা।
৩০৫। " শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, ২২ মীরজাফর্স লেন, কলিকাতা।
৩০৬। " শরচ্চন্দ্র মজুমদার, এম্‌ এ, ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩০৭। " শরচ্চন্দ্র মল্লিক (ক), ৩৫০ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
৩০৮। " শরচ্চন্দ্র মল্লিক (খ), ৪৩ ক্যাথিড্রলমিশন লেন, কলিকাতা।
৩০৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র, এম্‌ বি, ৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩১০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১।১ মীর্‌জাফর্স লেন, কলিকাতা।
৩১১। " শশিভূষণ শীল, ১৭ পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা।
৩১২। " শশিভূষণ সরকার, এম্‌ এ, ৩৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
৩১৩। " শিবচন্দ্র দেব, বি এল্‌, ৭৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা।
৩১৪। " শিবনাথ বসু, ৭।১২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩১৫। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্‌ এ, বি এল্‌, ১৭।৪ ক্যাথিড্রলমিশন লেন, কলিঃ।
৩১৬। মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বি এ, (এটর্নী), ২ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।
২১৭। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্‌ এ, ৩২।৭ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩১৮। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩১৯। " শ্যামলাল দাস, ২৪ সাউথ রোড, ইটালী, কলিকাতা।
৩২০। " শ্যামলাল বসু, ৮২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩২১। " শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ৩৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
৩২২। " শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩২৩। " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৯৩ কড়েয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
৩২৪। " শ্রীশচন্দ্র বসু, ৭১।২ ক্যাথিড্রলমিশন লেন, কলিকাতা।
৩২৫। " ষোড়শীচরণ মিত্র, এম্‌ এ, বি এল্‌, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট, হাতীবাগান, কলিকাতা।
৩২৬। " সতীশচন্দ্র ঘোষ, বি এ, (ক) ১ নিমকমহল রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা।
৩২৭। " সতীশচন্দ্র ঘোষ (খ), ১৯ ষষ্টীতলা রোড, খিদিরপুর।
৩২৮। ডাঃ সতীশচন্দ্র দত্ত, এল্‌ এম্‌ এস্‌, ২ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩২৯। " সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বি এ, এটর্নী, ১১৩ গ্রে ষ্ট্রীট, সভাবাজার, কলিকাতা
৩৩০। " সতীশচন্দ্র বসু, ৪৬ ট্রাণ্ডরোড, কালীঘাট।

৩৩১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, ১১ গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাঁপাতলা, কঃ।
৩৩২। ” সতীশচন্দ্র রায়, এম্ এ, ১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৩৩। কুমার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পাইকপাড়া রাজবাটী।
৩৩৪। ” সত্যকৃষ্ণরায়, ১৯।১ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা।
৩৩৫। ” সত্যচরণ গুহ, ৬৫ মসজীদ বাড়ীষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
৩৩৬। ” সত্যচরণ সেনগুপ্ত, ৩০ ঢাকাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।
৩৩৭। কুমার শ্রীযুক্ত সত্যবাদী ঘোষাল বাহাদুর, কাশীপুর।
৩৩৮। ” সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৩৯। ” সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
৩৪০। ” সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ২০ কৃষ্ণরাম বসুর লেন, শ্যামবাজার।
৩৪১। ” সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
৩৪২। ” সরলচাঁদ মিত্র, ১৭০ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৪৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, এল্ এম্ এস্, ১২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩৪৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্এ, বিএল, ৮৫ গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩৪৫। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯ কাঁসারীপাড়া, ভবানীপুর কলিকাতা।
৩৪৬। ” সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এল্, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
৩৪৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, এল্ এম্ এস্, ৪ সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৪৮। শ্রীযুক্ত সুমেরচাঁদ মেহেরা, ২৪ পগেয়াপটী, বড়বাজার কলিকাতা।
৩৪৯। ” সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ৩৩ বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
৩৫০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, এল্ এম্ এস্, ৫০ গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৫১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
৩৫২। ” সুরেন্দ্রনাথ রায়, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৫৩। ” সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী, ১৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৫৪। ” সুরেশচন্দ্র দত্ত, বিএ, ৬৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৫৫। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার) ৫৪ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৫৬। ” সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, (এটর্ণী) ২ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।
৩৫৭। ” সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
৩৫৮। ” সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯।১ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।
৩৫৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু, এল্ এম্ এস্, ১ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেন, গোয়াবাগান।
৩৬০। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ বি এল্, ৪৫।২ ওলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৬১। ডাঃ শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু, এল্ এম্ এস্, ১ ঈশ্বরচন্দ্রচক্রবর্ত্তীর লেন, গোয়াবাগান কলিঃ
৩৬২। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ বি এল্, ৪৫।২।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৬৩ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরলাল গুপ্ত, ৮০ বীডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৬৪। শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর রায়, এম্ এ, বি এল্, ৪৪ ইওরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা
৩৬৫। " হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৬৬। " হরিচরণ বসু, ৭১ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৬৭। " হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, বি এল্, ১ জেলেপাড়া, ভবানীপুর, কলিকাতা।
৩৬৮। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ১৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা
৩৬৯। রায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত সাহেব, ৫২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
৩৭০। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
৩৭১। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্, (এটর্ণী) ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৭২। " হেমচন্দ্র বসু, ৬ সনাতন শীলের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
৩৭৩। " হেমচন্দ্র বসু মল্লিক, ১২ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।
৩৭৪। " হেমচন্দ্র মিত্র, ১৯ শ্যামপুকুর লেন, কলিকাতা।
৩৭৫। " হেমচন্দ্র সেন, বি এ, ১।২৭ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৭৬। " হেমন্তকুমার দত্ত, ৯ দাঁর লেন, বেনেটোলা, শোভাবাজার, কলিকাতা।
৩৭৭। " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বিএ, ২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৭৮। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ ৮২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৭৯। " হেমেন্দ্রলাল কাস্তগিরি, এম্এ, ১১৭ লোয়ার সার্কুলার রোড।

৩৮০। " অবিনাশচন্দ্র বসু, এম্ এ, পার্সন্যাল আসিষ্ট্যাণ্ট, ইন্স্পেক্টর জেনেরাল অফ্ রেজিষ্ট্রেশন, কলিকাতা।
৩৮১। " জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এ, ২৭ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
৩৮২। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, অনুসন্ধান কার্য্যালয়।
৩৮৩। শ্রীযুক্ত দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন, ভবানীপুর।
৩৮৪। " নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।
৩৮৫। " ভবেন্দ্রনাথ দে, এম্ এ, ৩৬ বাঞ্ছারাম অক্রূরের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
৩৮৬। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫ রামহরি ঘোষের লেন, কলিকাতা।
৩৮৭। রাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে টি, সি আই ই, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলি।
৩৮৮। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্ এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ২৬।১ স্কট্স্ লেন, কলিকাতা।

মফঃস্বলস্থ সভ্যগণ।

৩৮৯। রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর, ডেঃ কালেক্টর, উয়াঁরি, ঢাকা।
৩৯০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন,(ক) এম্ এ, বি এল্, ম্যানেজার, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।
৩৯১। " অক্ষয়কুমার সেন, (খ) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দেওঘর।
৩৯২। " অঘোরনাথ ঘোষ, বি এল্, ভূত পূর্ব্ব সবজজ, ব্যারাক রোড, চুঁচুড়া।
৩৯৩। " অনঙ্গমোহন বসু, নায়েব, গড়হাট কাছারী, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
৩৯৪। " অনঙ্গমোহন লাহিড়ী, বি এল্, উকীল, ফরীদপুর।
৩৯৫। " অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণপাড়া লেন, বৈদ্যবাটী, হুগলী।
৩৯৬। " অন্নদাচরণ সেন, বি এ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায় উকীলের বাসা, জলপাইগুড়ি।
৩৯৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল, ৩১ শিবপুর রোড, হাওড়া।
৩৯৮। " অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্ এ, বি এল্, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৩৯৯। " অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এল্ লায়েক ও বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড কোং বাগ মজঃফর খাঁ, আগরা।
৪০০। " অবিনাশচন্দ্র বসু, সবরেজিষ্ট্রার, পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।
৪০১। " অমরনাথ দত্ত বিএ, কেশবপুর, পোঃ বুজরুগদীঘী, বর্দ্ধমান।
৪০২। " অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কাঁথি।
৪০৩। " অম্বিকাচরণ মজুমদার, বি এল্, উকীল, ফরীদপুর।
৪০৪। " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, বি এল্, মুন্সেফ, ড্যালটন্ গঞ্জ, পালামৌ।
৪০৫। " অম্বিকাচরণ বসু, বি এল্, উকীল, যশোহর।
৪০৬। " অম্বিকাচরণ সেন, এম্ এ, বিএল্; এম্, আর, এ, সি; সি, এস্, জজ, বাঁকুড়া।
৪০৭। " আনন্দনাথ রায়, বাকুপুর, ছয়আনি কাছারী, পোঃ চন্দ্রগঞ্জ, নোয়াখালি।
৪০৮। " আর্ত্তত্রাণ মিশ্র, মউদা, কুয়াঁপাল, কটক।
৪০৯। " ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্, উকীল, বর্দ্ধমান।
৪১০। " ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মলুটী রাজবাটী, মলুটী পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।
৪১১। রায় শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বাহাদুর, মন্ত্রী, আগরতলা রাজবাটী, ত্রিপুরা।
৪১২। " কামিনীনাথ রায়, ভাণ্ডারডিহী এচ্, ই, স্কুল, পোঃ মণ্ডলগ্রাম, বর্দ্ধমান।
৪১৩। " " কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, বিএ, সি, আই, ই, দেওয়ান, কুচবিহার রাজবাটী, কুচবিঃ
৪১৪। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, এম্ এ, বি এল্।
৪১৫। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, (ক) বি এল্, উকীল, মীরাট।
৪১৬। " কালীপদ বসু, (খ) এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
৪১৭। " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, জঙ্গাদিয়া কাছারি, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

৪১৮। „ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক, মুরশিদাবাদ।
৪১৯। „ কিরণচন্দ্র দে, সি এস, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, ফরীদপুর।
৪২০। „ কুমুদবন্ধু বসু, বালী রোড, হুগলী।
৪২১। „ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ, বোয়ালিয়া
৪২২। „ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি এল্, উকীল, বাঁকুড়া।
৪২৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস, মোক্তার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
৪২৪। „ কৃষ্ণচন্দ্র দে এম্ এ, সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক, কাশী।
৪২৫। „ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, চুঁচড়া।
৪২৬। রায় শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর, জমিদার, কাসিমপুর, রাজসাহী।
৪২৭। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সান্যাল, শ্রীচন্দ্রকান্ত দে মোক্তারের নিকট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
৪২৮। „ কেশবচন্দ্র কুণ্ডু, খামারপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।
৪২৯। শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি এ, হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, চুঁচড়া।
৪৩০। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী।
৪৩১। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তফী, সবরেজিষ্ট্রার আফিস, পূর্ব্বস্থলী, বর্দ্ধমান।
৪৩২। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, পাঁচথুপী, পোঃ পাঁচথুপী, বর্দ্ধমান।
৪৩৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।
৪৩৪। শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটী, যশোহর।
৪৩৫। „ চন্দ্রকমল লাহিড়ী, রাজমোক্তার, কুচবিহার।
৪৩৬। „ চন্দ্রমোহন সেন, বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম।
৪৩৭। „ চন্দ্রশেখর কর, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
৪৩৮। „ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পিরোজপুর, বাখরগঞ্জ।
৪৩৯। „ চারুচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর।
৪৪০। „ জগদীশ্বর রায়, বি এল্, একাডেমীর শিক্ষক, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৪৪১। „ জগদীশ্বর সিংহ, বাঘডাঙ্গা, পোঃ কান্দী, মুরশিদাবাদ।
৪৪২। „ জয়দয়াল সিংহ, ডেঃ পোঃ মাঃ জেনারলের আফিস, দানাপুর।
৪৪৩। „ জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস সবরেজিষ্ট্রারের বাসা, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৪৪৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, এল্ এম্ এস্, মোরাদপুর কটেজ, মোরাদপুর, পাটনা।
৪৪৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রয়াগ সাহিত্য-মন্দির, সাহাগঞ্জ, এলাহাবাদ।
৪৪৬। „ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার ঘোষ এষ্টেট, চৌগাছা, যশোহর।
৪৪৭। „ তড়িৎকান্তি বক্‌শী, এম্ এ, জব্বলপুর কলেজের অধ্যাপক, ভাগলপুর।
৪৪৮। „ মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পাই নগর, ভাগলপুর।

৪৪৯। „ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য,বি এ,রাণী হেমন্তকুমারীর বোর্ডিংহাউস, রামপুর বোয়ালিয়া

৪৫০। „ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ভদ্রকালী. পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী।

৪৫১। „ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ১৩৪ রামকৃষ্ণপুর লেন,পোঃ শিবপুর, হাওড়া।

৪৫২। ” ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর।

৪৫৩। কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর, কলেন প্লেস, হাওড়া।

৪৫৪। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গণেশমহল্লা, কাশী।

৪৫৫। ” দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, উকীল, যশোহর।

৪৫৬। ” দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, ম্যানেজার, হাতোয়ারাজ এষ্টেট, হাতোয়া।

৪৫৭। ” দেবেন্দ্রনাথ পাল, বি এল্ মুন্সেফ, জঙ্গীপুর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

৪৫৮। „ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমীদার, রায়ের কাটী, বরিশাল।

৪৫৯। ” নগেন্দ্রনাথ সেন, বিএ, খুলনা।

৪৬০। ” নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, বি এ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

৪৬১। ” নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পোঃ কীর্ণাহার, ভায়া আহমদপুর (লুপ), বীরভূম।

৩৬২। ” নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।

৪৬৩। ” নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরীর বাটী, কুচবিহার।

৪৬৪। ” নিমাইচরণ সরকার, পোঃ কাতলামারী, মুরশিদাবাদ।

৪৬৫। ” নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বিএল্, খড়দহ, কুলীনপাড়া, ২৪ পরগণা।

৪৬৬। ” নীলমণি দে, লাহিড়ীয়া সরাই, পোঃ ঘোগিয়ারা, দ্বারভাঙ্গা।

৪৬৭। ” নীলরতন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কীর্ণহার, বীরভূম

৪৬৮। ” নৃত্যগোপাল সরকার, বি এল্, বালুঘাট, দিনাজপুর।

৪৬৯। ” পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্এ,স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার শ্রীহট্ট

৪৭০। ” পাঁচকড়ি ঘোষ, একাউন্ট্যান্ট পি, ডব্লিউ, ডি, বেরেলী, রোহিলখণ্ড।

৪৭১। কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুর,জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুরশিদাবাদ।

৪৭২। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্ এ, বিএল্, উকীল, বাঁকীপুর, পাটনা।

৪৭৩। রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম।

৪৭৪। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের বাসা, গিরিধি।

৪৭৫। „ প্রমথনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট. উলুবেড়িয়া।

৪৭৬। কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর, শিয়ারশোল রাজবাটী, বর্দ্ধমান।

৪৭৭। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, ই বি এস্ রেলওয়ে আপিস, কাঁচড়াপাড়া।

৪৭৮। ” প্রসন্নকুমার মজুমদার, বি এল্, উকীল, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

৪৭৯। ” প্রসন্নকুমার রায়, জমিদার, দেওয়ানবাটী, চট্টগ্রাম।

৪৮০। ” প্রিয়নাথ ঘোষ, এম্ এ, কুচবিহার রাজবাটী, কুচবিহার।

৪৮১। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র, মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
৪৮২। " প্রেমসুন্দর বসু, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসুর বাটী, আদমপুর, ভাগলপুর।
৪৮৩। " বঙ্কবিহারী দাস, পোঃ কাজল-ধারা, শ্রীহট্ট।
৪৮৪। " বঙ্কবিহারী সিংহ, এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
৪৮৫। " বনওয়ারীলাল ঘোষ, কান্দী-রাজস্কুলের ৩য় শিক্ষক, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
৪৮৬। " বনমালী সিংহ, ঢেঁকানল-রাজঅভিভাবক, কটক।
৪৮৭। " বরদাচরণ মিত্র, এম্ এ, সি এস্, জজ, কটক।
৪৮৮। " বসন্তরঞ্জন রায়, ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে, সমস্তিপুর।
৪৮৯। " বামনচন্দ্র দাস, এম্ এ, জয়পুর পোঃ লোহাগড়া, যশোহর।
৪৯০। " বিজয়কেশব মিত্র, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ঝিনাইদহ, যশোহর।
৪৯১। " বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি এল্, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি।
৪৯২। " বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্ এ, রাভেন্‌শা কলেজের অধ্যক্ষ, কটক।
৪৯৩। " বিপিনবিহারী দত্ত, টাকী, শ্রীপুর, খুলনা।
৪৯৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম্ বি, দীঘাপতিয়া, রাজসাহী।
৪৯৫। " " বিমানবিহারী বসু, এম্ বি, গভর্মেণ্ট টেম্পল্ মেডিক্যাল স্কুল, বাঁকিপুর।
৪৯৬। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক, নদীয়া।
৪৯৭। " বিষ্ণুচরণ বসু, ৪৫ পঞ্চাননতলা লেন, হাওড়া।
৪৯৮। " বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩০১ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
৪৯৯। " বিহারীলাল রায়, বি এ, বাগেরহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, খুলনা।
৫০০। " বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বি এল্, সৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ।
৫০১। " ব্রজসুন্দর সান্যাল, পানসীপাড়া, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৫০২। " ব্রজেন্দ্রলাল শীল, এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, কুচবিহার।
৫০৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র দাস, এল এচ্ এম্ এস্, পরিদর্শক-সম্পাদক, শ্রীহট্ট।
৫০৪। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, সবরেজিষ্ট্রার, ঝিনাইদহ, যশোহর।
৫০৫। " ভূপতিনাথ দাস, বি এস্‌সি, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, পাটনা।
৫০৬। " ভূষণচন্দ্র দাস, এম্ এ, বি, বি কলেজের অধ্যাপক, মজঃফরপুর।
৫০৭। " মণিমোহন সেন, জমিদার, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
৫০৮। " মথুরানাথ সিংহ, এম্ এ, বি এল্, উকীল, বাঁকীপুর, পাটনা।
৫০৯। " মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, বি এল্, উকীল, তমলুক।
৫১০। কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।

৫১১। মীর শ্রীযুক্ত মশরুফ্ হোসেন, লাহিরীপাড়া, কুষ্টিয়া।
৫১২। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, সপ্তপুষ্করণী, পোঃ আঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৫১৩। „ মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত, সালিখা, হাওড়া।
৫১৪। „ মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বিএ, মহারাজার কলেজের অধ্যাপক, জয়পুর।
৫১৫। „ মোহিনীনাথ বিশী, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
৫১৬। „ মোহিনীমোহন মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্রের গলি, বর্দ্ধমান।
৫১৭। „ মোহিনীমোহন রায়, এম্ এ, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক, মুরশিদাবাদ।
৫১৮। „ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, নৈহাটী, ২৪ পরগণা।
৫১৯। „ যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ, লক্ষ্মীপাশা, পোঃ লোহাগড়া, যশোহর।
৫২০। „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ, এম্ এ, বিএল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
৫২১। „ যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ বারাসাত, পোঃ মগরাহাট, ২৪ পরগণা।
৫২২। রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, বাহাদুর এম্এ,বিএল্ হিন্দুপত্রিকা সম্পাদক,যশোহর
৫২৩। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর পাটনা।
৫২৪। „ যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী, মত্ত, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
৫২৫। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
৫২৬। „ যোগেন্দ্রকুমার বসু, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।
৫২৭। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম্ এ, রাভেনশা কলেজের অধ্যাপক, কটক।
৫২৮। „ যোগেশচরণ সেন, বদরপুর, খাগড়া মুরশিদাবাদ।
৫২৯। „ এস্, কে, মহম্মদ রওশন আলী, পাংশা, ফরীদপুর।
৫৩০। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, গভর্মেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, মালদহ।
৫৩১। „ রজনীকান্ত সরকার, বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া, মানভূম।
৫৩২। „ রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টার, মুঙ্গের।
৫৩৩। রাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, নসীপুর, মুরশিদাবাদ।
৫৩৪। কুমার শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়, বি এ, চৌগা, রাজসাহী।
৫৩৫। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ, বি এল্, ডাকঘর সমূহের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বরিশাল।
৫৩৬। „ রমণীমোহন মল্লিক, মেহেরপুর, নদীয়া।
৫৩৭। „ রমণীমোহন সিংহ, ঝাওয়া কুঠী, ভাগলপুর।
৫৩৮। „ রমণীমোহন সেন, সৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ।
৫৩৯। „ রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটনাগপুরের কমিশনারের পার্শন্যাল আসিষ্ট্যাণ্ট, ছোটনাগপুর।
৫৪০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এল্ এম্ এস্, বীর হাসপাতাল, নেপাল।
৫৪১। শ্রীযুক্ত রাজবিহারী দাস, লোনসিংহ, ফরীদপুর।

৫৪২। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, ট্রেনিং স্কুলের পণ্ডিত, ঢাকা।
৫৪৩। " রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্, উকীল,নড়াল, মুন্সেফ আদালত,যশোহর।
৫৪৪। " রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, জমিদার, বেতাগড়ি, ময়মনসিংহ।
৫৪৫। রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী, বাহাদুর, জমিদার, শেরপুর, বগুড়া।
৫৪৬। শ্রীযুক্ত রাধাসুন্দর আচার্য্য, মহাদেবপুর, মঃ ইঃ স্কুল, মহাদেবপুর, রাজসাহী।
৫৪৭। " রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি এল্, উকীল, গন্ধর্ব্বপুর, মালদহ।
৫৪৮। " রাধিকাচরণ দত্ত, বি এল্, উকীল, যশোহর।
৫৪৯। " রামগোপাল ঘোষ, করঞ্জলী, ডায়মণ্ডহারবার।
৫৫০। " রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, পোঃ কান্দী, মুরশিদাবাদ।
৫৫১। " রামজয় বাগচী, রামপুর, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৫৫২। " রামচন্দ্র মজুমদার, বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
৫৫৩। রাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় বীরবর, দাঁতন রাজবাটী, বালেশ্বর।
৫৫৪। শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ, গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ।
৫৫৫। " রামপ্রাণ গুপ্ত, পোঃ কেদারপুর, টাঙ্গাইল।
৫৫৬। রায় শ্রীযুক্ত রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কেচকা, কালীপাহাড়ী,ই আই রেলওয়ে
৫৫৭। শ্রীযুক্ত রামরাম চন্দ্র, একরা কলিয়ারী, পোঃ ধানবাদ, মানভূম।
৫৫৮। " রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, এলাহাবাদ।
৫৫৯। " ললিতমোহন পাল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
৫৬০। " ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, তালন্দা, রাজসাহী।
৫৬১। " ললিতমোহন রায় চৌধুরী, নাজির, সাতক্ষীরা, খুলনা।
৫৬২। " শশিভূষণ ঘোষ, ঝাওয়াকুঠি, ভাগলপুর।
৫৬৩। " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, খাঁড়গুনী, রাণীগঞ্জ।
৫৬৪। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়, দুবলহাটী রাজএষ্টেটের ম্যানেজার, রাজসাহী।
৫৬৫। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (ক), বেগমপুর, শ্রীহট্ট।
৫৬৬। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (খ), পুটিয়া, পোঃ রাজসাহী।
৫৬৭। " শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ, হেতমপুর, বীরভূম।
৫৬৮। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
৫৬৯। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, দিনাজপুর।
৫৭০। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ, দীঘাপতিয়া, রাজবাটী, রাজসাহী।
৫৭১। " শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া, হুগলী।
৫৭২। " শিবনাথ গুপ্ত, আরা একাডমী, আরা, শাহাবাদ।
৫৭৩। " শিবরতন মিত্র, কালেক্টরী তৌজী আফিস, সিউড়ী, বীরভূম।

৫৭৪। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র, বি এ, ১৩১ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।
৫৭৫। রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
৫৭৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হুগলী পোঃ চুঁচুড়া।
৫৭৭। " শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ পোঃ, ট্যানবাজার, ঢাকা।
৫৭৮। " শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ডেপুটী কালেক্টর, বারুণ, ড্যাল্টনগঞ্জ, পালামৌ।
৫৭৯। " সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবগ্রাম পোঃ গোপালপুর, ময়মানসিংহ।
৫৮০। " সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল,হাইকোর্ট, ১৩এডমনষ্টোনরোড,এলাহাবাদ।
৫৮১। " সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, সি এস, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জাজপুর।
৫৮২। " সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
৫৮৩। " সুদামচন্দ্র নায়ক, এসিষ্টাণ্ট করদ মহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কটক।
৫৮৪। " সুরেন্দ্রকুমার বসু, ২৭ শিবপুর রোড, হাওড়া।
৫৮৫। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আগরতলা, রাজবাটী, ত্রিপুরা।
৫৮৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী খাজুরা, নাটোর।
৫৮৭। " সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দিনাজপুর রাজবাটী।
৫৮৮। " সুরেশচন্দ্র সেন বিএ, পুরুলিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া, মানভূম।
৫৮৯। " সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পাই নগর, ভাগলপুর।
৫৯০। " হরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, আগরতলা রাজবাটী, ত্রিপুরা।
৫৯১। " হরকুমার সরকার, জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৫৯২। " হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সেরপুর, বগুড়া।
৫৯৩। " হরেন্দ্রনারায়ণ গুহ, বি এল, মুন্সেফ, রঘুনাথপুর, মানভূম।
৫৯৪। " হীরালাল বসু, ঝিকারগাছার ষ্টেসান মাষ্টার, যশোহর।
৫৯৫। " হীরালাল মিত্র, ঘোড়ামালী কুঠি, পোঃ নড়াইল, যশোহর।
৫৯৬। " হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, বি এল, ভূতপূর্ব্ব সাবজজ, কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর।
৫৯৭। কুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় দীঘাপতিয়া রাজবাটী, রাজসাহী।
৫৯৮। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু, রাধামাধব বসুর বাটী, রামপুরহাট।

৫৯৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।
৬০০। " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দ্বারভাঙ্গা।
৬০১। " অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, সি এস, একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, হোসেঙ্গাবাদ, সিপি।
৬০২। " নন্দলাল বাগচী, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কাঁথী, মেদিনীপুর।
৬০৩। " নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।
৬০৪। " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ নং কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, হাবড়া।

৬০৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্ এ, সি এস্, ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকুড়া।
৬০৬। " কালিদাস মল্লিক, এম্ এ, বর্দ্ধমান কলেজের অধ্যাপক, বর্দ্ধমান।
৬০৭। " ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্ এ, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ।
৬০৮। " ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর, পাগুয়া।
৬০৯। " মধুস্থদন রাও, ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কটক।
৬১০। " রমেশচন্দ্র দাস, ডেপুটী কলেক্টর, ত্রিপুরা।
৬১১। " কুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত, বি এল্, ডেপুটী কালেক্টর, বর্দ্ধমান।
৬১২। " বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ঢাকা।
৬১৩। " শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর,
৬১৪। " শরচ্চন্দ্র রায়, বি এল্, উকীল, রাজসাহী।
৬১৫। " ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম্ এ, সি এস্, ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, মালদহ।
৬১৬। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, উত্তরপাড়া।
৬১৭। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, জমিদার, উত্তরপাড়া।
৬১৮। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কানপুর।
৬১৯। কুমার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুর, ৬ কলেন প্লেস, হাওড়া।
৬২০। রায় " রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
৬২১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিন্তারঞ্জন গুণাইগাছা, পাবনা।
৬২২। " যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, কামারহাটী, এঁড়েদহ।
৬২৩। রায় শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় বাহাদুর, স্কুল ইন্স্পেক্টর, বর্দ্ধমান বিভাগ।
৬২৪। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট।
৬২৫। " মন্মথনাথ দে, বি এল্, উকীল, বাঁকীপুর।
৬২৬। " যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আরামবাগ, হুগলী।
৬২৭। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই ই, স্কুলসমূহের আসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর।
৬২৮। রাজা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদুর, ভাগলপুর।
৬২৯। " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, বিএল্, মুন্সেফ, কটক।
৬৩০। ডাঃ মেজর উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই এম্ এস্, সিভিল সার্জ্জন, ময়মনসিংহ।
৬৩১। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি এস্ জজ, ফরীদপুর।
৬৩২। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আড়ুলিয়া, রাণাঘাট।
৬৩৩। " তারকনাথ বিশ্বাস, সবরেজিষ্ট্রার, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৬৩৪। " পূর্ণচন্দ্র সরকার, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, কৃষ্ণগঞ্জ, পূর্ণিয়া।
৬৩৫। " গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, রাঁচি।
৬৩৫। " নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।

"খ" পরিশিষ্ট।

১২৭৯ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত, ৺সার্ জন বীম্‌সের লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের অনুষ্ঠান পত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ।

অনুষ্ঠান-পত্র।

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা-বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয়-সাহিত্য-সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারম্বার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্য কাব্য, নাটক, দেশ-পর্য্যটন-বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্য কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন। অতএব বঙ্গ-ভাষাকে প্রণালী বদ্ধ করিয়া, তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগ-যোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। একদল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজ তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপরদল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতঃ সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কার বিশিষ্ট পাঁচটি প্রধান, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়। তত্তদ্দেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠ-যোগ্য পুস্তকাদির জন্য এক একটী পৃথক ও সুনির্ণীত ভাষা অবধারিত আছে। সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বল্টিক হইতে আল্প পর্য্যন্ত সকল জরমান জাতি, সাবয় হইতে পালায়েরাে পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে মারসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিসেরা এবং কাটালান, গালিসিয়ান, আণ্ডালুসিয়ান, কাষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা এক এক সুনির্ণীত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ-ভেদ অথবা নির্ণীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ঐ ঐ ভাষার ঐক্য ছিল না। ইংলণ্ডে "হাবলক দি ডেন" লিঙ্কন প্রদেশের স্থানীয় ভাষায়, "পিয়র্স প্লোমান" হাণ্টস প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় লিখিত। বারবর এবং সর ডেবিড লিণ্ডসে উত্তর প্রদেশীয় ইংরাজী অর্থাৎ "লোলাণ্ড স্কচে" লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার যে স্থানীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্ব্বমান্য কোন ভাষায়

সহিত তুলনা না করিলে খণ্ডদেশস্থিত কোন ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশ প্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না, এবং মধ্যস্থিত সাধারণের গ্রাহ্য কোন ভাষা লিওসের "স্কচ", এবং লাংলাণ্ডের "ষ্ট্রাফোর্ডশায়র ইংরাজী" বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না।

সপ্তম হেনরীর রাজ্যকালে বিদ্রোহ শান্তি হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অমাত্যবর্গ মহাপ্রভাশীল ধনগুণ বিশিষ্ট মহাত্মাগণ লণ্ডন মহানগরকে শোভিত করাতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ভাব গ্রহণ করিয়াছিল; এবং এলিজাবেথের রাজ্য-কালে অদ্বিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখক-চূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে, ইংরাজী ভাষা স্থিরীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাষায় সেক্সপীয়র লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার তুলনা বিরহ জন্য, তদবধি আধুনিক ইংরাজী ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তদ্রাজ্যের যেরূপ ছিন্নাবস্থা, ভাষারও তদ্রূপ। উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হয়। সে সকল ভাষাই ল্যাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু কেল্ট এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেন্সাল অর্থাৎ অক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ অএল ভাষা প্রধান। নরমান্ পিকার্দে এবং অপরাপর ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন ও সমকক্ষ হইয়া প্রচলিত হয়, এবং বড়২ লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটী; প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেন্সল। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ফ্রান্সের সীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয় ও জরমানির ভদ্রসমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও এই ভাষা ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণ-বিধান, এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯ অব্দে এলিয়ট এবং ১৫৮০ অব্দে মণ্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একতাবদ্ধ করেন।

১৬৩৫ অব্দে কার্দিনাল্ রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমী স্থাপন পূর্ব্বক দেশীয় ভাষার সংশোধন ও একতা বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। জরমানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বিস্তৃত। সহজেই তদ্দেশে ভাষাভেদের আরও আধিক্য ছিল এবং জরমানি রোম রাজ্যের অধীন না হওয়ায় একতা লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই।

জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্পমাত্রই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, যথা, ৩৫০ খৃষ্টাব্দে আলফিলাসের মিসোগথিক, ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কয়েকটী শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিমানিক পাওয়া যায়। অনেক দিবসাবধি এক রাজার শাসনাধীন হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস, আলিমানিক এবং বাবেরিয়ান্ ভাষাত্রয় ক্রমে মিলিত হইয়া এক ভাষা-প্রায় হইয়া "হাই জরমান" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং অপর অপর ভাষা ঐরূপে মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত "লো জরমান" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় জরমান ভাষা সকল যে প্রণালীতে ক্রমে একতা ভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। ৮০০ খ্রীঃ "কারল দি গ্রেট"

কর্ত্তৃক বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ ফ্রাঙ্কিস থাকা প্রযুক্ত ভাষাও ফ্রাঙ্কিস ছিল। অটফ্রিড রেবেণসের এবং অপরাপর গ্রন্থকারের রচনা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতক লো জারমান, কতক সাক্সন, কতক ফ্রাঙ্কিসে লিখিত। অনেক কালাবধি এই মত ভাষাভেদই প্রচলিত থাকে। কখন সাক্সন-কবিরা, কখন সাবিয়ান লেখকেরা কখন লো-জরমান-গ্রন্থকারেরা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাইজরমান সাধুভাষা মহাতেজস্বী বহুজ্ঞানাপন্ন লুথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের লোচচ এবং ববেরিয়ার ভাষার মধ্যবর্ত্তী সাক্সণীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রমে এবং মহাযত্ন সহকারে ভদ্রসমাজের সাধুভাষাতে ধর্ম্ম-পুস্তক অনুবাদ করিয়া, তাহা ১৫০৪ খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে স্থানীয় ভাষা সমূহকে লুপ্ত করিয়া জরমানির ভদ্র সমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও ঐ মত নানা স্থানীয় ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও ভদ্রসমাজে শত শত বৎসরাবধি লাটিন ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অনুমান করিতে পাওয়া যায় যে সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনই ত্যাগ করে নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিদ্যা লুপ্ত হয়, এবং পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত ভাষার একতা ও উদ্দীপনা সাহিত্যাদির অালোকাভাবে ইটালী অন্ধকার পূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর প্রভাত-তারার স্বরূপ দান্তে এবং পেত্রাকার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণসকল সমস্ত দেশ মধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীয় ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় "একাডেমি" হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নির্দ্দিষ্টাবস্থা প্রাপ্তি হয়।

ইটালী দেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লরেন্স নগরের একাডেমি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। এতৎকালে ইটালীয় ভাষা টসকান্ নামে বিখ্যাত ছিল। টস্কান ভাষার সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালীর অন্যান্য নগরে বহু সংখ্যক এই প্রকার একাডেমি স্থাপিত হয়, কিন্তু ফ্লরেন্সের একাডেমি সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েকজন সভ্য মূল সভা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম "একাদামি দে লা ক্রুস্কা"। চালুনীর মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য, সেই জন্য ঐ নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এই সভার সভ্যদিগের কার্য্য, এবং রচনা সকলের গুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাঁহারা দেশীয় লোকের বিচার শক্তির এবং রস গ্রাহিতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৬১০ খ্রীঃ এই সভা হইতে "বকেবলেরিয়া ডি লা ক্রুস্কা" নামক প্রথম শুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

গথদিগের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত স্পেন দেশ মূর্খতান্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিয়দংশ রাজ্য আরবগণের দ্বারা শাসিত হয় এবং অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে

বিভক্ত হওয়াতে সহজেই সমস্ত দেশ নানা স্থানীয় ভাষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কাষ্টিলিয়ানেরা তাহাদের বিখ্যাত নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করে। উসিয়া নাহারো এবং রুহো স্পেনের আন্ত বিখ্যাত নাম, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারত্রয়,—সরবন্টিস্, লোপ দে বেগা এবং কালদেরণ আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খ্রীঃ সরবন্টিস্ কৃত "ডন্ কুইক্সট" প্রকাশ হয়। লোপের নাটকাদি তৎপরে এবং কালদেরণের পুস্তকাদি তৎপরে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম চার্‌লস এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করতঃ স্বদেশকে মহাপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই কাষ্টিলিয়ান। কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাষ্টিলিয়ান ভাষাতে প্রস্তুত। কাটালান, আরাগণ, বিসকে, গালিসিয়া, আণ্ডালুসিয়া, বলেনসিয়া এবং স্পেনের অপরাপর প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাষ্টিলিয়ান স্পেনের সাধুভাষার পদে অভিষিক্ত হইয়াছে। সরবন্টিসের স্বদেশস্থ সকল লোকে দেশসম্বন্ধে অদ্যাপি আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখে তাহা "কাষ্টালো" বলিয়া থাকে। স্পেনে ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদৃশ এক সভা আছে এবং তদ্দ্বারা স্পেনের সর্ব্বতোভাবে হিতসাধন হইয়াছে।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্টরূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল। সম্প্রতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে, তাহা লিখা যাইতেছে। এই কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত "একাডেমি।"

ফ্লোরেন্সের একাডেমি এবং তদনুকরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্তৎ সভ্যেরা পেত্রার্কার গ্রন্থ সকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ক্রমে অপরাপর প্রধান কবিদিগের অর্থাৎ দান্তে, আরিয়স্তো এবং তাসোর রচনা এবং পলসি, বইয়ার্দো প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কবিদিগেরও গ্রন্থ সকল পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভদ্র সমাজের কথোপকথনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প ছিল। এতদভিপ্রায়-জনিত প্রথা ও কর্ম্মপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে। সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণ পদ্ধতির বিচার করিতেন। যে যে শব্দ নিয়ম-সঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন তাহা গ্রাহ্য এবং যাহা অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সভার মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য্য হইলে লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ সমুদয় আদর্শ সদৃশ হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিয়া ও নিয়মানুসারে সংশোধিত করতঃ একাডেমির সভ্যদের বিচার জন্য অর্পিত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে সত্বর্দি [illegible]

এবং বৃথা ও কঠোর তর্কে সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধের অনেক অলীক কল্পনা হইত, কিন্তু পরিণামে যে তদ্দ্বারা সামাজিক সাহিত্যের পরিমার্জ্জিতাবস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যেরা কেবল শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা প্রথম উদ্যম হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ সৃজনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ কথামাত্র উদ্ধৃত এবং অশুদ্ধ অসামাজিক এবং দূর-কল্পিত ভাববোধক শব্দ সকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ভদ্র সমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে যে কথা চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনায়াস-বোধগম্যতা এবং ভাব-ব্যক্তি গুণ থাকিলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে ১৬৯৪ খ্রীঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খ্রীঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমত মান ছিল যে, কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এই মত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাস্কল, বসুএট, মালেব্রান্‌শ এবং আর্নল্ড্‌ নামক লেখক সকল অতি পরিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্যম ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজ নিজ প্রভাসম্পন্ন শক্তির আশ্চর্য্যগুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, যেমন বাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলঙ্ঘ্য, সেই মত কাব্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলঙ্ঘ্য। যেমন পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মাদি মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশলে সুফল-প্রদায়িনী হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেইমত সাহিত্য-রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতিরোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করস্থ করিতে সক্ষম নহেন। উত্তম রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থবোধক এবং সহজ হইবেক। কোন গ্রন্থকার বিশেষ গদ্যলেখক আপন মাতৃভাষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণ জন্য নূতন কথা কিম্বা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোনমতে সক্ষম নহেন।*

ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার-ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষা-পদ্ধতি সাধারণের ঐক্যে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ক্রমে সময়ানুসারে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চর্চ্চায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে যাহা সাধারণের জ্ঞানকৃত সমবেত-চেষ্টায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃসৃষ্ট। কি প্রকারে জন্মিল, তাহা হঠাৎ বোধগম্য নহে।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্য্যটন করায় ইংরাজদিগের আপনাদিগের রূঢ় অথচ ব্যক্তিক্রম ভাষার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি "চসর" নিজ কবিতাবলী সুমিষ্ট

* হালম্‌স্‌ ইওরোপীয় লিটারেচার ৪।২৯৩

করণ জন্য অনেক ফ্রেঞ্চ শব্দ তাহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। লিলী আপন ইউফিস গ্রন্থে অপর প্রকারে ভাষাশুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং কিয়দ্দিনের জন্য তাঁহার পুস্তক মহামান্যও হইয়াছিল, কিন্তু যাহার যে যথার্থ নাম, তাহা তাহাকে না দিয়া, প্রকারান্তরের প্রচুর শব্দ প্রয়োগদ্বারা সামান্য ভাবে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা, ভাষায় ব্যভিচার বলিতে হইবেক। লিলীর সময়ের ভদ্র সমাজেরও কথা-বার্ত্তা অশ্লীল ছিল। ইউফিসের প্রণালী দ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউফিস ১৫৯১ খ্রীঃ প্রকাশ হয় এবং ৫০ বৎসর পরেই গদ্য লিখিবার এপ্রকার বিশুদ্ধ নিয়ম দেখা যায় যে তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া দুঃসাধ্য। সর ফিলিপ সিডনির "আরকেডিয়া" বেকনের সারবতী ও গভীরা রচনা এবং হুকর ও টেলরের অসামান্য মধুরতা ইংরাজ মাত্রেরই আদরের স্থল। ১৬৪৪ খ্রীঃ প্রকাশিত মিলটনের "আরিওপেজিটিকা" বোধ হয় ইংরাজী গদ্যের অদ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থ পত্রাদির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লিখিত হয়, এবং কবিবর পদ্যে যেমন আপনার অসামান্য মধুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার এই গদ্য-প্রবন্ধ গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য এবং সুমিষ্ট রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর সুলেখক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থসকল তৎকাল প্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাদৃশ আকর্ষণ করে না। প্রাচীনদিগের গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর। ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জনসন কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধা কিন্তু বিশুদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজী শব্দ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্য পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অসীম পরিশ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাটিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জনসন তৎসমুদায় এবং অপর অপর লেখকের স্থানীয় অনেক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অভিধানে কেবল বিশুদ্ধ অর্থ-বোধক ইংরাজী শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অভিধান প্রকাশমাত্রেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংরাজী ভাষার "মাগ্নাচার্টা" হইয়া পূজ্য হইয়া রহিয়াছে। জারমানদিগের ভাষার আদ্যোপান্ত জন্মবৃত্তান্ত কলহপূর্ণ। তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিবার অনাবশ্যক। এক্ষণে উক্ত সকল তর্কবিতর্ক বাঙ্গালাভাষার পক্ষে উচিৎ কিনা তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একেবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত অভিধানিক শব্দ-সমূহ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্য সকল সাধুভাষা হইতে বর্জ্জিত করা আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজী ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং কষ্টতাতে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং স্পানিস ভাষা একত্রিত উৎসাহ বিশিষ্ট সভার প্রযত্নে সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার যুক্তির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভবপর বোধ হয়। বাঙ্গালায় এমত কোন সর্ব্বজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিয়ম দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকেরও এমত আধিক্য ও উৎকর্ষতা হয় নাই যে তাহা হইতে জনসন সদৃশ কোন ব্যক্তি সঙ্কলন পূর্ব্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা-বিধান জন্য সকল বাঙ্গালীর মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করত তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং তদ্দ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় ৫০ জন সভ্য থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহু বিস্তীর্ণ এবং এদেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বঙ্গ একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলিকাতা রাজধানী অতএব আদি সভা কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভ্যের তথায় বাস করা আবশ্যক। অপর সভ্যগণ অন্যত্র নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভ্যেরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। অধিবেশনের জন্য একটী গৃহ অবধারিত করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন ফ্লরেণ্টাইনদিগের ন্যায় সভ্যগণের মধ্যে কোন এক সভ্যের বাগান বাটীতে একত্রিত হইলে সুখকর হইতে পারে। কলিকাতায় এপ্রকার উদ্যানের অভাব নাই এবং বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরমাহ্লাদজনক ও শুভকর হইবেক। সুখদ বলিয়া ক্রমে সভার কার্য্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক দেশের কুশল সাধন করিতে পারে।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম্ম। অথচ ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবেন। এমতে সাহিত্যের ক্রমে নির্ম্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক। সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে এবং প্রাচীন কবিগণের গীত ও নব্য গীতের সমালোচন সহকারে সঙ্গীতেরও উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক।

প্রথম উদ্যমে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিদ্যা বুদ্ধি ও বিদ্যোৎসাহের আবশ্যক,

[illegible]

[illegible]

থাকিবেন এবং একতা-বলে বলিষ্ঠ হইবেন। শ্রীশ্রীযুক্ত পণ্ডিতেরা কতকগুলি দেশজ শব্দ প্রচলিত থাকিলে, তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক কি না এবং কতকগুলি যে সে শব্দ অনুকে অর্থবোধক করিবেন, তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন। বঙ্গভাষার উন্নতি। ইহা বঙ্গবাসী-বৃন্দ করা মহৎ কার্য্য, মনে করিলে আহ্লাদ হয়।

অধিকাংশ সভ্যগণ সহজেই বাঙ্গালী হইবেন, এবং কোন কোন বিদেশী এবং বিজ্ঞ ইংরাজ মহোদয়গণকে গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক। অনেক উৎসাহশালী এবং কার্য্যদক্ষ ইংরাজ মহাত্মা আগ্রহসহকারে এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা হয়, সভাস্থাপন পরে ভারতবর্ষের মহামহিম গৌরবান্বিত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সভার অধিপতি পদগ্রহণ স্বীকার করিয়া সভাকে সম্মানিত করিতে পারেন।”

যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীম্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীম্‌স্ সাহেব দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত প্রস্তাব যে পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন-বাক্য আবশ্যক নাই। এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি, যে সকল বঙ্গ পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে, আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব। ইতি।

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক।

“গ” পরিশিষ্ট।

গৃহনির্ম্মাণ-সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্। সহকারী সভাপতিগণ।

[illegible] ঠাকুর।

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্।
" মতিলাল ঘোষ।
" চারুচন্দ্র ঘোষ। (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত)
" নগেন্দ্রনাথ বসু।
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।
" যদুনাথ বরাট।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী।
" মন্মথমোহন বসু, বি এ। } সহকারী সম্পাদক।

"ঘ" পরিশিষ্ট।

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, (সভাপতি।)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ।
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্।
" জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর। } (সহকারী সভাপতিগণ।)

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
" নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
" বাণীনাথ নন্দী।
" ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" চারুচন্দ্র ঘোষ। (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত)
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
" মন্মথমোহন বসু, বি এ।
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্।
" গোবিন্দলাল দত্ত।
" বিজয়কেশব মিত্র, বি, এল্।
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ।
" বীরেশ্বর পাঁড়ে।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" সত্যচরণ শাস্ত্রী।
" কালিদাস নাথ।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কুমার শরৎকুমার রায়, এম্ এ।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ। (নির্ব্বাচনকাল হইতে)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ শ্যামলাল গোস্বামী।
„ মধুসূদন গোস্বামী (ঢাকা)
„ মধুসূদন গোস্বামী (বৃন্দাবন)
„ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ।
} অতিরিক্ত সভ্যগণ।

„ নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)
„ মৃণালকান্তি ঘোষ (সহকারী সম্পাদক)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ,
("গ্রন্থাবলীর" প্রধান সম্পাদক, পদত্যাগকাল পর্য্যন্ত)

"ঙ" পরিশিষ্ট।

পরিভাষা-সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্, (সভাপতি।)
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্।
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
„ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। (অতিরিক্ত) „ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্ এ।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ (সম্পাদক)

"চ" পরিশিষ্ট।

ভাষা-বিজ্ঞানসমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, (সভাপতি।)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী, এম্ এ।
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্।
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
} (সহকারী সভাপতিগণ)

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্।
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
„ নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, বি এ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
" " চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার।
" জগবন্ধু মোদক।
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি, এল্।
} অতিরিক্ত সভ্যগণ।

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, (সম্পাদক।)

"ছ" পরিশিষ্ট।

শব্দসমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই। (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ।
" সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্।
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
} (সহকারী সভাপতিগণ।)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী।
" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্।
" প্রমথনাথ মিত্র।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ।
" কানাইলাল ঘোষাল।
" বীরেশ্বর পাঁড়ে।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
" হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" চুনিলাল বসু, এম্ বি, রায় বাহাদুর।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
" হারাণচন্দ্র রক্ষিত রায় সাহেব।
" মন্মথমোহন বসু, বি, এ।

" অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি এল্,
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।
" কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
} অতিরিক্ত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ। (সম্পাদক)

"জ" পরিশিষ্ট।

গ্রন্থরচনা সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই। (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ।
" সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্।
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
} সহকারী সভাপতিগণ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী।
" নগেন্দ্রনাথ বসু।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্এ, বি এল্।
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ।

(৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর এই সমিতির স্বতন্ত্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন নাই।)

"ঝ" পরিশিষ্ট।

উপহৃত পুস্তক ও উপহারদাতাদিগের নাম।

১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—চরিত্র-গঠন।
২। " কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা—আভাষ।
৩। " ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তত্ত্বদর্শন।
৪। " ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল—আজগুবি গল্প।
৫। " জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—প্রবন্ধ-লহরী।
৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার—আমার জীবন।
৭। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ—মথুরা-মাহাত্ম্যম্।
৮। " নগেন্দ্রনাথ বসু—কায়স্থ বিচারের প্রতিবাদ।
৯। " মহেন্দ্রনাথ দাস—মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত।
১০। " কানাইলাল মুখোপাধ্যায়—Hindu Society.
১১। " কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশীবিলাস গ্রন্থাবলী।
১২। " ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—প্লেগ-তত্ত্ব।
১৩। " মন্মথনাথ মৈত্র—শান্তিশতকম্।
১৪। " কৃষ্ণধন তত্ত্বনিধি—তত্ত্বপ্রসূন।
১৫। " ভুবনেশ্বর মিত্র—বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি।
১৬। " বৈকুণ্ঠনাথ দাস—নারীরত্ন-মালা, সোণার ছবি, কোমল-গাথা, হাসি-মুখ।
১৭। ডাঃ পি, সি, রায়—History of the Hindu Chemistry.
১৮। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী—গন্ধবণিক্-তত্ত্ব।
১৯। " অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রেজিষ্টারী-দর্পণ।
২০। " প্রমথনাথ মল্লিক—অবকাশ-লহরী।
২১। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী—অমিয়-গাথা।

২২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—সিদ্ধান্ত-দর্পণ।
২৩। " দুর্গাচরণ রক্ষিত—কুশদ্বীপ-কাহিনী বা খাঁটুরার ইতিহাস।
২৪। " গিরীশচন্দ্র ঘোষ—ভ্রান্তি।
২৫। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—প্রেমের জয়।
২৬। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ—প্রেম।
২৭। " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি।
২৮। " বিপিনেশ্বর সরকার—বিষাদ-গাথা।
২৯। " রামজয় বাগচী—সঙ্গীত-কুসুম।
৩০। " দেবেন্দ্রনাথ রায়—মন্দাকিনী।
৩১। " নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।
৩২। পি, এন্ বসু—প্রোফেসর বোসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।
৩৩। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র—The Spoilt child.
৩৪। " রমেশচন্দ্র বসু—সর্ব্বার্থ-পূর্ণচন্দ্র (কয়েক সংখ্যা)
৩৫। " সুকুমার হালদার—শ্রীরাম-চরিত।
৩৬। " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—ভক্তি ও ভক্ত। কর্ম্মনাশা।
৩৭। " চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম। কুঞ্জলতার মনের কথা
৩৮। " রাজবল্লভ মিত্র—অনর্ঘরাঘবম্। Elements of South Indian Palæography.
৩৯। " শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—শক্তিকানন। ইন্দু। চিত্র ও বিচিত্র।
৪০। " দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—বঙ্গদর্শন (নবম বৎসর)। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। অবধূত-গীতা।
৪১। " চন্দ্রনাথ বসু—বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি। ত্রিধারা। পশুপতি-সংবাদ। শকুন্তলাতত্ত্ব। সাবিত্রীতত্ত্ব। কঃ কন্থা। হিন্দুত্ব।
৪২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ভারতবর্ষের ইতিহাস। বাল্মিকীর জয়। School History of India.
৪৩। মুন্সী মহম্মদ রওশন আলী—আঁখি জল। অশ্রুমালা। ইসলামের সত্যতা। বিষাদ-সিন্ধু।
৪৪। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর—বাজী রাও। ঝাঁসীর রাজকুমার। মহামতি রাণাড়ে।
৪৫। " দেবেন্দ্রনাথ নন্দী—যদু রায়। মানস-তোষিণী।
৪৬। " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—কোচবিহারের ইতিহাস। সরল-জ্যামিতি।
৪৭ " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—মুরলী-বিলাস। India's recovery. Origin of Caste.

৪৮। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—Evidence in chief of the Hon'ble Mr. S. N. Banerjee before the Royal Commission. এই পঞ্চতত্ত্ব। সনাতন বৈষ্ণব ব্রতদিন ও উৎসবাদি নির্ণয় ১ম ও ২য় সংখ্যা। গৌরাঙ্গ-মঙ্গল সঙ্গীত। বৈষ্ণবাচার দর্পণ।

৪৯। " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—সাবিত্রী। সপ্তম-প্রতিমা। বেদৌরা।

৫০। " রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রেমপাশ। কাল-পরিণয়। অনাথিনী। নাচ।

৫১। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সিন্ধু-দূত। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ। ভুবনমোহিনী। প্রতিভা ১ম ও ২য় ভাগ। আর্য্যসঙ্গীত ১ম ও ২য় ভাগ, ঐ উত্তরভাগ।

৫২। রায় প্রমথনাথ চৌধুরী—আরতি। গান।

৫৩। শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু—প্রচার ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ। নবজীবন ১ম ও ৪র্থ বর্ষ।

৫৪। " মন্মথমোহন বসু—প্রবন্ধ-কৌমুদী। শৈশব-কুসুম। বঙ্গীয় মুসলমান। তফ্‌সীর হাক্কানী। প্রচারক ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ।

৫৫। " মহম্মদ আসাদ আলী—বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদি-বৃত্তান্ত। সুরিয়া-বিষয়। দেবলা। বসন্তকুমারী-নাটক। তুরস্কের সুলতানের রাজ্য-নীতি। মানব-সুহৃদ। হাতেমতাই। অনল-প্রবাহ। অগ্নি-কুক্কুট।

৫৬। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—নাগানন্দ। দায়ে পড়ে দারগ্রহ।

৫৭। " জীবনকৃষ্ণ আদিত্য—চাহার দরবেশ। গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যবিধি। চারুশিক্ষা। হেমচন্দ্রের কবিতাবলী। সরলার অদৃষ্ট।

৫৮। " ইন্দুভূষণ ঘোষ—উপদেশ ও শিক্ষা। সই। মাদক দ্রব্য-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর। হিতোপদেশ। চরিতমালা। নীতি-সন্দর্ভ। পদ্যসার। সামবেদ-সংহিতা। স্বপ্ন দর্শনে অভিজ্ঞান। Ranson's History of England.

৫৯। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—কুবুদ্ধি। ঋতুচিত্রম্। সুমনোহঞ্জলি। শ্রীরামাভ্যুদয়ম্। মহাপ্রস্থানম্। বক্তৃতা। Notes on the Drainage Scheme for India (কতকগুলি মাসিক পত্র)।

৬০। " যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু,—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। দাশরথী রায়ের পাঁচালী। শ্রীরাম-রসায়ন। ফোক্‌লা দিগম্বর। শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল। উৎকল-খণ্ডম্। ভারত-উদ্ধার। হাতেম তাই (১ম খণ্ড)। হাতেম তাই (২য় খণ্ড)। গীতমালা। শ্রীকবিকঙ্কণ-চণ্ডী। কাশীখণ্ড। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। শ্রীরাজলক্ষ্মী। রাসপঞ্চাধ্যায়।

৬১। " হরেন্দ্রনাথ বসু—ভারত-উপন্যাস। শৈলেশ-নন্দিনী। ভিখারিণী। সরোজা। প্রভাবতী। শৈবলিনী। মেনকা। অশ্রু। পাষাণী। অঞ্জলী। মেঘনাদ-বধ-প্রবন্ধ। মডেল-ভগিনী। কাঞ্চনবালা। অপ্সরী মিলন। অঙ্গুরীয় বিনিময়। কাদম্বিনী। সংসারলীলা। ছায়া-মানব। পাঁচটী মেয়ে। আমার পল্লী। দেবীবালা।

কানন-কথা। চিনিবাসচরিতামৃত। The First Empress of the East. History of Hindu Civilisation. Margaret's Sorrows. Marmion. Essays—Social & Political. An autobiography. To the work. The works of Virgil. Basil. New India. Helligrade and other.

৬২। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত—হিন্দুশাস্ত্র (১ম ও ২য় খণ্ড)। তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণম্ পূর্ব্বোভাগঃ, তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণম্ উত্তরো ভাগঃ। সামবেদ সংহিতা (কৌথুমী শাখা) ঐ ১ম ভাগ, ঐ ৩য় ভাগ। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণম্ ১।২।৩য় কাণ্ডানি। তিত্তিরিয়ারণ্যকম্। Rig Veda (Pada Text.) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ১ম ষট্ক কর্ম্মযোগ। যজুর্ব্বেদ-সংহিতা। সামবেদার্চ্চিকম্। গোভিল গৃহ্যসূত্রম্। যাস্ক—নিরুক্তম্। কৌষিতক ব্রাহ্মণোপনিষৎ। ঐতরেয়ারণ্যকম্। গোপথ-ব্রাহ্মণম্। সুশ্রুত-সংহিতা। Uvasakadasd.

৬৩। " ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়—Giet Et L'enfer. A Minister of France. Barlin Society. Free Russia (Dixou). Vol I. Vol II. Vol III. Asiatic Researches. Life of Dr. Johnson. Constitutions of free and accepted Masons. Papers on the Bible. Broad Broad ocean. Our South American Cousins. The Rob boy on the Jordon. History of Ireland. Tupper's proverbial Philosophy. The French Revolution (Carlyle). The Silver Skates. Mademoiselle De la Seigliere.The hand-writing of Mr. Gladstone. Enfants D'e Donard. Michel Perrin. Russian Nihilism. Earnst-Et Fortunat on Les Jeunues Voyageurs. Adventures De Talemagne. Adrienne Leconvreur. History of Rome. The Origin of Species. On Chronic Alcoholic Intoxication. John Sterling. The Silver Question Reviewed. Murder as one of the Fine arts. The English mail Coach and other writings. Popular and Tropical World। বৈষেশিক দর্শনম্। মথিলিখিত সুসমাচারঃ। লুকলিখিতঃ সুসমাচারঃ। দত্তক-মীমাংসা। বৃহন্নারদীয় পুরাণম্। রসায়ন। গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস। তলবকারোপনিষৎ। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর উদ্ধার। যোহন লিখিত সুসমাচারঃ। খৃষ্টধর্ম্ম-কৌমুদী—সমালোচনা। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। সাঙ্খ্য-দর্শন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। শিবসংহিতা।

৬৪। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শ্রীকান্ত-রত্নমালা। সমর-শেখর। হতভাগ্য মুরাদ। বিবেক-ধ্বনি। মথিলিখিত সুসমাচার। চড়ক পার্ব্বণ। গরলে অমৃত।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া। সুখবোধ ব্যাকরণম্ (পূর্ব্বার্দ্ধ)। সুখবোধব্যাকরণম্ (পরার্দ্ধ)। কবিতা-কোরক। সরল ষট্‌কাল-সন্দর্ভ। অবসর। দয়ানন্দ-চরিত। ভূগোল-প্রকাশ। বিরহা-সঙ্গীত। পুরুষ-পরীক্ষা। কবিতা-প্রসঙ্গ। সমস্যা-কল্পলতা। লিপিসংগ্রহ। ঐতিহাসিক চিত্র। স্মৃতি-মন্দির। ষড়দর্শন-সংবাদ। বৈশ্যরহস্যম্। বিষাদশতকম্। মালতী-মাধব। বঙ্গদেশস্থ হিন্দুসমাজ। প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কার। নীতি-রহস্যম্। রসায়ন-ব্যবহারিক ভূগোল। পৌরাণিক গল্প। প্রাকৃত ভূগোল। বিজ্ঞান-পাঠ (কতকগুলি মাসিক পত্র) The Universality of Hinduism and Vedas. Address of Sir A. Croft at the Calcutta University. Raja Sakhamoy Roy Bahadur's famely. The Beginnings of Christianity. Leather Industry in India. An address of the University of Calcutta. The Teeth. The Human Hair. Bengal Under the Lieutenant Governor's. Vol I., Voll II.

৬৫। " প্রকাশচন্দ্র দত্ত—শিখা। অশ্রুকণা। আভাষ। রোগাতুরা বসন্ত-কুমারী। কর্ম্মদেবী। যোগা। আর্য্যগাথা। বালা। বিষাদ। সীতার অন্বেষণ। কল্কিপুরাণ। তুলসী-মালা। কবিতামালা। মানস-কুসুম। নীতি-রত্নমালা। আশ্রমাবলী। বিবেকবাঞ্ছা। মানবত্ব কাব্য। পত্রাষ্টক কাব্য। অভিমন্যু-সম্ভব কাব্য। তত্ত্ববিদ্যা। পিয়াসে´র ভূগোল বৃত্তান্ত। বঙ্গভাষার ব্যাকরণ সার-সংগ্রহ। কল্যাণ-মঞ্জুসা। কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্য। কালী রহস্যম্। The Christian Religion. মৎস্যের চাষ। প্রকৃত কথা। পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ। রাজধর্ম্ম। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব। কেরল, সামুদ্রিক, স্বর, জ্যোতিষ-সংগ্রহ। গুরুশিষ্য। প্রভাবতী। আমাদের সমাজ। রেসমতত্ত্ব। কবিতাকুসুমাঞ্জলী। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী। পরিণয় সংস্কার সঙ্গীতশাস্ত্র প্রকাশিকা। বঙ্গরত্ন ১ম ভাগ। সাধ্বীপতি ব্রতাদিগের প্রতি উপদেশ। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বীজ। নলোপাখ্যান। হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব। অস্তমিত-সূর্য্য নাটক। অপূর্ব্বদল। মহানাটক। বঙ্গের পুনরুদ্ধার। হেমলতা নাটক। মনসা মঙ্গল নাটক। বঙ্গ-দর্পণ। সুশীলা-বীরসিংহ। বংশানুচরিত। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু। সংযুক্তা উপাখ্যান। শেষ বন্দীর গান। নজির সংক্ষিপ্তসার। পৃথিবীর আদি সময়ের বিবরণ। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য। আদিশূর ও বল্লাল সেন। রাজাবলী। বর্ত্তমান নেপাল-রাজ্যের-ইতিবৃত্ত। নীতিসংকল্প। প্রবোধ-চন্দ্রিকা। হরিদাসের গুপ্তকথা। ২।৪ পর্ব্ব। তত্ত্ববোধিনী ২য় কল্প ৩য় ও ৪র্থ ভাগ। বেদব্যাস ১ম খণ্ড। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলী। আয়ুর্ব্বেদ সম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা। রত্নগিরি ১ম পর্ব্ব। কায়স্থ নৃপ। স্বভাব সতী। কল্পনা ৪র্থ বর্ষ কবিতাহার। অর্ঘ্য। দারোগার দপ্তর। (কতকগুলি মাসিক পত্র)

৬৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—ভাগ্যলক্ষ্মী। লালকুঠী। প্রেম-পত্র। বিশালাক্ষী। রাজরাণী। পুরুষ-প্রবোধিনী। তত্ত্বপ্রকাশিকা (১ম খণ্ড), ঐ (২য় খণ্ড), ঐ (৩য় খণ্ড)। খৃষ্টের অনুকরণ। পাঠামৃত। রামকৃষ্ণের উক্তি ২য় ভাগ। রামকৃষ্ণের উপদেশ। ভারত-কুটীর। বক্তৃতার সমালোচনা। এই কি সেই ভারত। সতীব্যবহার। প্রেম-প্রবাহিনী। শিক্ষা-কৌমুদী। ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী। রচনাসার। সঙ্গীত-সুধাকর। বিলবিভ্রাট। নীতি-কবিতাবলী। বাঙ্গালার ইতিহাস। স্বর্ণরেণু। দেখ্‌লে হাসি পায়। কবিতাকুসুমাঞ্জলি। প্রাকৃত-ভূগোল। ঐতিহাসিক পাঠ। ভারতবর্ষীয় ন্যায়দর্শন। বেদান্তদর্শন। শ্রী। সাঙ্খ্যদর্শন। বাসন্তী। বিজ্ঞান-কুসুম। ভারতবর্ষের ইতিহাস। কবিতা পুস্তক। রহস্য-প্রতিভা। প্রাচীনের আশা। মাল্যপ্রদান। মানভিক্ষা। পুলিস ও লোকরক্ষা। দীক্ষাতত্ত্ব-প্রকাশিকা। গোহত্যা ও গোরক্ষা। বাল্মিকী-প্রতিভা। আনন্দরহো। রাজ-জীবনী। মিবারের ইতিহাস। মহারাণী ভিক্টোরিয়া। শরীর-পালন। বিধবা-বিবাহের নিষেধক। সভ্যতার ইতিহাস। সরস্বতী-সুখোদয়। নজাৎনামা। জমিদারী-মহাজনী। লর্ড ক্লাইব। ব্রাহ্ম-বিবাহধর্ম্ম। রঘুবংশ। ব্রজাঙ্গনা কাব্য। কৃষিতত্ত্ব। প্রবন্ধমালা। পঞ্চামৃত। সংন্যাসাধিকার-নির্ণয়। বাদিবিবাদ-ভঞ্জনং। নির্ম্মল-নলিনী। উইলিয়ম টেল। আলফ্রেডের জীবনী। বসন্তকুমারের পত্র। রুদ্রচণ্ড। বিচিত্রবীর্য্য। জামাই ষষ্ঠী। তত্ত্ববিদ্যা। কর্ম্মক্ষেত্র। ব্রুট্‌স্‌ ও অ্যাণ্টনির বক্তৃতা। রত্নাবলী। নব-ভারত। পঞ্চাঙ্গ-প্রভাকর। শিশুরঞ্জন রামায়ণ। কবিতা-লহরী। হস্তে কথা বলিবার কৌশল। বিধবা-বিবাহ খণ্ডন। ঝঙ্কার। মহারাণা। পথ্যাদি-নির্ণয়। দুর্গাপূজা। প্রেমের পরীক্ষা। ব্যাকরণ-কৌমুদী। প্রায়শ্চিত্ত। বাঙ্গালার ইতিহাস। সাহিত্য-মঙ্গল। জমীদারশ্রেণীর অবনতি। একঘরে। মহিলাবলী। ভারত-উদ্ধার। তীর্থদর্শন। সাহিত্যসার। ভূগোল-বিবরণ। কাব্য-প্রসূন। তীর্থযাত্রীদিগের প্রতি উপদেশ। লয়লা-মজনু। সবুরে মেওয়া ফলে। দ্বাদশ গোপাল। গোপাল ও কামিনী। শতকথা। পদ্য-সংগ্রহ। সাহিত্য-প্রবেশ। রাজভাষা। প্রাকৃতিক ভূগোল। প্রেমাধার হাটহদ্দ। রচনা-প্রবেশিকা। ব্রাহ্ম-সঙ্গীত। মাণিক-ভাণ্ডার। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। বাবা নানকের জীবনী। রাম্যারঞ্জিকা। নবশিল্প। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান। বাঙ্গালী-চরিত। কালিদাসের গ্রন্থাবলী। আধ্যাত্মিকা। অভেদী। চন্দ্রশেখর। সপ্ত-সম্বোধন। সেকাল আর একাল। পরাশর সংহিতা। শিখ্। পাতঞ্জলার্থ প্রকাশ। লর্ড কেনিং। হিতোপদেশ। আপনার মুখ আপনি দেখ। রামসঙ্গীতকণা। তত্ত্বসার। আশুপ্রতিকার। যাদবনন্দিনী কাব্য। পঞ্চামৃত।

বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ। দার্জ্জিলিং ভ্রমণ। কলাপ-ব্যাকরণ সূত্র। উপহার। চম্পূঃ। কৃষক। কলির রাজ্যশাসন। ষট্‌চক্র। নরশরীর-বিধান। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ। স্বাস্থ্যসাধন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্। প্রেমবন্ধন। শ্রীমদ্ভাগবদ্-গীতা। গোতত্ত্ব। কন্যা ও পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা। কল্কিপুরাণ। আত্মপুরাণ। গর্ভাধান-ব্যবস্থা। হরিভক্তিবিলাসঃ। হরিশ্চন্দ্র নাটক। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্। হরতত্ত্বদীধিতি। রামকৃষ্ণ অবতার কি না। রামকৃষ্ণতত্ত্ব। অষ্টাবক্র-সংহিতা। আত্মপুরাণম্। রাজস্থানের ইতিহাস। শ্রীগোবিন্দ-মঙ্গল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। মেঘদূতম্। অধিকরণ-মালা। জীবনবেদ। নির্ম্মাল্য-রত্নাকর। আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ। ধর্ম্মব্যাখ্যা। বাল্মিকীয় রামায়ণ। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। নীতিস্তবকম্। প্রমেয়-রত্নাবলী। রাজা হরিশ্চন্দ্র। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। কলিরহস্যম্। মেটীরিয়া মেডিকাধ্যায়ম্। বামনাখ্যানম্। চীনের ইতিহাস। স্বপ্নদর্শন। নবোপাখ্যান। দ্বারকা-বিলাস। উদ্ধব-সংবাদ। ভক্তিতত্ত্বসার। কুমারসম্ভব। চন্দ্রকান্ত। তুলসীদাসের রামায়ণ (বালকাণ্ড)। গোল বা ছাতুবার। পতিভক্তি-প্রদায়িনী। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্ম বিচার। কবিকঙ্কণ চণ্ডী। শ্রীমদ্ভাগবত (দশমস্কন্ধ)। বাঙ্গালার ইতিহাস। বিবাদ-ভঙ্গার্ণব পুস্তক। জ্ঞানসুধাকর। সত্যনারায়ণের পাঁচালী। জগন্নাথ-মঙ্গল। কালীবিলাস। পারস্য ইতিহাস। কর্ণানন্দ। তুরকীয় ইতিহাস। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়। হংসবিলাস। অষ্টোত্তর শতনাম। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। গীতরত্ন। মহান্ত এলোকেশী। রসসারগ্রন্থ। বিদ্যাপতির পদাবলী। বৈধব্যধর্ম্মোদয়। রাধাচক্র। প্রবোধ-চন্দ্রিকা। শব্দ-সিন্ধু (১২২৪ সাল)। মানভঞ্জন। মদন-মাধুরী। মনসার ভাসান। মহানাটক। জাগরণ-মালা। ভ্রমনির্ণয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত। গোবিন্দ-লীলামৃত। নারদ-সংবাদ। অদ্ভুত রামায়ণ। মুক্তালতাবলী। কলি-কুতূহল। বাক্য-বিন্যাস। কলিকাতা-কমলালয়। রসতত্ত্বসার গ্রন্থ। উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থ। দূতী-সংবাদ। চাহার-দরবেশ। অনুতাপিনী-নবকামিনী। বঙ্গাভিধান। গঙ্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী। ব্রহ্মাণ্ড-মাহাত্ম্য। দায়ভাগ। পাতঞ্জল দর্শন। ব্যবস্থাসারসংগ্রহ। Past and Present. About in the world. History of India (Davenport). Law of Kindness. Paradise Lost Bk. I. History of my religious opinion. Lahiri's Select Poems. Cowper's Task. England and Wales. Political English Reader No I. A Grammar of the French tongue. Linear Drawing. Rasselas. Readings in English Poetry. Swami Vivekananda in Chicago. Ill-Treated Ill-Trovatore. Modern Geography. Poetical Instructor. Latin Disectus. Campbell's Administration. Practical Geometry Introduction to Latin Poetry. First Latin Book.

Latin Prose Composition, Peace in Modern Hindu Thought. Life and Labour of Rammohon Roy. Conversations on Human Nature, Children's Treasury of English Songs. Channing's Works. How to excel in study. Lamb's Tales from Shakespeare. History of Rome (Smith). Vanity Fair (Vol II). History of England (Selby). Ascanio. Literary souvenir Vol VIII. The Bengal Tenantry. The letters of Pliny. Our Viceregal Life in India. Vol II. Youth and Manhood of Thronton. The Fortunes of Nigel. Lessons in General Knowledge. Origin of Caste. Percy Anecdotes. History of India (Lethbridge). History of British India. Murray Samuel Johnson (E. M. Series). Imitation of Christ. The Men of the Bureau. Practical Geography. New Class Book of Geography. Irish Wit and Humour. Manual of Descriptive Geography (Ewart). The Universality of Hinduism and the Vedas (Vivekananda). A brief Memoir of Durga Charan Banerjee. A brief Survey of History, Vernacular Literature of Bengal (H. P. S.). Wheeler's India Vol II. The First Geography. Remarks on Teaching. Map-geography. (I-VI) Whispers from the Inner Life. Sir Walter Scott (E. M series). The Dictionary of Useful Knowledge.

"এ" পরিশিষ্ট।

উপহৃত পুঁথি ও উপহারদাতাদিগের নাম।

৬৭। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম—কৃষ্ণরাম দত্তকৃত রাধিকা-মঙ্গল। (খণ্ডিত), নিধিরাম কবিরত্ন কৃত কালিকা-মঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। দ্বিজ যদুনাথ কৃত শনির পাঁচালী। দ্বিজ কালিদাস কৃত সূর্য্যব্রত পাঁচালী (খণ্ডিত)। চম্পক কলিকা। (প্রায় নষ্ট) স্বপ্নাধ্যায়। রামাষ্টক। খঞ্জন-চলন। রাধাষ্টক। রামচন্দ্র বারমাস। নরোত্তমকৃত রাধিকার মানভঙ্গ। দ্বিজ রঘুনাথ কৃত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (খণ্ডিত)। সত্য-পীরের পাচালী। ভারত-সাবিত্রী (সংস্কৃত গ্রন্থ)। ফকীরচাঁদ কৃত সত্যপীরের পাঁচালী। মনসার পুঁথি (সম্ভবতঃ ষট্‌কবি রচিত খণ্ডিত)। লালমোনের কেচ্ছা। বারমাস প্রভৃতি (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-সংগ্রহ)। সুবচনীর পাঁচালী (খণ্ডিত)। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় (খণ্ডিত)।

৬৮। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী—রূপমঞ্জরী স্তোত্রং (সানুবাদ)। বিদ্যাসুন্দর গীতাবলী। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা। অদ্বৈতের বাল্যলীলা (খণ্ডিত)। বৃন্দাবন বর্ণনা (গদ্য, খণ্ডিত)। তত্ত্ববিলাপ (১০০৭ সন) প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা (কিরণ স রাধাকৃষ্ণ স্তবাবলী (জীর্ণ)।

৬৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—উজ্জ্বলরস-বিবরণ। বৈষ্ণবানন্দ দাসের সেবা সংগ্রহ। রূপগোস্বামীর চাটুপুষ্পাঞ্জলি। নরোত্তমদাসের স্মরণ-মঙ্গল (১১৫৭) প্রসাদ-চরিত্র। কৃষ্ণদাসকৃত গোবিন্দ-মঙ্গল। ভক্তিচিন্তামণি। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলান্তর্গত উদ্ধব-সংবাদ।

"ট" পরিশিষ্ট।

বিনিময়ে ও উপহারে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রের তালিকা।

DAILY

১। Statesman.

২। Amrita Bazar Patrika.

৩। Indian Mirror.

৪। People & Pratibasi.

BI-WEEKLY

৫। Bengalee,

সাপ্তাহিক।

৬। বঙ্গবাসী। ৭। সঞ্জীবনী। ৮। বসুমতী। ৯। হিতবাদী। ১০। সময়। ১১। প্রতিবাসী। ১২। আনন্দবাজার-পত্রিকা। ১৩। অনুসন্ধান। ১৪। বঙ্গভূমি। ১৫। নবযুগ। ১৬। রঙ্গালয়। ১৭। মিহির ও সুধাকর। ১৮। হিন্দুরঞ্জিকা। ১৯। মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী। ২০। বাঁকুড়া-দর্পণ। ২১। এডুকেশন গেজেট। ২২। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী। ২৩। মেদিনী-বান্ধব। ২৪। মানভূম। ২৫। চারুমিহির। ২৬। পরিদর্শক। ২৭। Reis and Rayyet. ২৮। Unity and Minister, ২৯। Indian Empire, ৩০। The Indian Messenger. ৩১। New India. ৩২। Commercial Gazette. ৩৩। Indian Nation.

পাক্ষিক।

৩৪। উদ্বোধন। ৩৫। ধর্ম্মতত্ত্ব।

মাসিক।

৩৬. Calcutta University Magazine. ৩৭। Journal of the Mahabodhi Society. ৩৮। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা। ৩৯। ভারতী। ৪০। জন্মভূমি। ৪১। বঙ্গদর্শন ৪২। নব্যভারত। ৪৩। সমালোচনী। ৪৪। প্রদীপ। ৪৫। মুকুল। ৪৬। প্রবাসী। ৪৭। অন্তঃপুর। ৪৮। ভিষক্-দর্পণ। ৪৯। বামাবোধিনী-পত্রিকা। ৫০। নবপ্রভা। ৫১। প্রকৃতি। ৫২। সাহিত্য। ৫৩। কৃষক। ৫৪। শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকা। ৫৫। মহাজনবন্ধু। ৫৬। দারোগার দপ্তর। ৫৭। সঙ্গীত-প্রকাশিকা। ৫৮। হিন্দুপত্রিকা। ৫৯। উৎকল সাহিত্য। ৬০। বিশ্বজীবন। ৬১। মহাশক্তি। ৬২। পূর্ণিমা। ৬৩। আরতি ৬৪। শিল্প ও সাহিত্য। ৬৫। নব-প্রভিভা। ৬৬। বান্ধব। ৬৭। শিবপুর-কলেজ-পত্রিকা। ৬৮। কল্যাণী। ৬৯। বীরভূমি।

"ঠ" পরিশিষ্ট।

লুপ্ত ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সংগৃহীত খণ্ডগুলির তালিকা।

নাম।	প্রকাশের সময়।	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম।	কোন্ কোন্ খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
অঞ্জলি	১৩০৫ বৈশাখ, মাসিক	——	১ম বর্ষ সম্পূর্ণ।
অণুবীক্ষণ	১২৮২ শ্রাবণ, "	——	ঐ "
অদৃষ্ট	১৩০৩ ঐ "	শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ "
অনুশীলন	১৩০১ আশ্বিন, "	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	ঐ "
অনুসন্ধান	১২৯৪, ১৩শ্রাবণ,পাক্ষিক	শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,	ঐ "
ঐ	১২৯৭, ১৫ ঐ "	ঐ	৪র্থ বর্ষ "
ঐ	১২৯৮, ১৫ ঐ "	ঐ	৫ম বর্ষ "
ঐ	১৩০০, ১৫ বৈশাখ "	শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, এম, আর, এ, এস,	৭ম বর্ষ "
ঐ	১৩০১ জ্যৈষ্ঠ হইতে সাপ্তাহিক	——	৮ম ঐ "
ঐ	১৩০৪, ৩রা আষাঢ় পাক্ষিক	——	১১শ ঐ "
ঐ	১৩০৭, ৬ই বৈশাখ "	——	১৩শ ঐ "
অন্তঃপুর	১৩০৪ মাঘ মাসিক	শ্রীমতী বনলতা দেবী,	১ম ঐ "
ঐ	১৩০৫ " "	ঐ	২য় ঐ "
ঐ	১৩০৬ " "	ঐ	৩য় ঐ "

নাম।	প্রকাশের সময়।			সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম।	কোন্ কোন্ খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
আরতি	১৩০৭	আষাঢ়	মাসিক	শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন,	১ম খণ্ড সম্পূর্ণ
আর্য্যদর্শন	১২৮৩	বৈশাখ	,,	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম্ এ,	৩য় খণ্ড ,,
ঐ	১২৮৫	,,	,,	ঐ	৫ম ঐ ,,
ঐ	১২৮৮	,,	,,	ঐ	৭ম ঐ ,,
আশা	১৩০০	মাঘ	,,	(ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩)	১ম ঐ ,,
ইসলাম-প্রচারক	১৮৯৯	জুলাই	,,	শ্রীমহম্মদ রেয়াজুউদ্দীন আহ্মদ	৩য় বর্ষ ,,
উৎকল সাহিত্য	১৩০৫।৬ (বিলায়তী)		,,		২য় ভাগ ,,
উৎসাহ	১৩০৫	বৈশাখ	,,	শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা,	২য় বর্ষ ,,
ঐ	১৩০৬	,,	,,	——	৩য় ঐ ,,
উদ্বোধন	১৩০৫	মাঘ	পাক্ষিক	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ,	১ম ঐ ,,
ঐ	১৩০৬	,,	,,	ঐ	২য় ঐ ,,
ঐ	১৩০৭	,,	,,	ঐ	৩য় ঐ ,,
ঋষি	১৩০৫	আষাঢ়	মাসিক	শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ,	১ম ঐ ,,
ঐ	১৩০৬	,,	,,	ঐ	২য় ঐ ,,
ঐতিহাসিক চিত্র	১৩০৫	পৌষ	ত্রৈমাসিক	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,	(১ম খণ্ডের ৩ সংখ্যা)
কর্ণধার	১২৯৫	অগ্রহায়ণ,	মাসিক	শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত,	২য় বর্ষ সম্পূর্ণ।
কল্পদ্রুম	১২৮৬	ভাদ্র	,,	শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ,	১ম খণ্ড ,,
ঐ	১২৮৭	,,	,,	ঐ	৩য় ঐ ,,
কল্পনা	১২৯৩	বৈশাখ	,,	শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	৪র্থ বর্ষ ,,
কল্যাণী	১৩০৮	জ্যৈষ্ঠ	,,	শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়,	১ম ঐ ,,
কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদ	১৩০৩		,,	কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীর (৺হরিনাথ মজুমদার,	১ম ভাগ সম্পূর্ণ।
কোহিনূর	১৩০৫	আষাঢ়	,,	মুন্সী এস, কে, এম্, রওশনআলী	১ম খণ্ড ,,
চিকিৎসক	১২৯৬	মাঘ	,,	শ্রীবিনোদবিহারী রায়,	১ম ঐ ,,
চিকিৎসক ও সমালোচক	১৩০২	মাঘ	,,	শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায়,	২য় ,, ,,
চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ	১৩০১	বৈশাখ	,,	শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়.	১ম খণ্ড ,,
ঐ	১৩০২	,,	,,	,,	২য় ,, ,,
ঐ	১৩০৩	,,	,,	,,	৩য় ,, ,,

নাম	প্রকাশকের সময়		সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
চিকিৎসা-সম্মিলনী	১২৯৮ বৈশাখ	মাসিক	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন,	৮ম বর্ষ ,,
ছায়া	১৩০৭ ,,	,,	(সাহিত্য সেবকমণ্ডলী সম্পাদিত),	১ম ,, ,,
জন্মভূমি	১২৯৮ পৌষ	,,	(বঙ্গবাসী কার্য্যালয়),	২য় ভাগ ,,
ঐ	১২৯৯ ,,	,,	ঐ	৩য় ,, ,,
ঐ	১৩০০ ,,	,,	ঐ	৪র্থ ,, ,,
ঐ	১৩০১ ,,	,,	ঐ	৫ম ,, ,,
ঐ	১৩০২ ,,	,,	ঐ	৬ষ্ঠ ,, ,,
ঐ	১৩০৩ ,,	,,	ঐ	৭ম ,, ,,
ঐ	১৩০৪ পৌষ	,,	ঐ	৮ম ,, ,,
ঐ	১৩০৭ শ্রাবণ	,,	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রকাশক),	৯ম ,, ,,
জ্যোতিরিঙ্গণ	১৮৬৯ জুলাই	,,	(কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটী)	১ম খণ্ড ,,
জ্ঞানাঙ্কুর	১২৮২ অগ্রহায়ণ ,,		শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস,	৪র্থ ,, ,,
তত্ত্ব-কৌমুদী	১৮০৫ শক	পাক্ষিক	(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ)	৬ষ্ঠ ,, ,,
,,	১৮০৮ ,,	,,	,,	৮ম ,, ,,
,,	১৮০৯ ,,	,,	,,	১০ম ,, ,,
,,	১৮১০ ,,	,,	,,	১১শ ,, ,,
,,	১৮১১ ,,	,,	,,	১২শ ,, ,,
,,	১৮১২ ,,	,,	,,	১৩শ ,, ,,
,,	১৮১৫ ,,	,,	,,	১৬শ ,, ,,
তত্ত্ববোধিনী	১৭৭১ ,,	,,	(তত্ত্ববোধিনী সভা)	৩য় ভাগ ২য় কল্প
,,	১৭৭৫ ,,	,,	,,	৩য় ভাগ ৩য় কল্প
,,	১৭৭৬ ,,	,,	,,	৪র্থ ভাগ ৩য় কল্প
,,	১৭৭৭ ,,	,,	,,	১ম ভাগ ৪র্থ কল্প
,,	১৭৭৮ ,,	,,	,,	২য় ভাগ ৪র্থ কল্প
,,	১৭৭৯ ,,	,,	,,	৩য় ভাগ ৪র্থ কল্প
,,	১৭৯২ ,,	,,	,,	৪র্থ ভাগ ৭ম কল্প
,,	১৭৯৩ ,,	,,	,,	১ম ভাগ ৮ম কল্প
,,	১৭৯৪ ,,	,,	,,	২য় ভাগ ৮ম কল্প
,,	১৭৯৫ ,,	,,	,,	৩য় ভাগ ৮ম কল্প
,,	১৭৯৬ ,,	,,	,,	৪র্থ ভাগ ৮ম কল্প

নাম	প্রকাশকের সময়		সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
তত্ত্ববোধিনী	১৭৯৭ বৈশাখ	মাসিক	(তত্ত্ববোধিনী সভা)	১ম ভাগ ৯ম কল্প
,,	১৭৯৮ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,,	১৭৯৯ ,,	,,	,,	৩য় ,, ,,
,,	১৮০০ ,,	,,	,,	৪র্থ ,, ,,
,,	১৮০১ ,,	,,	,,	১ম ,, ১০ম কল্প
,,	১৮০২ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,,	১৮০৩ ,,	,,	,,	৩য় ,, ,,
,,	১৮০৪ ,,	,,	,,	৪র্থ ,, ,,
,,	১৮০৫ ,,	,,	,,	১ম ,, ১১শ কল্প
,,	১৮০৬ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,,	১৮০৭ ,,	,,	,,	৩য় ,, ,,
,,	১৮০৮ ,,	,,	,,	৪র্থ ,, ,,
,,	১৮০৯ ,,	,,	,,	১ম ,, ১২শ কল্প
,,	১৮১০ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,,	১৮১১ ,,	,,	,,	৩য় ,, ,,
,,	১৮১৩ ,,	,,	,,	১ম ,, ১৩শ কল্প
,,	১৮১৪ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,,	১৮১৭ ,,	,,	,,	১ম ,, ১৪শ কল্প
,,	১৮১৮ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,,	১৮১৯ ,,	,,	,,	৩য় ,, ,,
,,	১৮২০ ,,	,,	,,	৪র্থ ,, ,,
,,	১৮২১ ,,	,,	,,	১ম ,, ১৫শ কল্প
,,	১৮২২ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,,	১৮২৩ ,,	,,	,,	৩য় ,, ,,
তত্ত্বমঞ্জরী (পূর্ব্বপর্য্যায়)	১২৯২ শ্রাবণ	মাসিক	শ্রীরামচন্দ্র দত্ত,	১ম ভাগ সম্পূর্ণ।
,, ,,	১২৯৩ ,,	,,	,,	২য় ,, ,,
,, (নবপর্য্যায়)	১৩০৪ বৈশাখ	,,	(রামকৃষ্ণ সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।)	১ম ,, ,,
,, ,,	১৩০৬ ,,	,,	,,	৩য় ,, ,,
,, ,,	১৩০৭ ,,	,,	,,	৪র্থ ,, ,,

নাম	প্রকাশের সময়		সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
দিগ্‌দর্শন	ইং ১৮১৮ এপ্রেল হইতে মার্চ্চ ১৮১৯ এবং ১৮২০ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১৮২০	„	কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী,	
দাসী	ইং ১৮৯৫ জানুয়ারী	মাসিক	শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,	৪র্থ ভাগ সম্পূর্ণ।
„	১৮৯৬ „	„	„	৫ম „ „
„	১৮৯৭ „	„	শ্রীগোবিন্দনাথ গুহ এম্ এ ও শ্রীমহেশচন্দ্র ভৌমিক বি এ	৬ষ্ঠ „ „
„	১২৯৮ „	„	„	৭ম „ „
„	১৩০১ „	„	„	৯ম „ „
ধরণী	১৩০৯ মাঘ	„	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১ম ভাগ
ধর্ম্মতত্ত্ব	১৮০৮	পাক্ষিক	(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ)	২২শ ভাগ
„	১৮২১	„	„	৩৫শ ভাগ
„	১৮২২	„	„	৩৬শ ভাগ
ধর্ম্মবন্ধু	১২৯০	মাসিক	——	৩য় ভাগ
নবপ্রভা	১৩০৭ ফাল্গুন	„	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ, বি এল্, ও শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়, বি এল্	১ম খণ্ড „
„	১৩০৮ „	„	„	২য় „ „
নবজীবন	১২৯১ শ্রাবণ	„	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার,	১ম ভাগ „
„	১২৯২ „	„	„	২য় ভাগ „
„	১২৯৪ „	„	„	৪র্থ ভাগ „
নব্যভারত	১২৯০ বৈশাখ	„	শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী,	১ম ভাগ „
„	১২৯৯ „	„	„	১০ম ভাগ „
„	১৩০০ „	„	„	১১শ ভাগ „
„	১৩০২ „	„	„	১৩শ ভাগ „
„	১৩০৩ „	„	„	১৪শ ভাগ „
„	১৩০৪ „	„	„	১৫শ ভাগ „
„	১৩০৫ „	„	„	১৬শ ভাগ „
„	১৩০৬ „	„	„	১৭শ „ „
„	১৩০৭ „	„	„	১৮শ „ „
„	১৩০৮ „	„	„	১৯শ „ „

নাম।	প্রকাশের সময়।		সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম।	কোন্ কোন্ খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
নলিনী	১২৮৮	মাসিক	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	২য় পল্লব „
নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা		„		তিসরা ভাগ „
নির্ম্মাল্য	১৩০৮ আশ্বিন	„	শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৪র্থ বর্ষ
পন্থা	১৩০৭ বৈশাখ	„	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ও শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি	৩য় ভাগ„
পরিচারিকা	১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ	„	——	১ম „ „
„	১২৮৬ „	„	——	২য় „ „
„	১২৮৭ „	„	——	৩য় „ „
„	১২৮৮ „	„	——	৪র্থ ভাগ (অসম্পূর্ণ)
„	১২৯০ হইতে ১২৯৪ বৈশাখ	„	——	৫ম হইতে ৯ম ভাগ
„	১২৯৫ হইতে ১২৯৮ „	„	——	১০ম হইতে ১২শ „
পুণ্য	১৩০৪ আশ্বিন	„	শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	১ম বর্ষ
„	১৩০৫ „	„	„	২য় বর্ষ
পূর্ণিমা	১৩০১ বৈশাখ	„	„	২য় ভাগ
„	১৩০৫ „	„	„	৬ষ্ঠ ভাগ
„	১৩০৬ „	„	„	৭ম ভাগ
„	১৩০৭ „	„	„	৮ম ভাগ
„	১৩০৮ „	„	„	৯ম ভাগ
প্রকৃতি (১)	১৩০৮ „	„	„	২য় ভাগ
প্রকৃতি-বিজ্ঞান	১২৯৮ ভাদ্র	„	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন	১ম ভাগ বিজ্ঞান খণ্ড
প্রচার	১২৯০ শ্রাবণ	„	শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১ম বৎসর
„	১২৯১ „	„	„	২য় বৎসর
„	১২৯২ „	„	„	৩য় বৎসর
„	১২৯৫ বৈশাখ	„	„	৪র্থ বৎসর
প্রচারক	১৩০৬ মাঘ	„	মধু মিঞা	২য় বর্ষ
„	১৩০৭ „	„	„	৩য় বর্ষ
প্রতিভা	১২৮৯ „	„	শ্রীবেণীমাধব দত্ত ও শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১ম বর্ষ
প্রতিভা	১২৯৭ বৈশাখ	„	শ্রীবামদেব দত্ত ও শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	১ম বর্ষ

নাম।	প্রকাশের সময়।			সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম।	কোন্ কোন্ খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
প্রদীপ	১৩০৪	পৌষ	মাসিক	শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১ম বর্ষ
প্রবাহ	১১৮৯	বৈশাখ	"	শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়	১ম খণ্ড
প্রভা	১৩০৭	"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১ম খণ্ড
প্রয়াস	১৮৯৯	জানুয়ারী	"	"	১ম বর্ষ
"	১৯০০	"	"	"	২য় বর্ষ
বঙ্গদর্শন	১২৮০	বৈশাখ	"	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১ম খণ্ড
"	১২৮১	"	"	"	৩য় খণ্ড
"	১২৮৪	"	"	"	৫ম খণ্ড
"	১২৮৫	"	"	"	৬ষ্ঠ খণ্ড
"	১২৮৮	"	"	শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৮ম খণ্ড (৬সংখ্যায় সমাপ্ত
"	১২৮৯	"	"	"	৯ম খণ্ড
"	১৩০৮	" (নবপর্য্যায়)	"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১ম বর্ষ
বঙ্গবন্ধু	১৮৮৬	অক্টোবর	"	শ্রীবরদাচরণ ঘোষ	৫ম খণ্ড
বঙ্গমহিলা	১২৮২	বৈশাখ	"	শ্রীভুবনমোহন সরকার	১ম খণ্ড
"	১২৮৩	"	"	"	২য় খণ্ড
"	১২৮৪	"	"	"	৩য় খণ্ড
বসন্তক	১২৮০	"	"	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত	১ম খণ্ড
"	১২৮১	"	"	"	২য় খণ্ড
বান্ধব	১২৮১	আষাঢ়	"	শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ	১ম খণ্ড
"	১২৮২	"	"	"	২য় খণ্ড
"	১২৮৩	"	"	"	৩য় খণ্ড
"	১২৮৪	"	"	"	৪র্থ খণ্ড
বামাবোধিনী	১২৭০	ভাদ্র	"	শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত	১ম ভাগ ১ম খণ্ড
ঐ	১২৭১	"	"	ঐ	১ম ভাগ ২য় খণ্ড
ঐ	১২৭২	শ্রাবণ	"	ঐ	২য় ভাগ ১ম খণ্ড
ঐ	১২৭৩	বৈশাখ	"	ঐ	২য় ভাগ ২য় খণ্ড
ঐ	১২৯১	"	"	ঐ	৩য় কল্প ২য় ভাগ
ঐ	১২৯৩	"	"	ঐ	৩য় কল্প ৩য় ভাগ
ঐ	১২৯৪	"	"	ঐ	৪র্থ কল্প ১ম ভাগ
ঐ	১২৯৫	"	"	ঐ	৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

নাম	প্রকাশকের সময়		সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
বামাবোধিনী	১৩০০ বৈশাখ	মাসিক	শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত	৫ম কল্প ২য় ভাগ
”	১৩০১ ”	”	”	৫ম কল্প ৩য় ভাগ
”	১৩০২ ”	”	”	৫ম কল্প ৪থ ভাগ
”	১৩০৩ ”	”	”	৬ষ্ঠ কল্প ১ম ভাগ
”	১৩০৪ ”	”	”	৬ষ্ঠ কল্প ২য় ভাগ
”	১৩০৫ ”	”	”	৬ষ্ঠ কল্প ৩য় ভাগ
”	৩৩০৭ ”	”	”	৭ম কল্প ১ম ভাগ
”	১৩০৮ ”	”	”	৭ম কল্প ২য় ভাগ
বিকাশ	১৩০৬ ”	”	ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী	১ম ভাগ
বিশ্বজনীন	১৩০৭ ”	”	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায়	১ম বর্ষ
বিজ্ঞান-দর্পণ	১২৯১ বৈশাখ	”	শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে	২য় ভাগ
বিদ্যোদয়	১৮৯৭ জানুয়ারী	”	শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী	২৬শ ভাগ
”	১৮৯৮ ”	”	”	২৭শ ভাগ
”	১৯০০ ”	”	”	২৯শ ভাগ
বিবিধার্থ-সংগ্রহ	১৭৭৩ কার্ত্তিক	”	শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।	১ম খণ্ড
”	১৭৭৪ ”	”	”	২য় খণ্ড
”	১৭৭৫ চৈত্র	”	”	৩য় খণ্ড
”	১৬৭৯ বৈশাখ	”	”	৪র্থ খণ্ড
”	১৭৮০ ”	”	”	৫ম খণ্ড
বিষ্ণুপ্রিয়া	গৌরাঙ্গ ৪১০।৪১১	পাক্ষিক	শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী।	৬ষ্ঠ বর্ষ
”	” ৪১১।৪১২	”	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।	৭ম বর্ষ
”	” ৪১২।৪১৩	”	”	৮ম বর্ষ
বীণাপাণি	১৩০১ বৈশাখ	মাসিক	শ্রীরামগোপাল সেন।	২য় খণ্ড
”	১৩০২ ”	”	”	৩য় খণ্ড
”	১৩০৩ ”	”	”	৪থ খণ্ড
”	১৩০৪ ”	”	”	৫ম খণ্ড
”	১৩০৫ ”	”	”	৬ষ্ঠ খণ্ড
বীরভূমি	১৩০৬ কার্ত্তিক	”	শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়,	১ম বর্ষ
”	১৩০৭ ”	”	”	২য় বর্ষ
বেদব্যাস	১২১৩ বৈশাখ	”	শ্রীভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	১ম বর্ষ

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
„	১২৯৯ „ „	„	৭ম বর্ষ
„	১৩০০ „ „	„	৮ম বর্ষ
„	১৩০২ „ „	„	১০ম বর্ষ
বৈষয়িকতত্ত্ব	১২৯০ „ „	(তাহিরপুর)	১ম ভাগ
ভারত	১২৯১ ফাল্গুন „	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	১ম খণ্ড
ভারতী	১২৮৪ বৈশাখ „	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	১ম ভাগ
„	১২৮৭ „ „	„	৪র্থ ভাগ
„	১২৮৯ „ „	„	৬ষ্ঠ ভাগ
„	১২৯০ „ „	„	৭ম ভাগ
ভারতী ও বালক	১২৯৩ „ „	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী,	১০ম ভাগ
„	১২৯৫ „ „	„	১২শ ভাগ
„	১২৯৬ „ „	„	১৩শ ভাগ
„	১২৯৭ „ „	„	১৪শ ভাগ
„	১২৯৮ „ „	„	১৫শ ভাগ
„	১২৯৯ „ „	„	১৬শ ভাগ
„	১৩০০ „ „	„	১৭শ ভাগ
„	১৩০১ „ „	„	১৮শ ভাগ
„	১৩০২ „ „	শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী,	১৯শ ভাগ
„	১৩০৩ „ „	„	২০শ ভাগ
„	১৩০৪ „ „	„	২১শ ভাগ
„	১৩০৫ „ „	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	২২শ ভাগ
মহাজন-বন্ধু	১৩০৭ ফাল্গুন „	শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল,	১ম ভাগ
মহিলা	১৩০৪ শ্রাবণ „	——	৩য় ভাগ
মুকুল	১৩০৫ বৈশাখ „	——	৪র্থ ভাগ
„	১৩০৬ „ „	——	৫ম ভাগ
রমণী	১৩০০ „ „	শ্রীচারুচন্দ্র রায়,	১ম বর্ষ
শিল্পপুষ্পাঞ্জলি	১২৯৩ „ „	——	১ম ভাগ
„	১২৯৪ „ „	——	(প্রথম চারিসংখ্যা পর্য্যন্ত)
শিক্ষা-পরিচয়	১২৯৬ „ „	শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী,	১ম ভাগ

নাম	প্রকাশকের সময়		সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
শিক্ষাপরিচয়	১২৯৭ বৈশাখ	মাসিক	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী,	২য় ভাগ
"	১২৯৮ "	"	"	৩য় ভাগ
"	১৩০০ "	"	"	৫ম ভাগ
শ্রীগৌড়ভূমি	১৩০৮ "	"	শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ,	১ম খণ্ড সম্পূর্ণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকা	১৩০৭ফাল্গুন	"	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র,	১ম ভাগ
সখা ও সাথী	১৩০১ "	"	শ্রীভুবনমোহন রায়,	১০ম ভাগ
"	১৩০২ "	"	"	১১শ ভাগ
সখী	১৩০৭ মাঘ	"	——	১ম ভাগ
সঙ্গীত-প্রকাশিকা	১৩০৮আশ্বিন	"	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১ম খণ্ড
সৎসঙ্গ	১৩০২ মাঘ	"	শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	২য় ভাগ
সৎসঙ্গ	১৩০৩ মাঘ	"	শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	৩য় ভাগ
	১৩০৫	"	"	৫ম ভাগ
সর্ব্বার্থ-পূর্ণচন্দ্র	১২৬৪	মাসিক	শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ	১ম খণ্ড
"	"	"	" "	২য় "
"	"	"	" "	৩য় "
সহচরী	১২৯৩ আষাঢ়	"	শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে	১ম ভাগ
"	১২৯৩ আষাঢ়	"	"	২য় ভাগ
সংস্কৃত-চন্দ্রিকা	১৮১৬ শক	"	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত	৩য় ভাগ
"	১৮২২।১৮২৩শক	"	"	৮ম ভাগ
সাধনা	১২৯৮।৯৯	"	শ্রীসুধীনাথ ঠাকুর	১ম বর্ষ ১ম ভাগ
"	১২৯৯	"	"	" " ২য় ভাগ
"	১২৯৯।১৩০০	"	"	২য় বর্ষ ১ম ভাগ
"	১৩০০ "	"	"	২য় বর্ষ ২য় ভাগ
"	১৩০০।১৩০১ "	"	"	৩য় বর্ষ ১ম ভাগ
"	১৩০১।১৩০৩ "	"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪র্থ বর্ষ ১ম ভাগ
"	১৩০৩ "	"	"	৪র্থ বর্ষ ২য় ভাগ
সাহিত্য	১৩০২ বৈশাখ	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬ষ্ঠ ভাগ
"	১৩০৪ "	"	"	৮ম ভাগ
"	১৩০২ "	"	"	১০ম ভাগ
"	১৩০৭ "	"	"	১১শ ভাগ

নাম	প্রকাশকের সময়		সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
"	১৩০৮ "	"	"	১২শ ভাগ
সাহিত্য-কল্পদ্রুম	১২৯৬ "	"	শ্রীসুরেশ সমাজপতি	১ম ভাগ
"	১২৯৯ "	"	ব্যোমকেশ মুস্তফী	২য় ভাগ
সাহিত্যসংহিতা	১৩০৭ বৈশাখ	মাসিক	শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	১ম খণ্ড সম্পূর্ণ।
"	১৩০৮ "	"	"	২য় খণ্ড
সাহিত্যসেবক	১৩০২ পৌষ	"	——	১ম ভাগ
"	১৩০৩ "	"	——	২য় ভাগ
"	১৩০৪		——	৩য় ভাগ দুই সংখ্যামাত্র
সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার		"	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	১ম ভাগ
সুবোধিনী	১২৯৭	"	শ্রীকালিদাস মিত্র।	২য় ভাগ
"	১২৯৮	"	শ্রীভোলানাথ মিত্র।	২য় ভাগ
স্বাস্থ্য	১৩০৫	"	শ্রীদুর্গাদাস গুপ্ত।	২য় খণ্ড
"	১৩০৬ বৈশাখ	"	"	২য় খণ্ড
"	১৩০৭	"	"	৪র্থ খণ্ড
"	১৩০৮	"	"	৫ম খণ্ড
হরিভক্তি	১৩০৬ ভাদ্র	"	শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।	১ম খণ্ড
হিতৈষী	১৩০৫ পৌষ	"	শ্রীকালিচরণ মিত্র।	৫ম বর্ষ
হিন্দুদর্শন	১২৮৮ ভাদ্র	"	বিধুভূষণ মিত্র।	২য় খণ্ড
হিন্দু পত্রিকা	১৩০৪	"	শ্রীযদুনাথ মজুমদার।	৫ম বর্ষ
"	১৩০৬	"	"	৬ষ্ঠ বর্ষ
"	১৩০৭	"	"	৭ম বর্ষ

ইংরাজি সাময়িক পত্র

The Dwan	1900	S. C. Mukherjee	Vol IV.
Brahmavadin	1900-1901	"	Vol VI.
The Brahmacharin	1900	Y. N. Mazoamdar	Vol I.
" "	1901	"	Vol II.
Journal of the Buddhist Text Society	1897	S. C. Dass	Vol V.

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম।	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
The Calcutta University Magazine	1895	„	Vol II.
„	1896	„	Vol III
„	1897	„	Vol IV.
„	1898	„	Vol V.
„	1899	„	Vol VI.
„	1900	„	Uol VII.
„	1901	„	Vol VIII.
The Bengal Magazine	1875	Rev. Lalbehari De.	Vol III.
The Mukherjee's „	1873	Dr S. C. Mukherjee	Vol I (NewSeries)
„ „	1875	„	Vol III „
The National „	1888	Kaliprasanna De.	Vol II. „
„ „	1889	„	Vol III „
„ „	1890	„	Vol IV „
„ „	1893	„	Vol VII „
„ „	1894	„	Vol VIII „
„ „	1896	„	Vol X „
„ „	1897	„	Vol XI „
„ „	1898	„	Vol XIII „
„ „	1899	„	Vol XIII „
„ „	1900	„	Vol XIV „
„ „	1901	„	Vol XV „

☞এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার লুপ্ত সাময়িক পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের খণ্ড বা ভাগ এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় তাহাদের নাম মাত্র প্রকাশিত হইল। এমন অনেক পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, যাহার ১, ২, ৩ বা আরও কয়েক সংখ্যামাত্র বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পত্রের নমুনাস্বরূপ এক সংখ্যা মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর বাহির হইয়াছিল কি না বা পাওয়া যাইবে কি না, জানা যায় না, সুতরাং নমুনাস্বরূপ সেই এক সংখ্যাই রাখা গিয়াছে।

অনুশীলন (২য়)	চিকিৎসা-কল্পদ্রুম	বঙ্গরবি	শোভা (১ম)
অনুশীলন (৩য়)	জাহ্নবী	বসন্ত	শোভা (২য়)
অনুশীলন ও পুরোহিত	জ্যোতি	বালক	শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা
আচার্য্য	তৃপ্তি	বালকবন্ধু	শ্রীসনাতনী
আনন্দ	ত্রিস্রোতা	বাসনা	শ্যামচাঁদ
আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী	দীপিকা	বিকাশ	সঙ্গিনী

আর্য্যপ্রতিভা	নবনলিনী	বিজ্ঞান-দর্পণ	সজ্জন তোষিণী
আর্য্যসমাজ-সম্পত্তি	নববিধান	বিশ্বদর্পণ	সনাতন-ধর্ম্মকণা
আলো	পাক্ষিক-সমালোচক	বিভা	সমাজ ও সাহিত্য
আলোচনা (১ম)	পারিজাত	ভারতভূমি	সমাজরঞ্জন
আলোচনা (২য়)	পুষ্পাহার	ভারত-সুহৃৎ	সাবিত্রী
উদ্দীপনা (১ম)	পূর্ণশশী	ভাস্কর	সুচিন্তা
উদ্দীপনা (২য়)	প্রকৃতিরঞ্জন	মজলিস্	সুলভ-পত্রিকা
কল্প	প্রজাপতি	মধ্যস্থ	সেবক
কান্তি	প্রতিনিধি	মালঞ্চ	হরবোলা-ভাঁড়
কান্নিকর-দর্পণ	প্রসূন	মুকুলমালা	হালিসহর-পত্রিকা
গোপাল-ভাঁড়	বঙ্গজীবন	লক্ষ্মী-স্বরসতী	হিন্দু-সুহৃৎ

"ড" পরিশিষ্ট।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুত সাহায্য-তালিকা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৲
রায় শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস গুপ্ত বাহাদুর	২০৲
„ „ প্রাণশঙ্কর চৌধুরী } „ „ পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী }	১৫৲
কুমার „ পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় (জেমো রাজবাটী)	১০৲
„ „ শরদিন্দুনারায়ণ রায় (ঐ)	৫৲
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	৫৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্	৫৲
„ কেদারনাথ বসু	৫৲

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ	৫৲
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্	২৲
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ	২৲
„ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	২৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ	২৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২৲
রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর	২৲
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল	২৲
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ	২৲
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২৲
„ গোবিন্দলাল দত্ত	২৲
„ ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি এ	১৲
„ সুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্ এ	১৲
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲
„ প্রমথনাথ দত্ত	১৲
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী	১৲
„ আনন্দময় মিত্র	১৲
„ বরদাকান্ত ঘোষ	১৲
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী	১৲
৺চারুচন্দ্র ঘোষ	১৲
	১২১৲

"ঢ" পরিশিষ্ট।

১৩০৯ সালের আয়ব্যয় বিবরণ।

আয়—

চাঁদা ——— ——————— ২৪৭২৷৷৹
প্রবেশিকা——————————৫৯৲
পুস্তক ও পত্রিকা-বিক্রয়————৭৭৷৷৶৹
বিবিধ আয়———— ————————১৮/৹
এককালীন দান——————————৬৫৭৲
হাওলাত———————— ———————৩৩৬৲

মোট—৩৬১০।৹

ব্যয়—

ডাকমাশুল————————————২৭১।১৹
কাগজ খরিদ———————৩৫১৸৫
পত্রিকা-মুদ্রণ———— ——————৩৯৮৸৹
গ্রন্থাবলী-মুদ্রণ——————————২৯৯৸/১৹
বিবিধ-মুদ্রণ ———— ————৫৷৷৹
দপ্তর সরঞ্জামী—————————৫০৷৷৶১৫
বেতন———————— ———————৯২৭।৹
বাটীভাড়া————————————৩৪৪৷৷৶১৫
পুস্তক-বাঁধা দপ্তরী——————১১৬/৹
পুস্তক খরিদ————————————১৩৩৸৶৹
বিবিধ ব্যয়——————————————১২৫/৹
হাওলাত শোধ——————————৭০৲
গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে হাঃ দাদন——৩০০৲
আসবাব খরিদ—————————৩৭০৲
একালীন দান——————————২০।৹

মোট—৩৭৮৫৶১৫

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত————————৩১৩৶৹
বর্ত্তমান বর্ষের আয়——————৩৬১০।৹
৩৯২৩৷৷৶৹
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়— ৩৭৮৫৶১৫
ধনরক্ষকের হস্তে উদ্বৃত্ত আছে—১৩৮৷৷৹

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব পরিশুদ্ধ।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী ও
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,
হিসাব রক্ষক।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ধনরক্ষক।